টেলিভিশন সাংবাদিকতা

নঈম তারিক

www.pathagar.com

'দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ'

আবদুল মোতালেব খান
মালেকা খাতুন
হুছনা খানম

www.pathagar.com

"Journalism's biases lies mostly in five areas: in favour of what is new, what is bad, what is dramatic, what is most readily available, and what can be readily understood. ...

"By Definition, while operating within its relatively orthodox framework, news focuses on what is different and unexpected rather than what is familiar and predictable. What is new keeps changing all of the time, so the news offers a peculiarly fleeting, episodic and disjointed view of the world. ...

"News is also usually about something bad happening – war, crime, corruption, violence, natural disaster. Good news is rarely reported unless – like peace breaking out, a welfare family winning the lottery, a victim's miraculously recovery or a hurricane heading toward shore that suddenly veers off and blows out to sea – it represents dramatic change, include a major element of bizarre, or offers heartwarming human interest. ...

"The very essence of journalism, however, is uncovering whatever is bad rather than reporting whatever is good – questioning motives, searching out immorality, focusing on controversy and in general, looking for the worst in people and situations"

Lawrence K Grossman, *The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age* (New York: Viking, 1995)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংবাদ

খবরের কাগজ, টেলিভিশনসহ নানা মাধ্যম থেকে আমরা হরহামেশাই খবর নিই। চিঠি লিখে, ফোন করেও আমরা খবর লেনদেন করি। কেউ কোনো বিষয়ের সবশেষ খবর না জানলে তাকে নিয়ে হাসিতামাশা করতেও ছাড়ি না আমরা। অর্থাৎ সমাজে বসবাস করতে গেলে আমাদের খবরের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়। একটু কিছুতে খবর জানতে দেরি হয়ে গেলে পড়তে হয় নানা ঝামেলায়। কিন্তু খবর বা সংবাদ নিয়ে কাজ করতে গেলে- আমরা কোনটাকে সংবাদ বলবো আর কোনটাকে বলবো না এই বিবেচনার মধ্যে, ঝাড়াই বাছাইয়ের মধ্যে থাকতে হয় প্রতিনিয়ত। কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই একজন যেমন সংবাদটা চট করে ধরে ফেলতে পারেন- একজন নবীশের পক্ষে তা ততোটাই কঠিন।

উইকিপিডিয়া বলছে, প্রিন্ট, ব্রডকাস্ট, ইন্টারনেট কিংবা মুখের কথার মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষ বা সাধারণ দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে চলমান নানা ঘটনার তথ্য নিয়ে যোগাযোগই হচ্ছে সংবাদ। সহজ করে বললে, আমাদের পেশায়- খবরের কাগজ ও রেডিও টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে চলমান যেসব ঘটনার খবর জায়গা পায় তাকেই আমরা সংবাদ বলবো। টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে আরেকজনকে ঘটনার কথা জানানো অবশ্যই সংবাদ- কিন্তু এতোশত মানুষ দিনরাত এতোশত মানুষকে যেসব খোঁজখবর জানাচ্ছে তার সবই গণমাধ্যম বা খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন আর ইন্টারনেটে জায়গা পায় না। কারণ, গণমাধ্যম গণমানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে- একজন দুইজনের সঙ্গে নয়। ফলে, তার দর্শক-শ্রোতা বা পাঠকের বড় একটি অংশ যেসব ঘটনার বিস্তারিত জানতে চায় তার বাইরে সে যায় না। ফলে, গণমাধ্যম কর্মীদের সবসময় ওইসব ঘটনার পেছনে ছুটতে হয়- যেগুলোর প্রতি বেশীরভাগ মানুষের আগ্রহ, ব্যক্তিগতভাবে তাদেরও আগ্রহ তো রয়েছেই।

তাহলে সংবাদকর্মী হিসেবে আমরা বলতে পারি, আমি যে গণমাধ্যমটিতে কাজ করছি তাতে যেসব ঘটনার বর্ণনা প্রকাশ বা প্রচার হওয়ার যোগ্যতা রাখে সেগুলোই সংবাদ। আবার রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ বুলেটিনকেও সংবাদ বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট হিরো ওনোডার গল্পটাই বলি। জাপানের এই সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ফিলিপাইনের লুবাং দ্বীপে পাঠানো হয় তাকে। দায়িত্ব ছিলো- শত্রুর হামলা ঠেকাতে যা কিছু সম্ভব করা, আর নির্দেশ ছিলো প্রাণ যাবে কিন্তু আত্মসমর্পণ করা যাবে না। ১৯৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ফিলিপিনো কমনওয়েলথ বাহিনী ওই দ্বীপে পৌঁছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই ওনোডা এবং তিনজন সেনা বাদে বাকী সবাই হয় নিহত হন অথবা আত্মসমর্পণ করেন। ওনোডা তার লোকজনকে পাহাড়ে লুকোতে নির্দেশ দেন। অক্টোবরে তারা একটি লিফলেট দেখতে পান যাতে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা রয়েছে। আরো একটি লিফলেট পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে অগাস্টের ১৫ তারিখ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, পাহাড় থেকে নেমে এসো। কিন্তু তারা এগুলোকে জাল এবং প্রোপাগান্ডা বলে উড়িয়ে দেন। ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ আকাশ থেকে সেনাপতিদের নামে আত্মসমর্পণের নির্দেশসহ লিফলেট ফেলা হলে তারা সেগুলোকেও জাল বলে উড়িয়ে দেন। চার বছর পর তাদের একজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং স্থানীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ওনোডার বাকী দুই সঙ্গী একে একে নিহত হন আর তাকে ১৯৫৯ সালে মৃত ঘোষণা করা হয়। নানা ঘটনার পর, ২৯ বছর পর ১৯৭৪ সালে তার এক বাল্যবন্ধু ঘুরতে গিয়ে খুঁজে পান তাকে; আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলে যুদ্ধকালীন তার কমান্ডারকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ফিলিপাইনে। ৯ মার্চ তাঁর নির্দেশে শেষমেষ তখনো কর্মক্ষম রাইফেল, ৫০০ রাউন্ড গুলি এবং বেশ কিছু হ্যান্ডগ্রেনেড জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন হিরো ওনোডা।

একটি বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যমের অভাবে হিরো ওনোডাকে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি সংবাদ কতোটা জরুরি। আপনার কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে তীব্র শীতের কারণে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো গুরুত্ব না থাকতে পারে। কিন্তু যে পরিবারের সদস্যরা সেখানে রয়েছেন, কিংবা যারা বেড়াতে বা কোনো কাজে সেখানে যাবেন তাদের কাছে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইরাকে আত্মঘাতি হামলা বেড়ে যাওয়া কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুরুত্ব রয়েছে যাদের সে দেশের সঙ্গে ব্যবসা রয়েছে তাদের কাছে। এভাবে সংবাদ আমাদের চারপাশ থেকে শুরু করে পুরো বিশ্ব সম্পর্কে একটি চিত্র তৈরি করে দেয়। আর তাই সংবাদ পরিবেশনে নির্ভুল, বিশ্বাসভাজন থাকা অতীব জরুরি। কিভাবে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়, বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য কি করতে হবে অনেকদিনের অনুশীলনে তার একটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছে। আমরা তা পরে আলোচনা করছি।

www.pathagar.com

সংবাদ মাধ্যম

সংবাদ পরিবেশনের বিভিন্ন মাধ্যমের কথা আমরা জানি। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন এবং হালে ইন্টারনেট সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। জাতীয়ভাবে প্রকাশিত খবরের কাগজ ছাড়াও রয়েছে স্থানীয় ও আঞ্চলিক খবরের কাগজ। কিছু কিছু খবরের কাগজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে। একইভাবে টেলিভিশন ও রেডিও জাতীয়ভাবে প্রচারিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক এমনকি কমিউনিটি-ভিত্তিকও প্রচারিত হয়। স্থানীয় টেলিভিশনের আবার নেটওয়ার্ক থাকে। স্যাটেলাইট সম্প্রচার প্রযুক্তির কল্যাণে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল-তো বিশ্বজুড়ে দর্শকপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সংবাদ প্রচারের বিবেচনায় টেলিভিশন মাধ্যমটিতে তিন ধরনের চ্যানেল দেখা যায়। কোনোটি শুধুই সংবাদ এবং চলমান নানা ঘটনা নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। কিছু চ্যানেল বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংবাদও প্রচার করে থাকে। আবার কিছু চ্যানেল একেবারেই সংবাদ পরিবেশন করে না এবং সাধারণত বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে, যেমন- খেলাধুলা, ভ্রমণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, সিনেমা, বিনোদন, সংগীত ইত্যাদি। সংবাদ প্রচার করে যেসব চ্যানেল সেগুলোর কথা বিবেচনায় রেখে আমরা কিছু বিষয় আলোচনা করবো।

রেডিও এবং টেলিভিশন অন্যান্য গণমাধ্যমের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে এগুলোতে প্রচারিত অনুষ্ঠান এবং তথ্য সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক বা দর্শক শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায় বলে। একই সঙ্গে এতো বিপুল সংখ্যক দর্শক শ্রোতার সামনে হাজির হওয়ার ক্ষমতা আর কোনো মাধ্যমের নেই। এদের মধ্যে আবার রেডিওর তুলনায় টেলিভিশন এগিয়ে রয়েছে চলমান ছবি দেখাতে পারে বলে। কখনো কখনো বড় বড় ঘটনার ছবি সরাসরি পরিবেশন করার মতো কাজ করে ফেলে টেলিভিশন। আর তাই অন্যান্য মাধ্যমের খবরের তুলনায় টেলিভিশনের সচিত্র খবর অনেক বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রভাবশালী। সংবাদপত্রের পাতায় যেখানে স্থির ছবিই অনেক কথা বলে দেয়, সেখানে চলমান ছবি আরো শক্তিশালী, আরো বাঙময়। ফলে, টেলিভিশনে পরিবেশিত খবর আরো বেশী বিশ্বাসযোগ্য, দর্শককে প্রভাবিত করে অনেক বেশী। সংবাদপত্র যেখানে তথ্য পরিবেশন আর ঘটনার বর্ণনা করে টেলিভিশন সেখানে তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের প্রতিক্রিয়া- দুঃখ, আনন্দ, হতাশার ছবি আর কথা তুলে ধরে। জীবন নাটকের খণ্ডচিত্র দেখতে পায় দর্শক, সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে ঘটনার সঙ্গে, অংশীদার হয় অনুভূতির। এসবের জন্য অবশ্যই ঘটনাস্থলে যেতে হয় প্রতিবেদককে; তাই টেলিভিশন সাংবাদিকতাকে Embodied Journalism-ও বলে। এর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে। টেলিভিশন এবং রেডিও দুটোই সম্প্রচার

www.pathagar.com

মাধ্যম বলে এ দুটো মাধ্যমের সাংবাদিকতাকে একত্রে Broadcast Journalism বলা হয়।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার টেলিভিশন সাংবাদিকতাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে যে কোনো জায়গা থেকে সরাসরি খবর পাঠানো, প্রতিবেদকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সবশেষ অবস্থা জানানোর সুবিধা খবর পরিবেশনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বলা হয় টেলিভিশন সাংবাদিকতার বিশ ভাগ সাংবাদিকতা, বাকী আশি ভাগই প্রযুক্তি।

টেলিভিশনে খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি বড়ো অসুবিধা হলো, সময়-স্বল্পতা। কোনো বিষয়ের গভীরে যাওয়ার সুযোগ নেই, সুযোগ নেই বিস্তারিত বর্ণনা বা বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরির। কিন্তু সবার আগে, বিশেষ করে পরের দিন ভোরে পত্রিকা পৌঁছার আগেই সবশেষ খবর দিয়ে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে। পত্রিকা ছাপা হয়ে যাওয়ার পরের ঘটনার খবর পাওয়া যায় টেলিভিশনের ভোরের সংবাদ বুলেটিনে। টেলিভিশনের খবর দেখে পত্রিকার রিপোর্টার ছুটতে পারেন বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য। আবার পত্রিকার পাতা থেকে দিনের সম্ভাব্য নানা ঘটনার সূত্র পেতে পারেন টেলিভিশনের সংবাদকর্মী। এভাবে একে অন্যের সহযোগী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলেছে টেলিভিশন এবং খবরের কাগজ।

শুধু টেলিভিশন সাংবাদিকতা নয়, সংবাদকর্মী হতে চাই একটি কৌতূহলী, বিশ্লেষী মন। সুস্থ সামর্থ্য দেহের অধিকারী হওয়াটাও জরুরি। খবর সংগ্রহের কাজে যখন যেখানে দরকার ছুটে যাওয়া, কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পিছনে লেগে থাকার উদ্যমও জরুরি। টেলিভিশনে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হয় প্রায় সব সময়। সাড়ে সাতটার খবর পৌঁনে আটটায় দেওয়ার সুযোগ নেই।

খেয়াল করবেন, খবরের কাগজ কারা পড়েন আর টেলিভিশন কারা দেখেন কিংবা রেডিও কারা শুনেন। খবরের কাগজ পড়ার জন্য আপনাকে নিদেনপক্ষে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে- অর্থাৎ পড়তে জানতে হবে। সাধারণত পড়তে জানলেও আট/দশ বছর বয়সের আগে খবরের কাগজ পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মে না। রেডিও শোনার জন্যও এমন বয়সী হতে হয় বলা চলে। কিন্তু আজকাল খেয়াল করলে দেখা যাবে, অবুঝ শিশুও টেলিভিশন নামের বাক্সটির সামনে থেকে নড়তে চায় না। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন না দেখালে অনেক শিশু খেতে পর্যন্ত চায় না। টেলিভিশন দেখার জন্য পড়ালেখা জানাও লাগে না। ফলে এর দর্শকের কোনো বয়সসীমা নেই, নেই কোনো শ্রেণি-পেশার বাধা। তাই দর্শকের সংখ্যাও খবরের কাগজের তুলনায় অনেক বেশী।

www.pathagar.com

বিভিন্ন পেশায় নিজস্ব অর্থে কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়, তৈরি হয় বিভিন্ন শব্দ সংক্ষেপ, যেগুলো কেবল সে-সব পেশায় জড়িতরা কাজের সুবিধার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যবহার করেন। পেশাগত বিষয়ে পড়াশোনার সময় সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়, কখনো কখনো অন্য বিষয় বা পেশা থেকে আসা কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। টেলিভিশনে এবং টেলিভিশন সাংবাদিকরাও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দ, শব্দগুচ্ছ এবং শব্দ সংক্ষেপ ব্যবহার করে থাকেন। তাই বইটিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে শব্দাবলী অংশে। বইটির এক তৃতীয়াংশ জুড়ে টেলিভিশন কর্মী এবং টেলিভিশন সাংবাদিকরা আকছার ব্যবহার করেন এমন দুই শতাধিক শব্দ এবং শব্দ সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশটি গ্রন্থনার সময় বিবিসির টেলিভিশন গ্লোসারি অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য, টেলিভিশন সংবাদকর্মীদের কথা বিবেচনা করে ওই গ্লোসারির অনেক ভুক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে, এর বাইরের বেশ কিছু ভুক্তি যোগও করা হয়েছে। টেলিভিশনে ব্যবহৃত এসব শব্দ, শব্দগুচ্ছ এবং শব্দ সংক্ষেপের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়না, ইংরেজিতেই ব্যবহৃত হয় বলে ইংরেজি বর্ণক্রম অনুসারেই সাজানো হয়েছে অধ্যায়টি। অভিজ্ঞ টেলিভিশন সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কিংবা টেলিভিশন সাংবাদিকতা বিষয়ের ছাত্রদের চোখে যদি বইটিতে কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে তা শোধরানোর জন্য লেখককে জানানোর জন্য একান্ত অনুরোধ রইল।

বইটি গ্রন্থনার পরিকল্পনা পর্যায়ে যার সহযোগিতার কথা না বললেই নয়, তিনি এনটিভি'র সহকর্মী সেলিম খান। এনটিভি চালুর আগে বার্তা বিভাগের কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপের বক্তৃতাগুলো সংরক্ষণ এবং তার একটি কপি দিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ওর্য়াকশপটি পরিচালনা করেছিলেন শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম; এনটিভি এবং তাঁর প্রতিও সমান কৃতজ্ঞতা। ভাগ্নে মহসীন পাঠান রাজীব একটি কাজ চালানোর মতো পার্সোনাল কম্পিউটারের ব্যবস্থা না করে দিলে বইটি গ্রন্থনার কাজ কখনোই শুরু করা সম্ভব হতো না। বইটির গ্রন্থনা পর্যায়ে এর অধিকাংশ অধ্যায়ের প্রথম পাঠক হিসেবে মতামত ব্যক্ত করে যথার্থ সহযোগিতা করেছেন এনটিভির স্বল্প সময়ের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক জনাব সুমন মাহমুদ। সংবাদচিত্র সম্পাদনা অধ্যায়টি সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আবু রেজওয়ান ইউরেকা। বিশেষ কৃতজ্ঞতা একুশে টেলিভিশন এবং একুশে টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের সদস্যদের প্রতি, তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। একুশে টেলিভিশনের বার্তা বিভাগে কাজ করা যে কারো জীবনের শ্রেয়তর অভিজ্ঞতা।

www.pathagar.com

ক. সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা

অর্থপূর্ণভাবে সাজানো বিশ্বাসযোগ্য সঠিক তথ্য জনগণের কাছে সহজলভ্য হলেই সফল গণতন্ত্র সম্ভব। সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব তথ্য সরবরাহ, আর তা যোগানদারের দায়িত্বটি পালনেই সাংবাদিকরা সচেষ্ট থাকেন। সাংবাদিকতায় 'সত্য' কথাটি দার্শনিক অর্থে নয়, বাস্তব অর্থেই নেওয়া হয়। 'সত্য' শুরু হয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ে পেশাগত শৃঙ্খলা থেকে। ভুল তথ্য দর্শক বা পাঠককে শুধু বিভ্রান্তই করে না, সংবাদমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে। একটি সামান্য ভুল সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, দেশ, সমাজ, জনগণ অথবা একক কোনো ব্যক্তির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

খ. জনগণের প্রতি বিশ্বস্ততা

সংবাদ সংস্থাকে বিজ্ঞাপনদাতা, অংশীদারসহ নানা জায়গায় জবাবদিহি করতে হয়, কিন্তু এতে কর্মরত সাংবাদিকদের নির্ভয়ে অথবা পক্ষপাতমুক্ত খবর পরিবেশনের জন্য জনগণ এবং জনস্বার্থের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা (comitment) সংবাদ সংস্থার গ্রহণযোগ্যতার মূল ভিত্তি। পাশাপাশি এর আরেকটি অর্থ হলো, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরা। একটি সংবাদ সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত এবং বিশ্বস্ত একটি গ্রাহকগোষ্ঠী তৈরি করে, যার ফলাফল আর্থিক সাফল্য। তাই সংবাদ মাধ্যমে ব্যবসা করতে আসা উদ্যোক্তাদের অন্যান্য বিষয় বিবেচনার আগে দর্শক বা পাঠকের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার নীতিকে লালন করতে দেওয়া উচিত।

গ. তথ্য যাচাই

ব্যক্তি সাংবাদিক পক্ষপাতমুক্ত নন, থাকা সম্ভব নয়। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য তা জরুরি নয়। তথ্য যাচাই বাছাইয়ে পেশাদার শৃঙ্খলা বজায় রাখলেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন সম্ভব। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে বের করা, যতো বেশী সম্ভব সূত্র অনুসন্ধান করা, বিভিন্ন পক্ষের মতামত বা বক্তব্য নেওয়া হলে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বেড়িয়ে আসবে, এগুলোই মানদণ্ড।

ঘ. স্বাধীনতা

সাংবাদিকতার জন্য ঘটনা বা বিষয় থেকে স্বাধীন থাকা একটি অন্তর্নিহিত শর্ত, বিশ্বাসযোগ্যতার মূল খুঁটি। মন এবং আবেগ থেকে স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা থেকে নয়।

www.pathagar.com

এ নীতি অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে। সম্পাদকীয় বা মন্তব্য যারা লেখেন, তারা অবশ্যই নিরপেক্ষ নন। কিন্তু সঠিক তথ্য, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিবেচনা এবং তথ্য জানানোর ক্ষমতাই তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলে, কোনো দল বা ফলাফলের প্রতি আনুগত্য নয়। তবে এ স্বাধীনতা যেন সাংবাদিকদের মনে উদ্ধত গর্ববোধ জন্ম না দেয়; তারা যেন জনবিচ্ছিন্ন উপরতলার লোক না হয়ে উঠেন।

ঙ. ক্ষমতার স্বাধীন পর্যবেক্ষক

যাদের ক্ষমতা এবং অবস্থান জনগণকে প্রভাবিত করে তাদের পর্যবেক্ষণ করার এক অসাধারণ সামর্থ্য রাখে সাংবাদিকতা। যারা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের কাছে তা ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পরিখার মতো, আইন তা নিশ্চিত করেছে, জনগণ তাতে বিশ্বাস করে। সাংবাদিক হিসেবে এই ভূমিকার স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে। হেলায় বা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে তাকে ভূলুণ্ঠিত করা যাবে না।

চ. জনগণকে সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া

জনসাধারণের উন্মুক্ত আলোচনার সাধারণ বাহন হলো সংবাদ মাধ্যম এবং এ দায়িত্ব সাংবাদিকদের বিশেষ সুবিধার ভিত্তি তৈরি করে। কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের বদলে সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনাই সবচেয়ে কার্যকর হয়। পাশাপাশি দ্বন্দ্ব বা বিতর্কগুলো বড় করে না তুলে বিভিন্ন মতামত এবং স্বার্থ সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে তুলে ধরাও প্রয়োজন। সাধারণ আলোচনার সূত্রধর হিসেবে সার্বজনীন দিকগুলোকে অবহেলা করা যাবে না, ওখান থেকেই সমস্যার সমাধান শুরু হয়।

ছ. উল্লেখযোগ্য বিষয়টিকে আগ্রহোদ্দীপক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে

একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ গল্প বলাই সাংবাদিকতা। গ্রাহক জড়ো করা বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সারিবদ্ধ করার চেয়ে বেশী কিছু করতে হবে। টিকে থাকতে হলে, যা দর্শক বা পাঠক চায় এবং আশা করেনা কিন্তু প্রয়োজন বোধ করে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য করতে হবে। সহজ কথায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আগ্রহোদ্দীপক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কতো দর্শক বা পাঠককে টানলো এবং কতটুকু বোধগম্য করে তুলতে পারলো, দুভাবেই মান নির্ণয় করা হয়। তার মানে সাংবাদিককে সবসময় প্রশ্ন করতে হবে, কোন তথ্যটি কিভাবে উপস্থাপন করলে তা জনগণের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠবে। সাংবাদিকতাকে অবশ্যই সরকার এবং জননিরাপত্তার বাইরেও যেতে হবে। সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক সমাজের

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে তুলে ধরতে সচেতন থাকতে হবে। এসব বিষয়গুলোকে অহেতুক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হলে অথবা হেলার বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হলে এসব সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

জ. খবরকে বিস্তারিত এবং পরিমিত রাখতে হবে

সততার মূল খুঁটি হলো খবর পরিমিত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বাদ না দেওয়া। এটা অনেকটা মানচিত্রবিদ্যার মতো, সাংবাদিকতা নাগরিকদের জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করে। স্পর্শকাতর বিষয়ে বেশী তথ্যের সমাবেশ, অন্যদের অবহেলা, অপরিমিতভাবে নেতিবাচক হওয়া– এ মানচিত্রকে কম বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে। এতে সব সম্প্রদায়ের খবর থাকতে হবে, কেবল জনসংখ্যার দিক থেকে আকর্ষণীয় অংশের খবর দিলেই হবে না। যে বার্তাকক্ষে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা লোকের সমাবেশ রয়েছে সেখানে এটা ভালোভাবে পাওয়া যায়।

ঝ. কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে দিতে হবে

প্রত্যেক সাংবাদিকের ব্যক্তিগত নীতিবোধ এবং দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। সুবিবেচনা এবং যথার্থতার প্রয়োজনে সহকর্মীদের সাথে দ্বিমত থাকলে তা আলোচনা করতে আগ্রহী হতে হবে। হোক তা বার্তাকক্ষে কিংবা আলাদা কোথাও। মন খুলে কথা বলাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সফল সংবাদ সংস্থাগুলো এই স্বাধীনতাকে লালন করে। এর মাধ্যমে ক্রমে জটিল হয়ে উঠা সমাজকে বুঝা এবং সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বৈচিত্র্য জেগে উঠে।

কোনো ঘটনার সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা

জায়গা কিংবা সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বার্তাকক্ষের কর্তা ব্যক্তিদের ঠিক করতে হয় কোন কোন সংবাদগুলো ছাপা বা সম্প্রচার করা হবে, কোনগুলোকে বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি ঠিক করতে হয় কোনটার আগে কোনটা যাবে, কোনটাকে কতোখানি গুরুত্ব দেওয়া হবে। খবরের কাগজে যেমন গুরুত্ব ভাগ হয় শিরোনামের দৈর্ঘ্য দিয়ে, দুই কলাম না তিন কলাম; তেমনই রেডিও টেলিভিশনেও প্যাকেজ না ভয়েস ওভার হবে তা দিয়ে। খবরের কাগজে আবার কোনটা পাতার উপরে বাম দিকের কলামে থাকবে তারপর কোনটা যাবে সে বিবেচনাও করতে হয়। এসব কিন্তু বার্তাকক্ষের কর্তাদের ব্যক্তিগত মর্জি আর পছন্দের ওপর নির্ভর করে না। দীর্ঘদিনের অনুশীলন থেকে এই ঝাড়াই বাছাইয়ের কিছু রীতিনীতি তৈরি হয়েছে।

www.pathagar.com

Timeliness (যথাকালীনতা): বলা হয় News is what's new. সকালের বুলেটিনে যে ঘটনার লাইভ কাভারেজ হয়েছে, সন্ধ্যায় তা একটা সাদামাটা রিপোর্ট দিয়ে শেষ হতে পারে। তরতাজা এবং নতুন ঘটনা সময় মতো খবর পরিবেশন করা হলে দর্শকের কাজে লাগে।

Proximity (নৈকট্য): দর্শকের যতো কাছের ঘটনা, গুরুত্ব ততো বেশী। বাংলাদেশের কোথাও সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু আর বুরকিনা ফাসোতে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু একই গুরুত্ব পাবে না। কিন্তু মরিশাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ বাংলাদেশীর মৃত্যু খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বুলেটিনে রাখা হবে।

Exeptional Quality (ব্যতিক্রমী ঘটনা): স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা, ব্যতিক্রমী কিছু হলেই তা দর্শকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠে। বুরকিনা ফাসোতো সড়ক দুর্ঘটনার বদলে যদি ভূমিকম্পে কিংবা সোয়াইন ফ্লুতে ১০ জন মারা যায় তা কিন্তু বুলেটিনে ওঠে আসতে পারে। ঘটনা যতো ব্যতিক্রমী তা ততো বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

Possible Future Impact (ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রভাব): সোয়াইন ফ্লুর উদাহরণ সংবাদের নতুন একটি উপাদান টেনে আনে- এর ভবিষ্যৎ প্রভাব। বুরকিনা ফাসো থেকে তা ছড়িয়ে কতোদূর যেতে পারে? সেখান থেকে এই ফ্লু আমাদের দেশে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা। যতো বেশী সম্ভাবনা ততো বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদ।

Prominence (বিশিষ্টতা): বিশিষ্ট কেউ জড়িত থাকলে সাধারণ ঘটনাও গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। ঢাকা সিলেট মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু- তেমন কোনো গুরুত্ব পায় না। কিন্তু ওই দুর্ঘটনায় সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান নিহত হলে তা শিরোনামে উঠে আসে।

Conflict (দ্বন্দ্ব): সবযুগেই বিখ্যাত সাহিত্য, নাটক এবং সিনেমার মূল ভূমিকায় রয়েছে দ্বন্দ্ব। রামায়ন, মহাভারত, ওডিসি, ইলিয়াড থেকে শুরু করে সেক্সপিয়ার, ডিজনির গল্প সবখানেই। সংবাদমাধ্যমও এর ব্যতিক্রম নয়। এই দ্বন্দ্ব হতে পারে শারীরিক কিংবা ভাবাবেগজাত। হতে পারে উন্মুক্ত- সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আবার থাকতে পারে ভেতরে ভেতরে- প্রার্থীদের মধ্যকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব।

Number of people involved or affected (কতো লোক জড়িত বা প্রভাবিত হবে): বিষয়টির সঙ্গে কতো লোক বা লোকের স্বার্থ জড়িত, কতো লোকের ওপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া হবে, প্রতিক্রিয়া কতোটা গুরুতর হবে- তার ওপর বিষয়টি বা ঘটনাটি সংবাদের বিষয় হওয়া নির্ভর করে। যতো বেশী মানুষ বা মানুষের স্বার্থ জড়িত ততো বেশী গুরুত্বের সঙ্গে বুলেটিনে জায়গা পাবে ওই ঘটনা।

www.pathagar.com

Consequence (পরিণতি): সামান্য ঘটনার অসামান্য ফলাফল বা পরিণতি তাকে সংবাদ বুলেটিনে তুলে আনে। নতুন একটি কম্পিউটার ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া কোনো খবরই নয়- কিন্তু তা যদি অফিসের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়, কারো ব্যবসা লাটে তুলে, মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক অচল করে দেয় তাহলে তা বড় খবর।

Human Interest (মানবিক আবেদন): সমাজের অন্যান্য মানুষের সম্পর্কে আমরা কমবেশী কৌতুহলী। জন্ম, বিয়ে, সাফল্যের খবরে খুশী আর মৃত্যু, দুর্দশায় বিষণ্ন হয় সবাই। যে কোনো খবরের মানবিক দিক নিয়ে আলাদা প্রতিবেদন (Human Story) বার্তাকক্ষের কর্তাদের প্রিয় বিষয়।

Pathos (করুণ রস): অন্যের দুর্ভাগ্যের খবর শুনতেও পছন্দ করে মানুষ। শুধু সমবেদনায় উদ্বেলিতই হয়না, বেঁচে আছি ভেবে স্বস্তিও পায়; ভাবে- 'এটা আমার বেলায়ও ঘটতে পারতো'। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, তুষার ধ্বস, বিমান দুর্ঘটনা এসব বিষয়ে মানুষের আগ্রহ অপরিসীম।

Shock Value (ঝাঁকুনির জোর): কোনো কারখানায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের চাইতে সন্ত্রাসীর ঘটানো বিস্ফোরণ মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে অনেক বেশী জোরে ধাক্কা দেয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর চেয়ে ছেলের পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু অনেক বেশী হৃদয় বিদারক।

Titillation component (সুড়সুড়ির উপাদান): মূখ্যত যৌন সুড়সুড়ি রয়েছে এমন ঘটনা। উন্নত বিশ্বে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট করা সময়ে এমন সব ঘটনার খবর পরিবেশন করা হয়ে থাকে। নারীদের নতুন ডিজাইনের সাতারের পোশাক থেকে শুরু করে পতিতাবৃত্তির আইনগত বৈধতা নিয়ে বিতর্ক, রাজনীতিকদের অনৈতিক যৌন সম্পর্ক সবকিছুই এর আওতায় পড়ে।

ঘটনার উপাদানগুলো নির্ণয় করতে পারলে খবর হিসেবে ঘটনাটির গুরুত্ব কতোখানি তা বের হয়ে আসে। এর জন্য রয়েছে ছয়টি প্রশ্ন: কে জড়িত? কি ঘটেছে এবং কি নিয়ে? কখন ঘটলো? কোথায়? কেন ঘটলো এবং এটি এখন ইস্যু হয়ে উঠলো কেন? কিভাবে ঘটলো? প্রশ্নগুলোকে ইংরেজিতে 5Ws and H (Who, What, When, Where, Why and How) বলা হয়। এ প্রশ্নগুলো কেবল খবরের গুরুত্ব নির্ণয়েই প্রযোজ্য নয়। পরিবেশিত খবরে এ ছয়টি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই থাকতে হবে। কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করে আনাই সাংবাদিকের কাজ।

www.pathagar.com

টেলিভিশন সাংবাদিকতার রীতিনীতি

পক্ষপাতহীনতা (Impartiality)

সাংবাদিকতার প্রধান নীতি– পক্ষপাতহীন তথ্য পরিবেশন। ব্যক্তি সাংবাদিক যে কোনো ধর্মের অনুসারী, যে কোনো বর্ণের, জাতীয়তার, যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক হতে পারেন– কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি পক্ষপাতহীন, বস্তুনিষ্ঠ এবং সঠিক তথ্য পরিবেশনে সচেষ্ট থাকবেন; এটাই এ মূল্যবোধের মূল কথা। এর জন্য প্রয়োজন উদার মন, সুবিচারবোধ, সত্য এবং সব মত ও পথের দর্শকের প্রতি শ্রদ্ধা।

পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কথা এবং যুক্তির অন্তর্ভুক্তি। বিশেষ করে বিতর্কিত বিষয়ে সব পক্ষের উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিবেদন হবে নিরাবেগ, পক্ষপাতমুক্ত, বিস্তৃত এবং তথ্য সমৃদ্ধ। রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে এমন বিষয়ে প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। একজন সাংবাদিকের প্রকাশশৈলী অবশ্যই পেশাদার সাংবাদিকসুলভ হবে। ব্যক্তিগত মতামত নয়। দর্শক যাতে বিতর্কিত বিষয়ে প্রতিবেদক বা সংবাদ পাঠকের ব্যক্তিগত মতামত কোনোভাবেই আঁচ করতে না পারে।

নির্ভুল তথ্য (Accuracy)

যে কোনো খবর নির্ভুল হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর এবং গবেষণা করতে হবে। পরীক্ষা, পুনঃপরীক্ষা এবং পরামর্শ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অকুস্থলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব না হলে সেখানে ছিলেন বা রয়েছেন এমন কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে।

নির্ভুল তথ্য পাওয়া কঠিন। প্রাথমিক সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং অন্য মাধ্যমে আসা তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে। তারিখ ও নামের মতো সামান্য বিষয়গুলো বার বার পরীক্ষা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই সঠিক বিষয়টি জানতে হবে। যদি বিষয়টি বিতর্কিত হয় তবে সংশ্লিষ্ট মতামতগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

www.pathagar.com

একবার কোনো ভুল হয়ে গেলে তা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে। কি ভুল হয়েছে এবং সঠিক কি হবে তা উল্লেখ করা ভুল সংশোধনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

শুধু সঠিক তথ্য পরিবেশনই যথেষ্ঠ নয়। ভাষার ব্যবহারও যথাযথ হতে হবে। এমন ভাষা ব্যবহার করা যাবে না যা থেকে ভালোমন্দ মতামত, প্রতিজ্ঞা কিংবা বস্তুনিষ্ঠতার অভাব প্রতিফলিত হয়।

পরিসংখ্যান দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো পরিসংখ্যানগত ঘটনার পারিপর্শ্বিক বর্ণনা করা একটু কঠিন। অবশ্যই পরিসংখ্যানের সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, নির্ভুল তথ্যের জন্য :

- তথ্য যাচাই করতে হবে
- তথ্য বার বার নিরীক্ষা করতে হবে
- কোনো প্রশ্ন উদয় হলে উর্ধতনদের সঙ্গে আলোচনা করতে এবং পরামর্শ নিতে হবে
- সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে
- তথ্যের উৎস বা সোর্সকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- ঘটনার জায়গা, তারিখ ও নামের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে

একান্ত বিষয় (Privacy)

যে কারো একান্ত জীবন ও ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। কেবল বৃহত্তর স্বার্থেই এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ফলে যদি জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, যখন কারো ব্যক্তিগত আচার আচরণ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে বা মারাত্মক সমাজবিরোধী হয় এবং সেগুলো যদি তা নিজের বাড়ির বদলে প্রকাশ্য জায়গায় ঘটে তখন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা না করাই শ্রেয়। তবে, যতোক্ষণ না জনস্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে ততোক্ষণ কারো ব্যক্তিগত আচরণ, যোগাযোগ, সম্পর্ক এবং আলোচনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে না।

এ ছাড়া এ বিষয়ে মানহানি সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য হতে পারে বলে প্রতিবেদন তৈরির আগে আইনজীবির সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত।

রুচিবোধ এবং ভদ্রতা (Taste and Decency)

সংবাদপত্রের সঙ্গে টেলিভিশনের পার্থক্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গ্রাহকের ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা। শিশু থেকে বৃদ্ধ, শিক্ষিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে টেলিভিশনের সংবাদ এবং

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করতে পারেন। সবাই দেখতে পারবেন এমনভাবেই টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশন এবং অনুষ্ঠান প্রচার করাটাই নীতি।

সুরুচি এবং ভদ্রতাবোধকে আহত করে অথবা অপরাধে উৎসাহিত করতে পারে, বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে পারে কিংবা সাধারণের অনুভূতিকে আহত করে এমন কিছু না দেখানোই মৌলিক নীতি। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তা কঠোরভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

কারো ধর্মীয় অনুভূতিকে কোনোভাবেই আহত করা যাবে না। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে, কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় আচারের বর্ণনায় যেন ভুল না হয়।

যৌনতা সংক্রান্ত কোন খবরের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন সুড়সুড়িতে পরিণত না হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এসব ক্ষেত্রে একটি সময়সীমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে রাত ৯টার পর ১২ বছরের কম বয়সী কেউ আর জেগে থাকে না। তাই রাত ৯টা থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সময়কালকে Watershed বলে চিহ্নিত করা হয়, এ সময়ই কেবল প্রাপ্তবয়স্করাই দেখতে পারবেন এমন অনুষ্ঠানাদি প্রচার করা হয়। আমাদের দেশে কোনো সময়ই এ ধরনের কোনো কিছু প্রচার করা রুচিসম্মত নয়।

খুন, হত্যার মতো ঘটনার খবর ও ছবি পরিবেশনে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে শিশু এবং হৃদরোগীদের কথা মাথায় রেখে তা করা উচিত। এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো বিকৃত বা জখম হওয়া লাশের ছবি না দেখানো, দেখাতে বাধ্য হলে দূর থেকে তোলা ছবি দেখানো– যাতে তা ভয় কিংবা বিবমিষা তৈরি না করে। জমাট রক্ত, রক্তের ছাপ এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। বরং নিহতের আত্মীয় স্বজনের আহাজারি অনেক বেশী মানবিক আবেদন তৈরি করবে।

অনুকরণীয় আচরণের ব্যাপারে দর্শক খুব সচেতন থাকে। কোনো জীবনঘাতি, সমাজবিরোধী এবং অপরাধমূলক আচরণ যেন হুবহু দেখানো না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। শিশুরা খেলার সময় টেলিভিশনে দেখা অনেক কিছুই অনুকরণ করে। শিশুদের অনুকরণের জন্য বিপদজনক হতে পারে এমন কিছু না দেখানোই নিরাপদ।

www.pathagar.com

বার্তাকক্ষ

একটি টেলিভিশন সংবাদ বুলেটিনে সংবাদপাঠক বা উপস্থাপক এবং প্রতিবেদনে কখনো কখনো প্রতিবেদককে দেখা গেলেও, বুলেটিনটি তৈরি হবার পরতে পরতে নানা লোকের প্রজ্ঞা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লাগে। একটি বিশাল বাহিনীর বিরাট কর্মযজ্ঞের ফসল একেকটি বুলেটিন। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে জনপ্রিয় বুলেটিন প্রচারকারী টেলিভিশন স্টেশনের দর্শকরা পর্যন্ত কোনো কোনো ঘটনার প্রাথমিক সংবাদ দিয়ে এ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে পড়েন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্ট্রিংগার থেকে শুরু করে বার্তাকক্ষের এক বিরাট টিমের ঐক্যতান সফল করে তোলে টেলিভিশন বুলেটিনকে।

বুলেটিনের একেকটি দিক দেখভাল করা এবং একেকটি দিকের দায়িত্ব নেয়ার বিষয়টি ভাগাভাগি করা থাকে বিভিন্ন পদাধিকারীর মধ্যে। বিভিন্ন টেলিভিশন স্টেশনে বার্তা বিভাগে নিয়োজিত সাংবাদিকদের কাজ, পদবী এবং পদবী অনুসারে কাজে ভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ হয়তো দুটি বা তারও বেশি পদবীর কাজ একসাথে করে থাকেন। এখানে বিভিন্নজনের গড়পরতা কিছু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হলো।

সংবাদপাঠক/উপস্থাপক (Newscaster): দর্শকের সামনে খবর উপস্থাপন করেন সংবাদপাঠক বা উপস্থাপক। প্রতিবেদন শুরুর আগে প্রতিবেদনটি সম্পর্কে দর্শককে ধারণা দেওয়া, কোনো কোনো প্রতিবেদনের ছবির চলার সময় তার ধারাবর্ণনা দেওয়া এবং সরাসরি বিভিন্ন সংবাদ যোগানদাতার সাক্ষাতকার নেওয়া তার প্রধান কাজ। দর্শকের সামনে পুরো বুলেটিনটি বুনে দেওয়াই উপস্থাপকের কাজ। কোনো কোনো বুলেটিনে আলাদা আলাদা বিষয়, যেমন খেলাধুলা, আবহাওয়া, আলাদা আলাদা উপস্থাপক উপস্থাপন করেন, তাদের নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করতে হয় তাদেরই।

প্রতিবেদক (Reporter): ঘটনাস্থল থেকে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে বিভিন্ন ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করাই প্রতিবেদকের প্রধান কাজ। এর জন্য তাদের খবরের বিভিন্ন উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, সোর্স তৈরি ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং খবর জন্ম দেন এমন লোক ও ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাতকার নিতে হয়। এসব

www.pathagar.com

কাজের জন্য সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত খবর, বিভিন্ন সাময়িকীসহ তথ্যের বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যও সংগ্রহের কাজও করতে হয়। তারপর তারা চলমান ছবি ব্যবহার করে নিজের কণ্ঠে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কখনো কখনো তাদের ঘটনাস্থল থেকে কোনোরকম স্ক্রিপ্ট ছাড়াই সরাসরি খবর পরিবেশন করতে হয়।

কোনো কোনো প্রতিবেদক সংবাদপাঠকের কাজও করে থাকেন, বেশীরভাগ সংবাদপাঠকই আসেন প্রতিবেদকদের মধ্য থেকে। অবশ্য আমাদের দেশে প্রতিবেদক থেকে সংবাদপাঠকের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি এখনো তেমনভাবে গড়ে উঠেনি।

চিত্রগ্রাহক (Cameramen): প্রতিবেদন তৈরির জন্য ইলেক্ট্রনিক ক্যামেরায় ঘটনা, ঘটনাস্থল থেকে কিংবা সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিও-চিত্র ধারণের কাজ করেন চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরাপারসন। কোনো কোনো স্টেশনে বার্তা বিভাগের জন্য আলাদা করে ক্যামেরাপারসন নির্দিষ্ট করা থাকে এবং তারা ইলেক্ট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং-এর কাজে নিয়োজিত থাকেন বলে তাদের ইএনজি ক্যামেরাপারসন বলেও ডাকা হয়। ছোট খাট স্টেশনে তারা প্রতিবেদকের কাজও করে থাকেন।

চিত্র সম্পাদক (Video Editor): চিত্র সম্পাদকের কাজ হলো ধারণ করা ছবি ও শব্দ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বাছাই করে জোড়া লাগানো যাতে ছবি দেখেই খবরটি বুঝা যায়। এ ছাড়া প্রতিবেদনে গ্রাফিক্স সংযোজনও চিত্র সম্পাদনারই অংশ। তাছাড়া ছবি এবং শব্দের মান সম্প্রচারের উপযোগী কিনা তা নজর রাখা চিত্র সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সংবাদচিত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে দ্রুত নিখুঁত সম্পাদনা করতে পারার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নিউজরুম এডিটর (Newsroom Editor): প্রতিবেদকের মতোই নিউজরুম এডিটরদের কাজ, তবে তাদের তথ্য ও ছবির উৎস বার্তা সংস্থা এবং প্রতিনিধিরা। বার্তা সংস্থা ও স্টেশনের বাইরের শহরে থেকে স্ট্রিংগারদের পাঠানো তথ্য নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করা, বার্তা সম্পাদক বা এসাইনমেন্ট এডিটরকে সহায়তা করা নিউজরুম এডিটরদের মূল কাজ। বিদেশী খবরাখবরের জন্য তারা বিভিন্ন ফিড সার্ভিস থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ এবং স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে প্রতিবেদন তৈরি করা, এসব ফিড রেকর্ড করা এবং সংরক্ষণে সহায়তা করা তাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোনো প্রতিবেদক স্টেশন শহরের বাইরে বা বিদেশে থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তার পাঠানো ছবি ও তথ্য নিয়ে তার প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্বও নিউজরুম এডিটরদের দেওয়া হয়।

ইন-টেক এডিটর (In-take Editor): বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদকদের তৈরি প্রতিবেদনের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে আসা বিভিন্ন খবর এবং ছবি সংগ্রহ ও সেগুলো

www.pathagar.com

থেকে বুলেটিনে যাবার মতো খবরগুলো বাছাই করে থাকেন ইন-টেক এডিটর। তাছাড়া অন্যান্য চ্যানেলের খবর পর্যবেক্ষণ করে কোনো কিছু বাদ পড়লে তা এসাইনমেন্ট এডিটরের গোচরীভূত করাও তার কাজের আওতায় পড়ে। একজন ইন-টেক এডিটর বার্তাকক্ষের কর্মকাণ্ডকে অনেক সহজ করে তোলেন।

প্ল্যানিং এডিটর (Planning editor): আগামী দিনগুলোতে নির্ধারিত কর্মসূচি, দিবস বা আয়োজন সমূহের খোঁজ খবর রেখে একটি পরিকল্পনা তৈরি করাই প্ল্যানিং এডিটরের প্রধান কাজ। সরকারি দপ্তরের পাঠানো তথ্য বিবরণী, বিভিন্ন কর্মসূচির তালিকা, বিভিন্ন দিবসের তালিকা, আমন্ত্রণপত্র এবং প্রেস রিলিজ ঘেঁটে এ কাজটি করতে হয় তাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখেও তিনি বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদনের পরিকল্পনা করতে পারেন। বলা হয়, একটি ভালো পরিকল্পনা তৈরি হওয়া মানেই অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়া; একটি সফল বার্তাকক্ষ অনেকাংশেই প্ল্যানিং এডিটরের উপর নির্ভরশীল।

এসাইনমেন্ট এডিটর (Assignment Editor): পূর্ব নির্ধারিত এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার খোঁজ খবর রাখা এবং সে অনুসারে প্রতিবেদক এবং ক্যামেরাপারসনকে এসবের প্রতিবেদন তৈরি ও ছবি সংগ্রহের জন্য পাঠানো এসাইনমেন্ট এডিটরের প্রধান কাজ। বিভিন্ন তথ্য সূত্র মনিটর করা, খবরের বিভিন্ন সোর্সের টেলিফোন ধরা এবং সময়মতো ধরানোর চাপের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় এসাইনমেন্ট এডিটরকে। ওয়্যারলেস এবং ফোনের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবেদক এবং ক্যামেরাপারসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় তাকেই। কখনো কখনো বুলেটিনের মূল দায়িত্ব পালন করেন এবং স্যাটেলাইট ফিডের দেখভালও করতে হয় তাকে। খুবই কঠিন দায়িত্ব এবং নিউজরুম ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক ধাপ এটি।

বার্তা সম্পাদক (News Editor): বার্তাকক্ষের প্রধান সমন্বয়কারী হলেন বার্তা সম্পাদক। বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদক, ক্যামেরাপারসন এবং অন্যান্যদের সমন্বয় করা, সম্প্রচারের জন্য তৈরি সংবাদের স্ক্রিপ্ট এবং সংবাদচিত্র অনুমোদন করা, সম্প্রচারের ক্রম (Rundown বা Running Order) তৈরি করা তার প্রধান দায়িত্ব। কোনো কোনো স্টেশনে এসাইনমেন্ট এডিটর এবং প্ল্যানিং এডিটরের বদলে বার্তা সম্পাদককে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্টেশনের সম্পাদকীয় নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বার্তা সম্পাদক।

প্রধান বার্তা সম্পাদক (Chief News Editor): অনেকগুলো বুলেটিন প্রচার করে এমন চ্যানেলে বিভিন্ন বুলেটিনের দায়িত্বে নিয়োজিত একাধিক বার্তা সম্পাদকের মধ্যে সমন্বয় করা, বার্তাকক্ষের অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দেখভাল করা প্রধান বার্তা সম্পাদকের কাজ।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সম্পাদকীয় নীতির আলোকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া তার প্রধান কাজ।

সংবাদ প্রযোজক (News Producer): পর্দার পেছনের সাংবাদিক হিসেবে একটি প্রতিবেদনের জন্য সরাসরি পাওয়া এবং টেপে ধারণ করা ছবি, গ্রাফিক্স এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট আগের বিভিন্ন তথ্য জড়ো করা এবং একটি সংবাদ বুলেটিনের জন্য বিভিন্ন প্রতিবেদনের সমন্বয় করাই প্রযোজকের প্রধান কাজ। কখনো কখনো প্রতিবেদনের স্ক্রিপ্ট এবং সূচনা লিখতে হয় তাদের। চিত্র সম্পাদনা, গ্রাফিক্স তৈরি এবং প্রতিবেদনের স্ক্রিপ্টকে ওয়েবসাইটের উপযোগী করে তোলার কাজও করতে হতে পারে। সংবাদ প্রযোজকরা সৃষ্টি করেন, সিদ্ধান্ত নেন এবং কখনো কখনো ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাদের অবশ্যই টেলিভিশন সংবাদের বিভিন্ন দিকে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। বুলেটিন চলার সময় প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো তৎক্ষনাৎ প্রযোজককেই নিতে হয় এবং সে অনুসারে উপস্থাপক এবং স্টুডিওর অন্যান্য কলাকুশলীদের নির্দেশ দিতে হয়।

প্রযোজনা সহকারী (Production Assistant): প্রযোজনার কাজে সহযোগিতা করাই প্রযোজনা সহকারীর প্রধান কাজ। বুলেটিন চলার সময় প্রতিবেদনগুলোর টেপ বা ভিডিও ক্লিপ চালানো থেকে শুরু করে, সংবাদ পাঠক বা উপস্থাপকের হাতে শেষ মুহূর্তের স্ক্রিপ্ট পৌঁছে দেওয়া– সব কিছুই প্রযোজনা সহকারীর কাজের আওতায় পড়ে।

নির্বাহী প্রযোজক (Executive Producer): সংবাদ প্রযোজকদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান এবং সংবাদ প্রযোজনার বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় করেন নির্বাহী প্রযোজক। কখনো কখনো প্রধান সংবাদ বুলেটিনের প্রধান প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সংবাদ বুলেটিনের বিষয়বস্তু ও ধরন, প্রযোজনার বাজেট এবং কর্মীদের কাজকর্ম নিয়ে বার্তা পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেন।

বার্তা পরিচালক (News Director): টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকেন বার্তা পরিচালক। সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়ন, ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপনের ব্যপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া, লোক নিয়োগ করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, বার্তাকক্ষের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অন্য বিভাগের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে সমন্বয় করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া, কোনো কোনো স্টেশনে এসাইনমেন্ট এডিটরকে সহায়তা করার জন্য এসাইনমেন্ট ডেস্ক এসিস্ট্যান্ট, বার্তা সম্পাদককে সহযোগিতা করার জন্য যুগ্ম ও সহকারী বার্তা সম্পাদক, প্রযোজককে সহায়তা করার জন্য সহকারী এবং সহযোগী প্রযোজক, বিশেষ কোনো ইভেন্টের জন্য স্পেশাল প্রজেক্ট প্রডিউসার, উপস্থাপন পরিচালক এবং ম্যানেজিং নিউজ এডিটর থাকেন।

www.pathagar.com

বার্তা ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর বা খবরের সূত্র পাওয়া থেকে শুরু করে খবর সংগ্রহের কাজে সংবাদকর্মীদের নিয়োজিত করা, তাদের কাছ থেকে সময় মতো প্রতিবেদন আদায় করা এবং সেগুলো সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়াই বার্তা ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমের কাজ দলগত প্রচেষ্টার ফসল, দলের সবার মধ্যে সংবাদ পরিবেশনে নিষ্ঠা বার্তা ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে দেয়। প্রতিদিন অসংখ্য সূত্র থেকে বিভিন্ন ঘটনা এবং অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়, সেগুলোর গুরুত্ব বিচার করে কাভার করার জন্য পরিকল্পনা করা, কোন খবর কে কাভার করবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া, একই সঙ্গে কাভার করা খবরের স্ক্রিপ্ট দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার মতো দায়িত্ব পালন করতে হয় বার্তা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত নেতৃত্বস্থানীয় সাংবাদিকদের। এ ছাড়া কোন প্রতিবেদনের পর কোন প্রতিবেদন যাবে তা ঠিক করা এবং সেগুলো জায়গা মতো সম্প্রচার হলো কিনা তা নিশ্চিত করার মতো জটিল বিষয়ও দেখতে হয় তাদের। প্রযুক্তি তাদের এ কাজ অনেকখানি সহজ করে তুলেছে।

কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক এবং টেলিপ্রম্পট প্রযুক্তির সমন্বয়ে বার্তা ব্যবস্থাপনার কার্যকর ব্যবস্থা পাওয়া যায় এখন। এসব সফটওয়্যারে আগামী দিনগুলোতে কি কি অনুষ্ঠানাদি থাকছে, কি কি করা যেতে পারে সে পরিকল্পনা দিন তারিখ অনুসারে আগাম লিখে রাখা থেকে শুরু করে প্রতিবেদনের স্ক্রিপ্ট লেখা এবং প্রতিবেদনগুলোর সম্প্রচার ক্রম (Run order) তৈরি করা যায়। স্টুডিওতে বসানো কম্পিউটারে একই সফটওয়্যার থেকে স্ক্রিপ্টগুলো সংবাদ পাঠক বা উপস্থাপকের জন্য ক্যামেরার সামনে প্রম্পট করা যায়। বিশেষ এ ব্যবস্থায় মনে হয় উপস্থাপক সরাসরি ক্যামেরায় কথা বলছেন, সামনের কোনো লেখা পড়ছেন বলে মনেই হয় না। আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায়, এসব সফটওয়্যারে প্রত্যেক সংবাদকর্মীকে আলাদা পাসওয়ার্ডসহ ব্যবহার করে কাজ করতে হয়, তাতে একেকজন তার দায়িত্ব অনুসারে সুবিধা ভোগ করে এবং স্ক্রিপ্টে কে লিখলো, কে সংশোধন করলো, কে পরিবর্তন করলো সেগুলোও জানা সম্ভব হয়।

এসব সফটওয়্যারে বিভিন্ন ওয়্যার সার্ভিস থেকে পাঠানো খবরও শিরোনাম অনুসারে জমা করা যায় এবং দেখা যায়। ফলে এক টেবিলে বসেই মোটামুটি চলমান পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখা যায়। অত্যাধুনিক অটোমেশন ব্যবস্থায়, এ সফটওয়্যার এবং ভিডিও সার্ভার ব্যবহার করে প্রতিবেদনগুলো সার্ভার থেকেই চালানো যায়। এতে টেপ থেকে প্রতিবেদন চালানোর ঝক্কি কমে যায়, ভিটি প্লেয়ারে টেপ ঢোকানো, বের করা এবং কিউ করার যে সময় লাগে তা বেঁচে যায়, এবং ভুল প্রতিবেদন চালিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

অনেক কমে আসে। এসব সফটওয়্যারে বাংলা-তো বটেই পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত প্রায় সব ভাষাই ব্যবহার করা যায়।

নিউজ ডেস্ক : বার্তাকক্ষের প্রাণ

বার্তা সম্পাদকের নেতৃত্বে বার্তাকক্ষকে সরগরম করে রাখেন নিউজ ডেস্কের সদস্যরা। এসাইনমেন্ট এডিটর, প্লানিং এডিটর, যুগ্ম বার্তা সম্পাদক আর নিউজরুম এডিটরদের নিয়ে তৈরি নিউজ ডেস্কই মূলত সংবাদ বুলেটিনগুলোকে গেঁথে তুলে। মাঠে থাকা রিপোর্টারের সঙ্গে যোগাযোগ, আপডেট নেওয়া এবং তিনি না ফেরা পর্যন্ত বুলেটিনগুলোর জন্য প্রতিবেদন তৈরি করা নিউজ ডেস্কের মূল কাজ। এছাড়া, আন্তর্জাতিক খবরের জন্য ওয়্যার সার্ভিসের ফিড, বিভিন্ন চ্যানেল এবং ইন্টারনেট মনিটর করে বার্তা সম্পাদককে আপডেট দেওয়া এবং তিনি যেসব ঘটনার প্রতিবেদন দিতে বলবেন সেগুলোও তৈরি হয় নিউজ ডেস্কেই। আরো রয়েছেন ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শহরে কাজ করা প্রতিনিধিরা। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করাও নিউজ ডেস্কের কাজ। কাজের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক খবরাখবর তদারকি এবং ঢাকার বাইরের প্রতিনিধিদের কাজ দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশের বেশীর ভাগ টেলিভিশন চ্যানেলেই নিউজরুম এডিটরদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। খেলাধুলার জন্যও আলাদা নিউজরুম এডিটর সুনির্দিষ্ট থাকেন।

আন্তর্জাতিক খবরাখবর নিয়ে কাজ করা নিউজরুম এডিটরদের বিভিন্ন ভাষায় দখল থাকা বাড়তি যোগ্যতা, কিন্তু ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ওপর দখলটা থাকা চাই পুরোপুরি। তাদের বেশীরভাগ কাজই হয় ইংরেজি থেকে সংবাদ অনুবাদের। খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আক্ষরিক অনুবাদ না হয়। ইংরেজরা যেভাবে কথা বলে আমরা সেভাবে বলি না। অনেক বিষয়ে মার্কিন এবং বৃটিশ ইংরেজির পার্থক্যের কারণে অর্থ বদলে যায়– সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। একটি খবর পাওয়া মাত্র তা অনুবাদ করে দেওয়ার যেমন তাড়া থাকে তেমনি বিষয়টিকে নির্ভুল ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের দায়ও রয়েছে। অনেক ঘটনার মাজেজা জানতে যে দেশের ঘটনা সেখানকার রীতিনীতি, আইনকানুন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। এর জন্য সব সময় নতুন কোনো বিষয় পাওয়ামাত্র তার নাড়িনক্ষত্র জানার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য এখন ইন্টারনেটের মতো একটি মাধ্যম রয়েছে, যা আগে ছিলো না। সামান্য কয়েকটি শব্দ সার্চ করেই কোনো বিষয়ের বিস্তারিত জানা যায়। স্ক্রিপ্টে সেগুলো দরকার না হলেও, তাকে সাবলীল ও বোধগম্য করে তুলতে ওইসব তথ্য জানার জুড়ি নেই।

www.pathagar.com

ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শহরে কাজ করা প্রতিনিধিদের নিয়ে যেসব নিউজরুম এডিটর কাজ করেন- তাদের দায়িত্ব অনেক কিন্তু সেটা প্রায়ই নজর এড়িয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কাজ করতে আসা নতুন নিউজরুম এডিটরদের প্রথম কাজ হবে বাংলাদেশটাকে জানা। প্রথমে ভৌগলিকভাবে জানা, কোন জেলা কোনদিকে। তারপর রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ধরে ধরে বিভিন্ন জায়গাকে জেনে নেওয়া গেলে কাজ করতে অনেক সুবিধা। প্রতিদিন খবরের কাগজ থেকে জাতীয় আন্তর্জাতিক খবর পড়ার পাশাপাশি সারাদেশের খবরের পাতাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া খুব জরুরি।

ভালো কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগের দক্ষতা এ কাজের জন্য খুবই জরুরি। প্রতিদিন কম করে এক ডজন প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কোনো ঘটনা ঘটতে থাকলে এক বুলেটিনের পর আরেক বুলেটিনের আগে আপডেট জানতে হয়। কখনো কখনো ঢাকায় বসে খবর পেয়ে প্রতিনিধিকে জানাতে হয় বা তার কাছ থেকে যাচাই করে নিতে হয়। প্রতিনিধির অবস্থান থেকে ঘটনার জায়গার দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে বোঝাপড়াটা ভালো হয়, আরো ভালো হয় সেখানে যাবার রাস্তাটা জানলে। অনেকসময় তা জানা না থাকার কারণে প্রতিনিধির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, আবার প্রতিনিধিও ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পান।

www.pathagar.com

একটি সংবাদ বুলেটিন

একটি সংবাদ বুলেটিনে প্রতিবেদন ছাড়াও প্রধান প্রধান খবরের চুম্বক অংশ এবং ছবি নিয়ে থাকে শিরোনাম, বিরতি, বিরতির পর কি কি থাকবে তার ঘোষণা, শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আবার উল্লেখ করা ইত্যাদি। এছাড়া প্রতিটি বুলেটিন শুরু হয় সুদৃশ্য গ্রাফিক্স এবং মিউজিক দিয়ে। প্রথমেই আমরা আলোচনা করবো সংবাদ প্রতিবেদনের রকমফেরগুলো নিয়ে।

একটি ঘটনা বা বিষয়ের খবর উপস্থাপনার দিক থেকে প্রধানত তিন ধরনের হয়:

ক. প্যাকেজ (Package)

খ. আউট অব ভিশন/ভয়েস ওভার (Out of Vision/Voice Over)

গ. ইন ভিশন (In Vision)

প্যাকেজ

কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রতিবেদন যখন প্রতিবেদকের কণ্ঠে উপস্থাপিত হয় তখন তাকে প্যাকেজ বলা হয়। একটি প্যাকেজে ঘটনা বা বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও ছবিসহ আরো থাকতে পারে--

ক. ঘটনা বা প্রতিবেদনের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তার সাক্ষাতকার বা বক্তব্যের সুনির্বাচিত অংশ (Sync/Sound Bite)। বিশেষ করে কোনো অভিযোগ বা অনিয়মের উল্লেখ থাকলে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অবশ্যই থাকতে হবে। সাধারণত অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দুজনের বক্তব্যই ক্যামেরায় গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় অংশ প্রতিবেদনে দেওয়া হয়। এসব সাক্ষাতকার নেওয়ার কিছু কৌশল রয়েছে, আমরা পরের একটি অধ্যায়ে তা আলোচনা করবো।

খ. সাধারণ মানুষের কথা বা বক্তব্য, ইংরেজিতে বলে Vox Pop, এটি ল্যাটিন শব্দ Vox Populi-র সংক্ষিপ্ত রূপ- যার মানে Voice of the People বা জনগণের কথা। প্রতিবেদনের বিষয়টি নিয়ে, বা ঘটনার কোনো একটি দিক নিয়ে সাধারণ মানুষের কিছু

www.pathagar.com

বলার থাকতে পারে, এবং তা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে জনগণের সব বয়স পেশার প্রতিনিধিত্ব করে এমন কয়েকজনের বক্তব্য দিতে হবে, তা হবে দু'এক কথার। একজনের কথা কখনোই Vox Pop নয়। সময় বিবেচনায় একেকটি Vox Pop তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের হতে পারে।

গ. গ্রাফিক্স (Graphics)। প্রতিবেদনের বিষয় সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান, স্থিরচিত্র, মানচিত্র, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক গ্রাফিক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের যেসব তথ্য ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয় সেখানে মনোরম গ্রাফিক্স প্রতিবেদনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ছবির অভাব পূরণে প্রতিবেদকের সহায় হয়ে উঠে গ্রাফিক্স। গ্রাফিক্স স্থির এবং চলমান বা Animated দু'রকমেরই হতে পারে। তবে গ্রাফিক্সে উল্লেখিত পরিসংখ্যান, মানচিত্র, তথ্য যাতে দর্শক বুঝে উঠতে পারেন সে সময়টুকু পর্যন্ত তা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেদকের বর্ণনা এবং গ্রাফিক্সের তথ্যে যাতে কোনো গরমিল না থাকে তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাতে দর্শক বিভ্রান্ত হতে পারে।

ঘ. প্রয়োজন হলে সংরক্ষিত ছবি বা Archive/File Footage। ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আগের কোনো ঘটনার উল্লেখ করা হলে তার সংরক্ষিত ছবি অবশ্যই দেখাতে হবে। সংরক্ষিত ছবির উপর অবশ্যই ফাইল ছবি বা আর্কাইভ ফুটেজ লেখা থাকতে হবে। নইলে দর্শক তা প্রতিবেদনটি প্রচারের দিনেরই ঘটনা বলে ভুল করতে পারে। দর্শককে কখনোই বিভ্রান্ত করা যাবে না।

ঙ. Aston/Super। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম, কারো সাক্ষাতকার বা বক্তব্য থাকলে তার Sync/Sound Bite এর সময় তার পরিচয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এক ধরনের গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এগুলো ছবির ওপর Super Imposed অবস্থায় থাকে বলে এদের Supers বলা হয়। Aston নামের একটি কোম্পানি প্রথম Super তৈরির যন্ত্র বানায় বলে এগুলো Aston নামেও পরিচিত। আমাদের দেশে এগুলো Aston নামেই পরিচিত।

চ. Piece to Camara বা Stand Up। প্রতিবেদনে প্রতিবেদক ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ঘটনার কোনো দিকের কথা বলেন বা প্রতিবেদনের উপসংহার টানেন তাকে বলা হয় Piece to Camara সংক্ষেপে PTC। এটা সাধারণত ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে তাকে Stand Up-ও বলা হয়।

ছ. Pay Off। প্রতিবেদনের শেষে প্রতিবেদকের নাম ও অবস্থান বলাই হলো Pay Off, এটা প্রতিবেদনের সমাপ্তি নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

ছবির সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দ (Natural Sound বা Ambient Sound) অবশ্যই থাকতে হবে। ঘটনার বর্ণনার প্রয়োজনে এ শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে এর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

একটি প্যাকেজে স্বাভাবিক শব্দসহ ঘটনার ছবি, প্রতিবেদকের ধারাবর্ণনা (Voice Over Narration), Aston এবং Pay off অবশ্যই থাকতে হবে।

আউট অব ভিশন/ভয়েস ওভার

কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পুরো খবরটি যখন সংবাদ পাঠক পড়েন এবং তার সঙ্গে ঘটনার বা সংশ্লিষ্ট ছবি দেখানো হয় তাকে Out of Vision সংক্ষেপে OOV (উচ্চারণ: ওভ) বলা হয়। খবরটি শুরুর কয়েকটি বাক্যের পরই পাঠক সংশ্লিষ্ট ছবির অন্তরালে চলে যান বা Out of Vision হয়ে যান বলেই এরকম নামকরণ। সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ বা Voice Over-এর সঙ্গে ছবি চলে বলে একে Voice Over-ও বলা হয়। সাধারণত ঘটনা বা বিষয়ের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে তা প্যাকেজ হবে না ওভ হবে। ওভে ঘটনার ছবির সাথে স্বাভাবিক শব্দ বা Natural Sound অবশ্যই থাকতে হবে।

অনেক সময় মানচিত্র, স্থিরচিত্র দিয়ে তৈরি গ্রাফিক্সও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেহেতু গ্রাফিক্সের কোনো শব্দ নেই তাই তাকে আলাদা করে গ্রাফিক্স হিসেবেই ডাকা হয়। সংক্ষেপে বলা হয় GFX।

ইন ভিশন

কখনো কখনো ছবির অভাবে অথবা গ্রাফিক্স তৈরির মতো যথেষ্ট সময় না থাকায় খবরটি পড়ার পুরো সময় জুড়ে সংবাদ পাঠককে দেখা যায়। সংবাদ পাঠককে ক্যামেরায় দেখা যাওয়াকেই বলা হয় In Vision। তাই এ ধরনের খবরকে In Vision বলে, সংক্ষেপে বলা হয় IV। এ ধরনের খবর সাধারণত খুবই ছোট হয়।

প্যাকেজ শুরুর আগেও সংবাদ পাঠক তার একটি ভূমিকা বলে দেন, সেটা প্যাকেজেরই In Vision অংশ। তাকে ইন্ট্রো বা Lead In-ও বলা হয়।

এছাড়া Out of Vision-এর পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তার Sync/Sound Bite থাকতে পারে। এক্ষেত্রে Sync/Sound Bite কে Sound on Tape সংক্ষেপে SOT বলা হয়। এগুলোকে OOV+Sync বা OOV+SOT হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কখনো কখনো শুধু In Vision-এর পর Sync/Sound Bite/Sound on Tape থাকতে পারে। তখন তাকে IV+Sync বা IV+SOT বলে চিহ্নিত করা হয়।

www.pathagar.com

সংবাদ প্রতিবেদন ছাড়াও একটি বুলেটিনে ঘটনাস্থলে অবস্থানরত প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে সবশেষ অবস্থা জানা যেতে পারে, স্টুডিওতে বিশেষজ্ঞ এনে বিশ্লেষণ দেওয়া যেতে পারে। এসবের কিছু বিশেষ নাম রয়েছে।

Phono

ঘটনার সবশেষ অবস্থা দর্শককে জানানোর জন্য সংবাদ পাঠক ঘটনাস্থলে অবস্থানরত প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলে থাকেন। দর্শক প্রতিবেদককে দেখতে না পেলেও তার কণ্ঠে শুনতে পান সবশেষ অবস্থা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ছবি এবং ঘটনাস্থলের মানচিত্র বা ওই এলাকাকে নির্দেশ করে এমন কোনো কীর্তির ছবি দিয়ে তৈরি গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়। সংবাদ পাঠক দরকার হলে প্রশ্ন করে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও খোঁজ নিতে পারেন। টেলিফোনের মাধ্যমে এ দ্বিমুখী যোগাযোগের জন্য স্টুডিওতে Hybrid নামের একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে টেলিফোন থেকে স্টুডিরও শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং উপস্থাপকের কানে লাগানো Talkbalk-এ শোনা যায় এবং উপস্থাপকের কথা টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে অবস্থানরত প্রতিবেদক শুনতে পান।

Two Ways

স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে এখন বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি স্টুডিওতে সংবাদ পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন প্রতিবেদক। জানাতে পারেন ঘটনার সবশেষ অবস্থা। স্যাটেলাইট নির্ভর দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় বলে একে Two Ways বলা হয়। এক্ষেত্রে ক্যামেরা ছাড়াও প্রতিবেদকের সঙ্গে থাকে Sattelite News Gatharing সংক্ষেপে SNG বা Fly Away নামের একটি প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা যা দিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাঠানো তার ছবি ও কথা অন্য প্রান্তে রিসিভারের মাধ্যমে গ্রহণ করে স্টুডিওর সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলের দূরত্ব কম হলে Micro Wave Link-এর মাধ্যমেও তা করা যায়।

ইদানিং বড় শহরগুলোতে ক্যাবল টিভি অপারেটর এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা ফাইবার অপটিক ক্যাবলের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, এছাড়া টেলিফোন এবং মোবাইল ফোন সেবাদানকারী কোম্পানিগুলোসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের দেশজুড়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্ক রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে E1 প্রযুক্তি ব্যবহার করে শহরের যে কোনো জায়গা থেকে এবং চাইলে অন্য শহর থেকেও সরাসরি প্রতিবেদকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও ফোনের মাধ্যমেও প্রতিবেদকরা কথা বলেন। ভিডিও ফোনের ছবি মানসম্মত এবং যোগাযোগ ততোটা নির্ভরযোগ্য নয়। ইদানিং যেসব

www.pathagar.com

মোবাইল ফোনে ভিডিও ক্যামেরা রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমেও কথা বলার অনুশীলন শুরু হয়েছে। এগুলোর ছবিও সম্প্রচার মানের নয়।

Doughnut

দুই বা ততোধিক ঘটনাস্থলে অবস্থানরত (যেমন যুদ্ধের সময়) প্রতিবেদকদের সঙ্গে SNG/Fly Away বা Micro Wave Link মাধ্যমে কথা বলা কে Doughnut বলা হয়। স্টুডিও এবং প্রতিবেদকদের অবস্থানগুলোর মধ্যে কাল্পনিক সরলরেখা টানা হলে তা Doughnut-এর আকৃতি ধারণ করে, তাই এ ধরণের নামকরণ। (আমেরিকানরা Doughnut লিখতে Donut বানানটিও ব্যবহার করে থাকে)

One Plus One/Studio Discussion

কোনো ঘটনা বা বিষয়ে প্রতিবেদনের পর ওই ঘটনা বা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক অথবা এ ধরনের ঘটনা বা বিষয় নিয়মিত কাভার করেন এমন প্রতিবেদককে স্টুডিওতে এনে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা বুলেটিনকে ঋদ্ধ করে। এ আলোচনায় সংবাদ পাঠকের সঙ্গে সাধারণত একজন বিশেষজ্ঞ অংশ নেন বলে একে One Plus One বলা হয়। স্টুডিওতে বসে আলোচনা করা হয় বলে এর আরেকটি নাম Studio Discussion। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে একটু সচেতন থাকা দরকার, কারণ এ আলোচনার জন্য সময় খুব কম– দুই থেকে আড়াই মিনিট। ফলে গুছিয়ে অল্প কথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন এমন কাউকে নির্বাচন করা জরুরি। এসব আলোচনার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলের সুনির্বাচিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল থাকা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি, একটি সংবাদ বুলেটিনে প্রতিবেদন ছাড়াও প্রধান প্রধান খবরের চুম্বক অংশ এবং ছবি নিয়ে থাকে শিরোনাম, বিরতি, বিরতির পর কি কি থাকবে তার ঘোষণা, শেষ করার আগে আবার শিরোনামগুলো মনে করা ইত্যাদি। এছাড়া প্রতিটি বুলেটিন শুরু হয় সুদৃশ্য গ্রাফিক্স এবং মিউজিক দিয়ে। এগুলোর একটু বিস্তারিত বর্ণনা দরকার।

Sting

বুলেটিন শুরু হয় চিত্তাকর্ষক মিউজিক সহযোগে সুদৃশ্য এনিমেটেড গ্রাফিক্স দিয়ে। একে বলা হয় Sting। শুধু শুরুতেই নয়, বিরতির পর আবার ফিরে আসার সময়ও আরেকটি Sting ব্যবহার করা হয়। এর মিউজিক হয় খুব আকর্ষণীয়, প্ররোচিত করে বুলেটিন দেখতে, অনেকটা হুল ফোটানোর মতো, তাই এর নাম Sting। এগুলোকে Jingle বলেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

শিরোনাম/Headlines

বুলেটিনের প্রধান প্রধান খবরগুলোর সারাংশ নিয়ে তৈরি করা হয় শিরোনাম। এটিও মিউজিক, গ্রাফিক্স এবং খবরগুলোর ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়। সংবাদ পাঠক খবরের সারাংশ বলার সময় যাতে সংশ্লিষ্ট ছবি ভেসে আসে সেভাবেই তৈরি করা হয় এগুলো। বুলেটিন শেষ করার আগে আবার শিরোনামগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যেসব দর্শক শুরু থেকে বুলেটিন দেখতে পারেননি তাদের জন্য। একে বলা হয় Headlines Recap।

Coming Up

বুলেটিনে একটি থেকে তিন চারটি পর্যন্ত বিরতি থাকতে পারে। বিরতির সময় শিরোনামগুলো আবার বলে দেওয়া যেতে পারে। আবার বিরতির পরের অংশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় খবরের ঘোষণাও দেওয়া যেতে পারে। পরের অংশের খবরের ঘোষণাও শিরোনামের মতোই মিউজিক, গ্রাফিক্স এবং খবরের ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়। এদের বলা হয় Coming Up।

Copyright

বুলেটিনের স্বত্ব বা Copyright টেলিভিশন চ্যানেলের। সেটা অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো বুলেটিনের শেষেও মিউজিক এবং গ্রাফিক্স দিয়ে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বুলেটিন শেষে Copyright-এর বদলে বার্তা সম্পাদক, প্রযোজক এবং অন্যান্য ক্রুদের নাম দিয়ে তৈরি ক্রেডিট দেখানো হয়। যেহেতু একটি বুলেটিনের পেছনে পঞ্চাশ/ষাটজনের একটি বিশাল টিম কাজ করে এবং সবাই এ ক্রেডিটের দাবিদার, তাই কয়েকজনের নাম দিয়ে ক্রেডিট না দেখানোই ভালো।

Runing Order/ Rundown

একটি বুলেটিনে খবরগুলো কোনটার পর কোনটা চলবে, কোনটার পর বিরতি হবে, কোন অংশে কোন খবর থাকবে তাকে Runing Order বা Rundown বলা হয়। বাংলায় বলা যেতে পারে ধারাক্রম। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে প্রায় সব টেলিভিশন চ্যানেলই বার্তা বিভাগে News Management System ব্যবহার করে থাকে। এসব News Management System-এ সহজেই Rundown তৈরি, পরিমার্জন, সংশোধন, এমনটি বুলেটিন চলার সময়ও খবরের ক্রম পরিবর্তন সম্ভব। এগুলোতে বুলেটিনের দৈর্ঘ্যও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। এখানে একটি আদর্শ Rundown-এর নমুনা দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

একটি নমুনা Rundown

Sl	*Story Name*	*Fmt*	*Pl Dur*	*Dur*	*Cum Dur*
01	**Opening Sting**		**1:00**	**01:00:00**	**01:00:00**
02	Welcome	IV	0:05	00:03:12	01:03:12
03	Headlines	OOV	0:40	00:43:02	01:46:14
04	Rice Import	IV/PKG	1:45	01:50:22	02:37:11
05	PM Sports	IV/PKG	1:40	01:41:16	04:19:02
06	Tengratila	IV/PKG	1:50	01:51:06	06:10:08
07	WB Saifur	IV/OOV	0:50	00:48:09	06:58:17
08	Dollar Price	IV/PKG	1:30	01:38:13	08:37:05
09	Mid East	IV/OOV	0:45	00:48:10	09:25:15
10	Coming Up	IV/OOV	0:30	00:31:11	09:57:01
11	**Break**		**0:00**	**00:00:00**	**09:57:01**
12	**Fresh Sting**		**0:35**	**00:35:00**	**10:32:01**
13	Welcome Back	IV	0:05	00:02:06	10:34:07
14	Port FBCCI	IV/PKG	1:45	01:50:22	12:25:04
15	PM Cheque	IV/PKG	1:40	01:39:16	14:04:20
16	Parliament	IV/OOV	1:00	01:58:06	16:03:01
17	Asma Kibria	IV/OOV	0:40	00:41:09	16:44:10
18	JCD Portest	IV/OOV	0:50	00:49:13	17:33:23
19	Chatraleague	IV/OOV	0:45	00:46:09	18:20:07
20	Coming Up	IV/OOV	0:30	00:31:11	18:51:18
21	**Break**		**0:00**	**00:00:00**	**18:51:18**
22	**Fresh Sting**		**0:35**	**00:35:00**	**19:26:18**
23	Welcome Back	IV	0:05	00:02:06	19:28:24
24	Charls Marry	IV/OOV	0:45	00:43:22	20:12:21
25	**Sports Sting**		**0:15**	**00:15:00**	**20:27:21**
26	Prof League	IV/PKG	1:50	01:49:16	22:17:12
27	Natl Cricket	IV/OOV	0:50	00:48:14	23:06:01
28	Zia Cricket	IV/OOV	0:30	00:32:13	23:38:14
29	Headline Rec	IV/OOV	0:45	00:43:02	24:21:16
30	Closing	IV	0:10	00:05:18	24:26:09
31	**Copyright**		**0:45**	**00:45:00**	**25:11:09**

বুলেটিনের দৈর্ঘ্য

একটি আদর্শ সংবাদ বুলেটিন বিজ্ঞাপন বিরতি বাদে ১৫ থেকে ২২ মিনিটের হতে পারে। ২৫ মিনিটের উপর কোনো বুলেটিন হলে দর্শক পুরোটা নাও দেখতে পারে।

www.pathagar.com

দেখা গেছে ২৫ মিনিটের বেশী দীর্ঘ বুলেটিন দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

খবরের আরো কয়েকটি বিষয়

Breaking News

Breaking মানে যা ভাঙছে, অর্থাৎ কোনো ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে মাত্র, তা আরো অনেক দূর গড়াতে পারে, এমন খবর দেওয়াকে Breaking News বলা যায়। আবার কোনো ঘটনার খবর প্রথম প্রচার করা বা Break করাও হতে পারে Breaking News। সাধারণত টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খবর প্রচার করে, এসবের বাইরে শুধু খবর এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে এমন টেলিভিশন চ্যানেলও রয়েছে। Breaking News এর সংজ্ঞা টেলিভিশন চ্যানেলের ধরনের ওপর নির্ভর করে। News চ্যানেল নতুন কোনো ঘটনা পেলেই তাকে Breaking News হিসেবে প্রচার করে। সাধারণ চ্যানেলে খবর চলার সময় নতুন কিছু পেলে তা হতে পারে, অথবা খুবই বড় ঘটনা হলে অনুষ্ঠানে বিরতি দিয়ে Breaking News প্রচার করতে পারে।

Runing Story

একটি ঘটনা কয়েক দিন ধরে চলতে পারে। যেমন শেয়ার বাজারে হঠাৎ চাঙ্গাভাব, প্রতিদিন সূচক বাড়ছে, কিংবা সংসদ অধিবেশন। প্রতিদিন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদন হলো Runing Story।

Angle

কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা ঘটনার বা একটি ঘটনারই নানা ডালপালা বের হতে পারে। এগুলোর কোনো একটি বা কয়েকটি দিক নিয়ে আলাদা প্রতিবেদন হলো ওই ঘটনার মূল প্রতিবেদনের Angle Story।

Planned/Exclusive/Special Story

দিনের নানা ঘটনার বাইরে কোনো বিষয়ে আগে পরিকল্পনা করে তৈরি করা বিশেষ প্রতিবেদন। এ ধরনের প্রতিবেদন সংবাদ বুলেটিনকে আকর্ষণীয় করে তুলে, চ্যানেলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

Peg

একটি বিশেষ উপলক্ষ্য বা সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা যাতে উপলক্ষ্য বা সরকারি কর্মসূচিটি মূখ্য হয়ে না উঠে। Peg বা আংটায় যেমন কিছু ঝোলানো হয় তেমনি প্রতিবেদনটি তৈরি করা হবে ওই উপলক্ষ বা সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে। এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ্য বা সিদ্ধান্তটি হলো Peg। যেমন, মালয়েশিয়ায় আড়াই লাখ শ্রমিক রপ্তানির ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। একে Peg করে মালয়েশিয়ায় আড়াই লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হলে কি পরিমাণ রেমিটেন্স আসবে, বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভে তার কি প্রভাব পড়বে তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রতিবেদনের পরিকল্পনা

আইডিয়া

আপনি কোনো একটি বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চান। বার্তাকক্ষের বৈঠকে আগ্রহটি প্রকাশ করলেন। অথবা কোনো একটি ঘটনা কাভার করে এসেছেন। বার্তা সম্পাদককের সিদ্ধান্ত চাইছেন এর ফরম্যাট কি হবে। প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হবে- তা হচ্ছে কাহিনীটা কি? এর উত্তর হতে হবে খুবই সুনির্দিষ্ট। ধরুন আপনি বললেন, 'প্রসূতিকালীন ছুটি' অথবা 'যানজট'। এসব উত্তর বার্তাকক্ষের হোমড়া চোমড়াদের সন্তুষ্ট করবে না। আপনাকে বলতে হবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রসূতিকালীন ছুটি ঠিকমতো দেওয়া হয়না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিংবা, যানজট দূর করতে ট্রাফিক পুলিশের কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না।

টেলিভিশন সংবাদের জন্য একটি প্রতিবেদনের জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-

আপনার টেলিভিশনের দর্শকদের আগ্রহ বা স্বার্থ রয়েছে এমন বিষয় বেছে নিতে হবে। কোনো একটি অঞ্চলের মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দর্শকের আগ্রহের বিষয় না-ও হতে পারে। কিন্তু বিপরীতটা হতে পারে। একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রতিবেদন সবার আগ্রহের বিষয় হতে পারে। মনে রাখতে হবে প্রতিবেশী একটি বিপণিবিতানের আগুন মেক্সিকোর মাদকবিরোধী অভিযানে হতাহতের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাকে এমন ছবি পেতে হবে যা আপনার গল্পটি বলে দেবে।

প্রতিবেদনটির একটি অজুহাত থাকতে হবে। এই মুহূর্তে কেন প্রতিবেদনটি করছেন আপনি? আজ বিশ্ব শিশু দিবস? কিংবা স্যানিটিশন মাস শুরু হচ্ছে?

প্রতিবেদনটিকে ঋদ্ধ করে তুলতে কথা বলা যায় এমন বিশেষজ্ঞ এবং পরিসংখ্যান সুলভ হতে হবে।

আপনার প্রতিবেদনের একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সাধারণত কোনো একটি বিষয়ে দ্বন্দ্বপূর্ণ মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিবেদনকে আগ্রহোদ্দীপক করে তোলে। প্রতিবেদনের বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে গবেষণা শুরু করা এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ।

আইডিয়ার জন্য কোথায় যাওয়া যায়?

তরতাজা এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়ার জন্য টেলিভিশন বিখ্যাত হলেও আজকাল অনেক চ্যানেল প্রতিবেদনের আইডিয়ার জন্য সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে। আগেরদিন মিস করা অনেক ঘটনাকে বেছে নেয় কেউ কেউ। কেউ আবার কোনো একটি দিনে ঘটনার একটি অগ্রগতি হতে বাধ্য এমন বিষয়কে বেছে নেয়।

প্রত্যেকটি চ্যানেলের একটি মনিটরিং ইউনিট থাকে, অন্যরা কি করছে তা নজরে রাখার জন্য। একসময় এসব থেকেই কোনো কোনো প্রতিবেদন বের হয়ে আসে।

প্রত্যেকটি বার্তা সংস্থা আজ কি কি ঘটনা কাভার করছে তার একটি তালিকা দিয়ে থাকে। চ্যানেলগুলো তাদের প্রতিবেদক পাঠানোর জন্য এসব তালিকার উপর নির্ভর করতে পারে।

আদালতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় কারো হাজিরা, ক্রিকেট ম্যাচ কিংবা নির্বাচন-এগুলো আগেই জানা যায়। তাই এসব ঘটনা কাভার করার জন্য আগেভাগেই পরিকল্পনা করা যায় এবং সেমতো কাজ করা যায়। প্রত্যেকটি চ্যানেলেরই একটি পরিকল্পনা ডেস্ক থাকে যেখানে আসছে দিনগুলোতে যেসব ঘটনা ঘটতে পারে তার তালিকা তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনের আইডিয়ার জন্য পরিকল্পনার খেড়োখাতা একটি কার্যকর বস্তু।

টেলিভিশনে সবাই সব ধরনের বিষয় ও ঘটনা কাভার করবে বলে আশা করা হয়। তারপরও কোনো কোনো প্রতিবেদক বিশেষ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। ওই বিষয়ে তারা পুরোপুরি নিবদ্ধ থাকেন। সংশ্লিষ্ট লোকজনের মধ্য থেকে সোর্সও তৈরি করে নেন তারা। ফলে ভেতরের অনেক খবর পেয়ে থাকেন তারা, যা অন্যরা জানেন না। এবং তাদের কাছ থেকে অনেক ব্রেকিং খবর বের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকেও প্রতিবেদন বের হয়ে আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সংবাদ সম্মেলন কাভার করার বিষয় হয়ে উঠে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা খুবই গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্রিফিং কিংবা সংবেদনশীল কিছু হলে তা আবার সরাসরি সম্প্রচারের বিষয়ও হয়ে উঠতে পারে।

পরিকল্পনার বাইরেও অনেক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুই প্রতিবেদন দাবি

www.pathagar.com

জায়গায় কি কি ছবি নিতে হবে সেগুলোও ঠিক করতে হবে।

একটি বিস্তৃত গবেষণা প্রতিবেদনের বিষয় সম্পর্কে ধারণা শুধু স্পষ্টই করে তোলে না, প্রতিবেদনটিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে সহায়তা করে।

প্রতিবেদন পরিকল্পনা

কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা কাভার করতে গেলেন আপনি। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি হয়েছে। অকুস্থলে গিয়ে দেখবেন ছবি নেওয়ার মতো প্রচুর বিষয় রয়েছে। আপনার ক্যামেরাপারসনকে তখন পেয়ে বসেছে। যা সামনে পড়ছে তাই তুলছে। স্টেশনে ফিরে এডিটিং প্যানেলে ঢুকে আপনি অসংখ্যা ছবি পাবেন, অসংখ্য পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আবিষ্কার করলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি এবং সাক্ষাতকার নেওয়া হয়নি। মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এর একটাই উত্তর- পরিকল্পনা।

ছবি তুলতে যাওয়ার আগে একটু সময় নিন। পরিকল্পনার জন্য। এটা অকুস্থলে যেতে যেতে গাড়ীতে বসেও করা যেতে পারে।

তিনটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারে।

প্রতিবেদনটি কি নিয়ে?

কি কি সাক্ষাতকার লাগবে? কার কার?

প্রতিবেদনটিতে কি কি ছবি লাগবে?

কখনো কখনো এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আপনি যথেষ্ট সময় পাবেন। কিন্তু বেশীরভাগ ঘটনায় আপনাকে তাড়ার মধ্যে থাকতে হয়। তারপরও সঠিক ঘটনাটি তুলে আনতে আপনার এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কোনো বিকল্প নেই।

প্রতিবেদনটি কি নিয়ে?

আপনার জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাবে- যা আপনি খুঁজছেন। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটি বড় সহায়। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে তিনটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

ক. আপনার বার্তাকক্ষে সাধারণত কি ধরণের প্রতিবেদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?

খ. আপনার দর্শক কারা এবং তারা কতোখানি সচেতন?

www.pathagar.com

করে। চ্যানেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত সবসময় তৈরি করে রাখে। কারো মৃত্যুতে সেগুলো শোকবার্তার মতো দেখানো হয়।

কোনো বিষয় নিয়ে সৃজনশীল ভাবনা থেকেও প্রতিবেদনের আইডিয়া বের হয়ে আসতে পারে। পূর্বপরিকল্পিত কোনো বিষয় বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়- আমাদের সবার concern কিন্তু কেউ তা সত্যিকার অর্থে তুলে আনেন না। এগুলো কখনো কখনো পেগের জন্য অপেক্ষায় থাকে।

গবেষণা

হোমওয়ার্ক বা গবেষণা না করার কারণে সাংবাদিকরা প্রায়ই সাধারণীকরণবিদ বলে অভিযোগের মুখোমুখি হন। গবেষণা একজন সাংবাদিককে তিনি যে বিষয়টি কাভার করছেন সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তুলে।

সংবাদপত্রের কাটিং, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, বিশেষায়িত বই পড়া এবং ইদানিং ইন্টারনেট প্রাথমিক ও মৌলিক তথ্য পেতে সহায়তা করে। প্রতিবেদনের বিষয়ের মতো গবেষণাও হতে হবে সুনির্দিষ্ট।

নীতি হচ্ছে সরলীকরণ ও জড়ো করা। প্রথমে প্রতিবেদনের ফোকাস ঠিক করা এবং তারপর এর বিভিন্ন উপাদানগুলো কাভার করা।

যথার্থ গবেষণা প্রতিবেদনের ভেতর ঢুকতে সহায়তা করে, আর তা সাক্ষাতকারদাতাকে পয়েন্ট এবং কাউন্টারপয়েন্টের মাধ্যমে কাবু করতে সহায়তা করে। ভালোভাবে গবেষণা করা একটি প্রতিবেদন পরিসংখ্যান ও প্রমাণ দিয়ে তৈরি করার জন্য যথাযথ জায়গায় নিয়ে যায়।

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু অনুসারে চিন্তা করুন কি কি প্রশ্নের উত্তর এবং কি কি তথ্য জোগাড় করতে হবে। কোথায় কোথায় গেলে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো মিলবে বের করুন। গ্রন্থাগার, পরিসংখ্যান ব্যুরো, সরকারি দপ্তর ইত্যাদি।

বিষয়টির ওপর কাজ করেন এমন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। পরে তাদের সাক্ষাতকার নিতে হতে পারে। তারাও আপনাকে তথ্যের অন্যান্য উৎস, সূত্র এবং আরো বিশেষজ্ঞের খোঁজ দিতে পারেন।

গবেষণার তথ্য উপাত্ত দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করুন। প্রচুর নোট নেওয়ার বদলে ফটোকপি করে নেওয়া উত্তম, দরকারি জায়গাগুলো দাগিয়ে রাখা উপকারে আসে।

গবেষণার সময় শুধু বিষয়বস্তু আর উঠে আসা প্রশ্নের উত্তরে নিবদ্ধ না থেকে কোন কোন

www.pathagar.com

জেরা করার দরকার নেই এমন কারো সাক্ষাতকার নিচ্ছেন আপনি, তাকে আগেভাগেই বলে রাখুন আপনি কি চান? এতে আপনার সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় বেঁচে যাবে। বাঁচবে টেপ। সাক্ষাতকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি খুঁজে পেতেও কষ্ট হবে না।

বস্তুনিষ্ঠ হোন। দুই পক্ষেরই সাক্ষাতকার নিন। দু'পক্ষকেই সমান গুরুত্ব দিন। ব্যবহার করা সাক্ষাতকারের দৈর্ঘ্য এবং ছবির ফ্রেমের ক্ষেত্রেও।

সবচে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : আপনার ছবি কি হবে?

গবেষণার পাশাপাশি, যেসব জায়গায় আপনি প্রতিবেদনের জন্য ছবি তুলবেন সেগুলো ঘুরে দেখে থাকলে আপনি কি কি শট নেবেন তাও নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছেন। আর তা না করে থাকলে আপনার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান। লিখে রাখুন– কিসের, কোন ধরনের শট লাগবে আপনার। আপনার প্রতিবেদনের বিভিন্ন উপাদানগুলো নিয়ে ভাবুন। সেগুলোকে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে আদর্শ শটগুলো কি হতে পারে ভেবে রাখুন। এ মুহূর্তে আপনি একজন পরিচালক, কতোটা সৃজনশীলভাবে শটগুলো ধারণ করা যায় ভাবুন। একটা তালিকা কেমন হতে পারে দেখা যাক-

১. স্কুলের বাইরের ছবি, নামফলকের ছবি
২. মাঠের ছবি
৩. শ্রেণিকক্ষের ছবি, শিক্ষকের পাঠদানের ছবি, মনোযোগী ছাত্রদের ছবি
৪. ছাত্রছাত্রীদের কথা
৫. শিক্ষক/ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধানের সাক্ষাতকার
৬. মনোবিজ্ঞানী বা শিশু শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন একজনের সাক্ষাতকার

এখানে বিভিন্ন শটের কারিগরি নাম ব্যবহার করা হয়নি। আপনি যখন সর্বজন ব্যবহৃত নামগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন- তখন এগুলোকে লং শট, ক্লোজ আপ, ওয়াইড শট ইত্যাদি নামে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রেকি

আপনি যে জায়গাগুলো থেকে ছবি নেবেন সেগুলো আগেভাগে ঘুরে দেখলে প্রতিবেদনের পরিকল্পনাটি অনেক ভালো হয়। ভিজ্যুয়াল বা ছবির দিক থেকে খুবই ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়। রেকি করার সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করুন–

www.pathagar.com

গ. আপনার প্রতিবেদনের দৈর্ঘ্য কত হবে?

টেলিভিশন সংবাদে একটি প্রতিবেদনের দৈর্ঘ্য সাধারণত এক থেকে আড়াই মিনিট হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীভিত্তিক অনুষ্ঠানে তা ৫ থেকে ১০ মিনিটের করা যায়।

আগুনের ঘটনা নিয়ে নিচের তিনটি প্রতিবেদন হতে পারে, আবার তিনটি বিষয়কে রেখেই একটি প্রতিবেদন হতে পারে।

১. শুধু ঘটনাটি তুলে ধরা। কোথায় কখন ঘটেছে? কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হলো? হতাহতের পরিমাণ কতো?

২. শহরে আগুনের ঘটনা। সবশেষ কোন এলাকায় আগুনের ঘটনা ঘটে? তারপর দমকল বাহিনীর জন্য নতুন কোনো যন্ত্রপাতি এসেছে কিনা? শহরের বিস্তার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দমকল স্টেশনের সংখ্যা বাড়ছে কিনা?

৩. মানবিক প্রতিবেদন। মানবিক আবেদন তুলে ধরে এমন কোনো কিছু ঘটেছে কিনা? ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনো উদ্যোগ রয়েছে কিনা?

সরলীকরণ ও জড়ো করা নীতির কথা মনে রাখুন। এসব সরলীকৃত প্রতিবেদন। এখন এসব প্রতিবেদনের বিভিন্ন উপাদানের কথা ভাবুন। আরেকটু এগিয়ে আপনি প্রতিবেদনগুলোতে কয়েকটি বিষয় তুলে আনতে পারেন।

যেমন দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি। দমকল বাহিনীকে অকুস্থলে পৌঁছুতে বেগ পেতে হয়েছে কিনা? কেন প্রায়ই এমন আগুনের ঘটনা ঘটছে? আগুনের ঘটনা প্রতিরোধে কি কি করা যেতে পারে?

তাই প্রতিবেদনের কাজ শুরু করার আগে আপনাকে এর বিষয় এবং তার নানা উপাদান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বার্তাকক্ষে আপনি নতুন হয়ে থাকলে- প্রতিবেদনের কেন্দ্রবিন্দুটি খুঁজে পেতে একজন সিনিয়রের সঙ্গে আলোচনা করুন। তার পরামর্শ নিন। এই প্রশ্নের একটি সুস্পষ্ট উত্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে পরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করে দেবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কি কি সাক্ষাতকার লাগবে? কার কার?

আপনি যদি আপনার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু জানেন তাহলে এটা খুবই সহজ। সাক্ষাতকারের জন্য সঠিক লোকটিকে খুঁজে বের করা এবং তার মুখ থেকে ঠিক কোন কথাগুলো আপনার দরকার। সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে পারলে আপনি যথার্থ উত্তরটি পেয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

জায়গাটিতে আলোর কি অবস্থা? এর উপর ভিত্তি করে ছবি তোলার সময় ঠিক করুন।

জায়গাটির প্রাকৃতিক শব্দ খেয়াল করুন। অপ্রত্যাশিত শব্দ এড়াতে বিশেষ ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহারের দরকার হতে পারে।

এরফলে আপনি সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য আদর্শ জায়গাটি আগেই বেছে রাখতে পারেন।

প্রতিনিধিত্বশীল ছবিগুলো কি হবে তা-ও ঠিক করে রাখতে পারেন আপনি।

আপনার প্রতিবেদনের জন্য নতুন একটি এঙ্গেলও বের হয়ে আসতে পারে এই রেকি থেকে।

জায়গাটিতে আপনি কি কি ধরনের ছবি পাবেন তা খুঁজে রাখতে পারেন।

সাক্ষাতকার নেওয়া যেতে পারে এমন স্থানীয়দের ঠিক করে রাখতে পারেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনার গবেষণাও এগিয়ে রাখতে পারেন।

যদি রাতে ছবি তুলতে হয় তাহলে আলো এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে রাখুন। তা না হলে আপনাকে ব্যাটারিচালিত সামগান নিয়ে কাজ করতে হতে পারে।

ছবির আগে স্ক্রিপ্ট

পরিকল্পনায় আপনি আরো একধাপ এগিয়ে থাকতে পারেন যদি ছবি তোলার আগেই স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলতে পারেন। আগে ভাগেই কাহিনীটা জানা খুবই কাজের।

বামদিকে ছবির তালিকা এবং ডানদিকে ধারাবর্ণনা এবং সাক্ষাতকারের অংশ রেখে একটি যথার্থ স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলুন। সংবাদ লেখা পরিচ্ছদে সুন্দর স্ক্রিপ্ট লেখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ছবি তোলার আগেই লিখে ফেলা স্ক্রিপ্ট একেবারে বাস্তব স্ক্রিপ্টের মতোই তবে তার উপাদানগুলো কল্পনা থেকে তুলে আনা। বাস্তবে যে প্রতিবেদনটি দাঁড়াবে তা ওই স্ক্রিপ্টটিকে মূর্ত করার চেষ্টা মাত্র।

এমন পরিকল্পনার একটিই অসুবিধা- বাস্তবতা হুবহু একই নাও হতে পারে। তারপরও পরিকল্পনা বিফলে যাবে না এ কারণে যে, তা আপনাকে একটি কাঠামো দেবে যা ধরে আপনি কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারবেন। আর মনে রাখবেন, একটি পরিকল্পনা থাকার পরও আপনাকে নতুন এবং ব্যতিক্রম কিছু ঘটার বিষয়ে খোলামন থাকতে হবে এবং বাস্তবতা অনুসারে প্রতিবেদনটি বদলাতে হবে।

শপিং লিস্ট

প্রতিবেদন পরিকল্পনাটি তৈরি হয়ে গেলে অকুস্থলে যাওয়ার আগে কিংবা যেতে যেতে কি কি ছবি লাগবে, কার কার সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং কোন কোন তথ্য উপাত্ত নিতে

www.pathagar.com

হবে তার একটি তালিকা করে ফেলা সম্ভব। টেলিভিশন সাংবাদিকতার ভাষায় একে বলা হয় শপিং লিস্ট, বাজারের ফর্দ। সব সময় কাগজে কলমে এ শপিং লিস্ট তৈরি করতে হবে তা নয়, মনে মনে বা মানসপটেও এ তালিকাটি করে ফেলা যেতে পারে।

শপিং লিস্টে যা যা থাকতে পারে :

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে যতবেশী সম্ভব তথ্য জোগাড় করা
- ঘটনাস্থল বা অকুস্থল সম্পর্কে যদ্দুর সম্ভব ধারণা নেওয়া
- অকুস্থলে যাবার বিকল্প পথসহ রাস্তা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া
- ঘটনাস্থল রাজধানীর বাইরে হলে ওই জায়গা এবং ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাহায্য নেওয়া
- কার কার সাক্ষাতকার নেওয়া যেতে পারে তা ঠিক করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা
- ঘটনাস্থলের ছবির সম্ভাব্য শটগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা
- গ্রাফিক্স দরকার হলে তার পরিকল্পনা এবং দরকারি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা
- প্রতিবেদন শুরু এবং শেষ করার শট সম্পর্কে চিন্তা করা
- পিটিসি দরকার হলে- বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে তার একটি সম্ভাব্য খসড়া তৈরি করা

শপিং লিস্ট তৈরি হওয়া মানে অর্ধেক কাজ শেষ। অকুস্থলের দিকে রওনা হওয়ার আগে প্রথমেই ক্যামেরাপারসনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা দিন। আপনার কি কি শট দরকার তাকে জানিয়ে রাখুন, আর কি কি শট থাকলে ভালো হয় সে ব্যাপারে তার পরামর্শ নিন।

আপনার যন্ত্রপাতি ঠিকমতো নেওয়া হলো কিনা দেখে নিন। যা যা লাগতে পারে-

- ক্যামেরা
- ট্রাইপড
- ব্যাটারি, দরকার হলে চার্জার
- টেপ/ভিডিও ক্যাসেট
- মাইক্রোফোন, লগো, স্ট্যান্ড, ক্যাবল
- হেডফোন
- ক্লিপ মাইক্রোফোন

www.pathagar.com

এছাড়া আপনার সঙ্গে থাকা উচিত-

- অতিরিক্ত টেপ
- জিও ড্রাইভার
- স্কচ টেপ
- ব্যান্ড এইড
- পেন্সিল ব্যাটারি
- ছোট টর্চ লাইট
- ছোট ছুরি
- কাঁচি
- ছাতা

অকুস্থলে

অকুস্থলে প্রথম বিবেচ্য বিষয় নিরাপত্তা। সাধারণ সভা সমিতি, সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কোনো গোলযোগ, হরতাল, আগুন কিংবা দুর্ঘটনা জাতীয় ঘটনাই খবরের বড়ো উপাদান। এসব ক্ষেত্রে ক্যামেরা এবং নিজেদের যে কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা প্রথম দায়িত্ব। ক্যামেরাপারসন যখন ছবি তোলেন বা তার চোখ যখন ভিউ ফাইন্ডারে তখন তার পক্ষে লেন্সের আওতার বাইরে আশেপাশে কি ঘটছে বা মাঝে মধ্যে পেছন দিকে খেয়াল করা সম্ভব হয়না। তখন টিমমেট হিসেবে রিপোর্টারের দায়িত্ব ক্যামেরাপারসনকে সাহায্য করা, বিপদ দেখলে একসঙ্গে সরে আসা।

এক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে-

ক. ঘটনাস্থল থেকে সহজে বের হয়ে আসার বিভিন্ন পথের খোঁজ নিয়ে রাখা।

খ. ছবি তোলার জন্য একটা উঁচু জায়গা বেছে নেওয়া, যেখান থেকে মোটামুটি পুরো এলাকাটা ক্যামেরার লেন্সের আওতায় আসে। সেখান থেকে নিরাপদে নেমে এসে ঘটনাস্থল ত্যাগের ব্যবস্থাটাও দেখে রাখা ভালো।

গ. এলাকাটি ভালো চেনেন এমন কারো খোঁজ করে তার সহায়তা নেওয়া।

ঘ. গাড়ি চালক হিসেবে স্থানীয় কাউকে নেওয়া।

ঙ. নিজেদের নিরাপদ ভেবে নিশ্চিত না হয়ে, সবসময় চোখ কান খোলা রাখা।

চ. একটা মেডিক্যাল কিট সঙ্গে রাখা।

www.pathagar.com

Piece to Camera/Stand up

আগের অধ্যায়ে বলেছি, প্রতিবেদনে প্রতিবেদক ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ঘটনার কোনো দিকের কথা বলেন বা প্রতিবেদনের উপসংহার টানেন তাকে বলা হয় Piece to Camara সংক্ষেপে PTC। এটা সাধারণত ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে তাকে Stand Up-ও বলা হয়।

PTC বা Stand Up সাধারণত প্রতিবেদনের শেষে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রতিবেদনের মধ্যে দুটো বিষয়, ঘটনা, একই ঘটনার দুটো অংশকে জোড়া দেওয়া কিংবা ঘটনাস্থল পরিবর্তনের জন্য Mid PTC এবং নাটকীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের শুরুতেই Opening PTC ব্যবহার করা হতে পারে।

কোনো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিবেদক অকুস্থলে ছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে খবরের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করা PTC-র অন্যতম উদ্দেশ্য।

PTC-তে প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরার মাধ্যমে একটি উপসংহার টানা হয়। এতে অবশ্যই নতুন তথ্য বা দিক থাকবে, যা প্রতিবেদনের অন্য অংশের পুনরুল্লেখ হবে না। PTC কখনোই মন্তব্য হবে না। খবরে প্রতিবেদকের কোন ব্যক্তিগত মত প্রকাশ বা মন্তব্য করার সুযোগ নেই। দরকার হলে News Editor-এর সাথে যোগাযোগ করে PTC-তে কি বলবেন তা ঠিক করে নিন।

PTC দেওয়ার জন্য

প্রতিবেদনের সঙ্গে জড়িত এমন একটি জায়গা নির্বাচন করুন, যাতে Background হিসেবে ঘটনাস্থলের একটি সুন্দর যথাযথ ছবি থাকে।

PTC দেওয়ার আগে ভাবুন এতে আপনি কি করবেন। এটা কি প্যাকেজের মধ্যখানে সেতু হিসেবে কাজ করবে নাকি এটা দিয়ে প্যাকেজ শুরু বা শেষ হবে।

PTC-র ব্যবহার যুক্তিযুক্ত করুন। কি কারণে আপনাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে তার যুক্তি বের করুন। PTC-তে কোনো কিছু দেখাবেন, প্রসঙ্গ বর্ণনা করবেন, না তুলনা তুলে ধরবেন? শুধু শুধু PTC দেবেন না।

আপনার PTC-র কথায় ঘটনাস্থলের সাহায্য নিন। ক্যামেরার সামনে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিন, হাতে কলমে দেখান। ক্যামেরাটিকে একজন মানুষ মনে করুন (বিপরীত লিঙ্গের) এবং তিনি কি দেখবেন বলে আপনি আশা করেন তাই তুলে ধরুন।

স্টোরিতে আপনার PTC-র আগে পরে কি বলা হবে তা বিবেচনায় রাখুন। PTC-টি যেন অর্থবহ দেখায়। স্টোরিতে বলা কোনো তথ্য আবার PTC-তে বলা হলে তাতে

www.pathagar.com

আপনাকে বোকার মতো দেখাবে। PTC দেওয়ার আগে প্রসঙ্গটি সম্পর্কে ভাবুন।

প্রাণবন্ত থাকতে হবে। চোখে মুখে অভিব্যক্তি থাকতে হবে, Body Language-এর যথাযথ ব্যবহার করুন। আপনার PTC টি কর্মময় রাখুন। সম্ভব হলে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলুন- কিন্তু হাঁটার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে হবে। দরকার হলে PTC দিতে দিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরেও যেতে পারেন, এভাবে একটি পথ ধরে দর্শককে অন্য প্রেক্ষাপটে নিয়ে যেতে পারেন। PTC দিতে দিতে কোনো কিছু হাতে নিতে পারেন, কোনো কিছুতে চড়ে বসতে পারেন, কোনো কিছু কিভাবে কাজ করে তাও দেখাতে পারেন। দর্শককে কিছু কাজ দেখান। কিন্তু স্টোরির সঙ্গে খাপ না খেলে বা আপনি স্টোরির যে জায়গাটিতে ব্যবহার করবেন তার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ না হলে PTC ব্যবহার না করাই ভালো।

আপনার ছবি কতো ভালো আসছে তা মাথায় রাখুন। চুল কাপড়চোপড় ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া বা মুখ মুছে নেওয়ার কথা কাউকে বলে দিতে হয় না। কিন্তু মুখে আলো খেলা করছে কিনা, কোনো কিছুর কারণে মনোযোগ ব্যহত হয় কিনা- খেয়াল রাখা দরকার। আপনার মুখমণ্ডলে যেন যথেষ্ট আলো পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ছায়ায় থাকলে একটি ফিল লাইট বা রিফ্লেক্টর ব্যবহার করুন। ক্যামেরা যেন আপনার কাছ থেকে অন্তত ছয় ফুট দূরে থাকে তা নিশ্চিত করুন। ফ্রেমটা কি হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতে ভুলবেন না। মিড শট ভালো, পুরো শরীর দেখা গেলেও চলবে।

ক্যামেরা রোল করতে শুরু করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন PTC-তে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন। কি বলতে হবে প্রতিবেদক তা জানেন না এমন পরিস্থিতির চাইতে আর কোনো কিছুই একজন ক্যামেরাপারসনকে দ্রুত খেপিয়ে তুলতে পারে না। এক টেকে PTC দেওয়ার চেষ্টা করুন, তা হয়ে গেলে ব্যাক-আপ হিসেবে আরেকটি দিন। কখন কোন কারিগরি সমস্যা দেখা দেবে আপনি জানেন না।

তৈরি না হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন না। সবাই ভালো ইম্প্রুভাইজেশন করতে পারে না। আগে শিখে এবং শুনে নিয়ে তারপর বলুন।

PTC-তে দরকারের বেশী কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, PTC প্রতিবেদনের জন্য, প্রতিবেদকের জন্য নয়।

www.pathagar.com

ছবির ব্যাকরণ

অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে টেলিভিশন সংবাদের মূল পার্থক্য সংবাদচিত্রে। খবরের সঙ্গে ঘটনার বা ঘটনা পরবর্তী ছবি অন্যান্য মাধ্যমের সংবাদের চেয়ে টেলিভিশন সংবাদকে আলাদা করে তুলেছে, যোগ করেছে বিশিষ্টতা। সংবাদচিত্র উপস্থাপনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো অংশ হলো ঘটনার বা ঘটনা পরবর্তী অবস্থার বা ঘটনা সংশ্লিষ্ট ছবি তোলা এবং এগুলো কেটে জোড়া দিয়ে যথাযথভাবে সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা।

সংবাদ কিংবা টেলিভিশনের অন্য কোনো অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্রের ছবি তোলার মূলনীতি বা ব্যাকরণ একই। একইভাবে সংবাদচিত্র সম্পাদনা এবং চলচ্চিত্র কিংবা অন্য কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠান (নাটক ইত্যাদি) সম্পাদনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল মাধ্যম (ফিল্ম বা ভিডিওটেপ) এবং প্রযুক্তির। ছবি তুলে আনার পর আক্ষরিক অর্থে সম্পাদনার কাজ শুরু হলেও মূলত এর শুরু পরিকল্পনা পর্ব থেকে। ছবি তোলার আগেই চিন্তা করতে হয় কিভাবে ছবিগুলো জোড়া দেওয়া হবে। চলচ্চিত্রে এবং টেলি-নাটকের স্ক্রিপ্টেই আগাম উল্লেখ করা হয় এগুলো, কখনো কখনো ছবি কেমন হবে, তাতে কে কোন অবস্থানে থাকবে এসব একে স্টোরি বোর্ড-ও তৈরি করা থাকে। সংবাদচিত্রের জন্যও ছবি তোলার আগেই, অন্তত ছবি তোলার সময় সম্পাদনার চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। বলা হয় 'Shoot to edit'।

'ছবি কথা বলে'। কিন্তু চলমান ছবির ক্ষেত্রে কোনো ঘটনার দিকে ঠায় ধরে রাখা ক্যামেরার ছবি যেমন বিরক্তিকর তেমনি এক ঘণ্টার কোনো ঘটনা দেখাতে পুরো এক ঘণ্টাই লাগবে। এই বিরক্তি থেকে উদ্ধার আর ঘটনার সার উপস্থাপন করতে রয়েছে নানা ধরনের শটের ব্যবহার এবং এসব শট জোড়া দেওয়ার অর্থাৎ সম্পাদনার কৌশল।

ছবির তিনটি অংশ রয়েছে– পুরোভাগ বা একেবারে সামনের অংশ (The Immediate Foreground), মধ্যভাগ (The Middle Area), এবং পটভূমি বা পিছনের অংশ (The Backround)।

ছবির পুরোভাগে কোনোকিছুর অবস্থান বা Immediate Foreground ছবিতে গভীরতা এনে দেয়। যেমন, গাছের ঝুলন্ত ডাল।

মধ্যভাগ বা Middle Area-তেই থাকবে ছবির Subject বা লোকজন।

www.pathagar.com

ছবির পটভূমি বা Backround হলো সুন্দর একটি দৃশ্য। ধরা যেতে পারে একটি ছবিই ঝুলানো আছে সেখানে।

বিভিন্ন ফ্রেমে তোলা শটের বিভিন্ন নাম রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

ওয়াইড শট

ওয়াইড শট (The Wide Shot or the Establishing Shot): ওয়াইড শট দর্শককে ঘটনাস্থলকে পরিচিত করে তোলে, তারা সেখানেই আছে এমন একটা অনুভূতি দেয়। ওয়াইড শটে ঘটনাস্থল, জনতার ভীড় কিংবা ঘরের ভিতরে হলে একনজরে পুরো ঘর চোখে পড়ে। এ ধরনের শটে খালি ঘর অর্থহীন, কর্মব্যস্ত মানুষের চলাফেরা বা চলন্ত কিছু একটা শটকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

মিডিয়াম শট

মিডিয়াম শট (The Medium Shot or Head to Toe Shot): মিডিয়াম শটে মানুষের আপাদমস্তক বা পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। ব্যক্তিকে পরিচিত করাতে এ ধরনের শটের জুড়ি নেই। তবে কাঙ্খিত ব্যক্তির পোজ দেওয়া ছবির চাইতে স্বাভাবিক কাজকর্মের ছবি আকর্ষণীয়।

ক্লোজ আপ

ক্লোজ আপ (The Close Up or Head and Shoulder Shot): টেলিভিশনের জন্য আদর্শ শট। ব্যক্তির কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এ ধরনের শটে। টেলিভিশনে প্রচারিত ছবির বেশীর ভাগ শটই ক্লোজ আপ শট। বলা হয়, Television is Close Up Media। সাক্ষাতকার, আলোচনা অনুষ্ঠান সবকিছুতেই এ শটের ছড়াছড়ি। খবরের ক্ষেত্রে সাক্ষাতকার অবশ্যই ক্লোজ আপ শটে নিতে হবে, এতে সাক্ষাতকারদাতার মুখের অভিব্যক্তিও স্পষ্ট দেখা যায়।

www.pathagar.com

Extreme Close Up

Extreme Close Up/Big Close Up: সাধারণত কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে সাক্ষাতকার নেওয়ার সময়, সাক্ষাতকারদাতার আরো স্পষ্ট অভিব্যক্তির জন্য ক্যামেরার ফ্রেমে কেবল মুখমণ্ডল রেখে এধরনের শট নেওয়া হয়। কখনো অনেকের মধ্যে কাঙ্খিত ব্যক্তিকে ধরার জন্য, কোনো বস্তুর বিস্তারিত দেখানোর জন্য Extreme Close Up বা Big Close Up ব্যবহার করা হয়।

Two Shot

Two Shot: সাধারণত আলোচনার টেবিলে পাশাপাশি বসা দুজনকে যখন এক ফ্রেমে রাখা হয় তাকে Two Shot বলে। বসে থাকা অবস্থায় এ শট নেওয়া হয় বলে তা মিডিয়াম শট এবং ক্লোজ আপের মাঝামাঝি একটা ফ্রেম হয়। আলোচকের সংখ্যা বেশী হলে, তিনজনকে ফ্রেমে রাখলে তা Three Shot হতে পারে।

Over the Shantder Shat

Over the Shoulder Shot: মুখোমুখি দু'জনের একজনের কাঁধের উপর দিয়ে অন্যজনের ছবি নেওয়া। যার কাঁধের উপর দিয়ে ছবি নেওয়া হচ্ছে তার খানিকটা প্রোফাইল দেখা যায় এ ধরনের শটে। আলোচনা অনুষ্ঠানে এ ধরনের শট একঘেয়েমি কাটায়।

Back to the Camera: ছবি তুলতে তুলতে ক্যামেরাসহ বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়া। যেমন র‍্যালি, কিংবা মিছিল। সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে তুলতে, মিছিল চলে যাওয়ার সময় তার শেষাংশকে ক্যামেরায় অনুসরণ করলে এ ধরনের শট হবে। প্রথমে যা ক্যামেরার পিছন দিকে ছিলো তার দিকে ফেরাই হলো Back to the Camera।

www.pathagar.com

Top Shot: ঘটনাস্থলের আশপাশের কোনো উঁচু যায়গা থেকে তোলা ছবি যা পুরো ঘটনাস্থলটিকে মোটামুটি তুলে ধরে। উঁচু কোনো যায়গা থেকে তোলা ছবি নতুন মাত্রা যোগ করে।

Low Angle: ক্যামেরা হাঁটুর কাছাকাছি নামিয়ে নিলে একধরনের গভীরতা পাওয়া যায় ছবিতে। এ ধরনের শটও ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

টেলিভিশন সংবাদের জন্য দরকারী কিছু শট

Cut away/Incert: সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় তার কোন অংশগুলো ব্যবহার করা হবে তা বলা যায় না। পুরো সাক্ষাতকার থেকে হয়তো তিনটি বাক্য ব্যবহার করা হলো, যার একটি বাক্য বাকি দুটোর অনেক পরে বলা হয়েছে। বাক্যটি জোড়া দেওয়ার সময় দেখা যাবে সাক্ষাতকারদাতার মাথা হঠাৎ করে দৃষ্টিকটুভাবে স্থান বদল করেছে। একে বলা হয় Jump Cut। এটা এড়াতে একটি Cut away বা Insert শট ব্যবহার করা হয়। সাক্ষাতকারের শটে ফ্রেমে নেই এমন অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির শটকে Cut away শট বলে, ফ্রেমে রয়েছে বা একটুখানি দেখা যায় এমন বস্তু বা ব্যক্তির ক্লোজ শটকে বলা হয় Insert শট। সাক্ষাতকারদাতার পাশে রাখা কোনো শো পিস বা ছবি হতে পারে আদর্শ insert। হাতের Close Up অনেকসময় Cut away হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেটা অগতির গতি। সংবাদ সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সাংবাদিকদের ছবি, অন্যান্য ক্যামেরাম্যানদের ছবি ভালো Cut away।

Genarel Views (GV): প্রায়ই খবর জন্ম দেয় এমন জায়গা, যেমন সংসদ ভবন, সচিবালয়, হাইকোর্টভবন ইত্যাদির সাধারণ দৃশ্যকে Genarel Views সংক্ষেপে GV বলা হয়। এসব জায়গার ভিতরে ঘটে যাওয়া ঘটনার ছবি কম থাকলে বা জায়গাটি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য রিপোর্টের শুরুতে GV ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক্যামেরার কিছু কাজ

Zoom: একই শটে ওয়াইড ফ্রেম থেকে ক্লোজ আপে যাওয়া হলো Zoom in, এর উল্টোটাই Zoom out। যেকোনো ধরনের জুম করার ক্ষেত্রে ফোকাস একটি বড় সমস্যা। মোটামুটি কয়েকবার অনুশীলন করে দেখে নিয়ে তা করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

Pan: একই শটে ক্যামেরা বাম থেকে ডানে কিংবা ডান থেকে বামে নিয়ে আসাই Pan। কোনো জায়গা বা জমায়েতকে একটি ওয়াইড শটে না পাওয়া গেলে প্যান শট একটি

www.pathagar.com

ভালো সমাধান। সাধারণত বাম থেকে ডান দিকে প্যান করাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভালো প্যান শটের জন্য ট্রাইপড ব্যবহার এবং অনুশীলন করে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

Tilt Up and Down: বহুতল ভবনের ছবির জন্য ভালো উপায় হলো ক্যামেরা সমতল থেকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া বা Tilt Up করা। উল্টোটাই Tilt Down। আমরা খুব কমই উপর নিচ তাকাই, তাই এধরনের শটের ব্যবহার খুব কম।

Trucking: জুম ইনের বদলে ক্যামেরা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া, কিংবা পিছনে সরে আসার নামই Trucking। স্টুডিওতে ব্যবহৃত হাইড্রোলিক ট্রাইপডে চাকা থাকে যা মসৃণ Trucking করতে সহায়ক।

Dollying: ডান থেকে বায়ে প্যান করার বদলে ক্যামেরা নিয়ে ডানে কিংবা বায়ে সরে আসাই Dollying। এ ক্ষেত্রেও স্টুডিওর হাইড্রোলিক ট্রাইপডই ব্যবহার করা উচিত।

কিছু আবশ্যিক বিষয়

Change of axis

প্রথম শটে বামে বসে থাকা লোকটিকে যদি পরের শটে ডানে বসে আছে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে Axis Change হয়েছে। Axis Change একটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। বিশেষ করে Over the Shoulder শটের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির দৃষ্টিরেখাটি কল্পনা করুন এবং এ রেখা পার না হলেই Axis Change এড়ানো সম্ভব। এছাড়া দুটি শটের মাঝখানে অন্য কোন শট বা মাঝামাঝি অবস্থানের শট দিলেই Axis Change হয় না।

Natural Sound

টেলিভিশনে শব্দ বিহীন ছবি অর্থহীন। তাই ছবি তোলার সময় আশে পাশের স্বাভাবিক শব্দ রেকর্ড হচ্ছে কিনা দেখে নিন। আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায় দুটো চ্যানেলে শব্দ ধারণ করা হয়। একটি চ্যানেলে ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো মাইক্রোফোনে আসা শব্দ থাকে, এটি দিয়েই Natural Sound রেকর্ড হয়। অন্যটিতে আরেকটি মাইক্রোফোন লাগিয়ে সাক্ষাতকার কিংবা পিটিসির শব্দ রেকর্ড করা হয়। দুটো চ্যানেলের শব্দ আলাদা আলাদা ট্র্যাকে রেকর্ড হয়। তাই সাক্ষাতকার বা পিটিসির সময় অন্য চ্যানেলটি বন্ধ করার কোনো দরকার নেই। অনেকেই তা করে থাকেন এবং পরে খুলে নিতে ভুলে যান, ফলে সাক্ষাতকার বা পিটিসির পরের ছবিগুলোর Natural Sound রেকর্ড হয়না।

www.pathagar.com

পর পর এমন দুটি শট বসানো হলে এক্সিস বদলে যায়, লাইন ক্রস করা হয়

এভাবে মাঝখানে একটি শট দিলে আর লাইন ক্রস করার সমস্যা থাকে না

Shots should be Static

খবরের ক্ষেত্রে খুব দরকার না হলে Zoom, Pans, Tilt Up, Tilt Down ব্যবহার করার দরকার নেই। এসব শট ছাড়া ক্যামেরার কোনো নড়াচড়ার কাজ নেই। তাই সব শট হবে Static। এবং ক্যামেরা যাতে না কাঁপে, ট্রাইপডে রেখে শট নিতে হবে। কোনো মারামারি, হরতাল ইত্যাদি ঘটনার ক্ষেত্রে ট্রাইপড ব্যবহার বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্যামেরা যাতে কম কাঁপে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Movement of Subject not Camera

চলমান ছবিতে থাকা লোকজন যদি ঠায় বসে থাকে তাহলে স্থিরচিত্রের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য থাকে না। ছবির লোকজন যেন ক্যামেরায় পোজ দিয়ে না থাকে। এমন করলে তাদের কাজ করতে বা হেঁটে যেতে বা গল্পে মশগুল থাকতে বলুন। ছবি তুলুন লোকজনের কর্মকাণ্ডের। ক্যামেরা ডান থেকে বামে ঘুড়িয়ে বা উপর থেকে নিচে নামিয়ে কিংবা জুম ইন জুম আউট করে কোনো কাহিনী দাঁড় করানো যায় না। এর চেয়ে ছবিতে থাকা লোকজনের কাজকর্মের বিভিন্ন ধরনের শট তুলে একটি দৃশ্যচিত্র (Sequence) তৈরি করুন।

www.pathagar.com

Nutral Shot

যে শটে কোনো লোকজন নেই তাকে Nutral Shot বলে। একটি Sequence থেকে আরেকটি Sequence-এ যাবার জন্য এ ধরনের শট প্রয়োজন হয়ে থাকে।

Duration

একটি শটের আদর্শ দৈর্ঘ্য কতো হবে তা নির্ভর করে সম্পাদনার সময় অন্যান্য শটের সাথে মিলে একটি দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্স তৈরির জন্য শটটি কতোক্ষণ থাকা উচিত তার ওপর। দর্শকের চোখের স্বস্তির জন্য একেকটি শটের দৈর্ঘ্য সাধারণত তিন সেকেন্ড রাখা হয়। সম্পাদনার সুবিধার্থে ছবি তোলার সময় একেকটি শট কমপক্ষে পাঁচ সেকেন্ড রাখতে হবে। Zoom, Pans, Tilt Up Tilt Down শুরু করার আগে এবং শেষ করে তিন সেকেন্ড করে রাখতে হবে।

OK Shot

সম্পাদনার সময় যে শট ব্যবহার করা যাবে তাই OK Shot বা Good Shot। কমপক্ষে তিন সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের কাঁপাকাঁপা নয়, স্বাভাবিক রং-এর স্বচ্ছ ছবি সমৃদ্ধ শটই OK Shot।

NG Shot

NG মানে Not Good। OK Shot-এর বিপরীতটিই হলো NG Shot। খবরের ক্ষেত্রে কখনো কখনো NG Shot বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে এবং তা ব্যবহার না করে উপায় থাকে না। যেমন, যুদ্ধের সময় কাছে কোথাও বোমা ফাটার শব্দে ক্যামেরাসহ ক্যামেরাম্যান কেঁপে উঠলে যে শটটি পাওয়া যাবে তা ব্যাকরণের বিচারে NG Shot। খবরের বিচারে এ শটটি সানন্দে ব্যবহার করা হবে। তবে মনে রাখবেন, বিশেষ পরিস্থিতিতেই কেবল ব্যাকরণ ভাঙ্গা চলে।

ভালো ছবি পেতে হলে

টেলিভিশনের সংবাদের জন্য ঘটনা বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলমান ছবি পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার সে ছবি হতে হবে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তুলে আনা বা ব্যাকরণসম্মত। তার জন্য কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করা যেতে পারে।

ছবি তোলা শুরুর আগে আপনাকে পুরো গল্পটা জানতে হবে, জানতে হবে ছবির সিক্যুয়েন্সগুলো কিভাবে গল্পটা বলে দেবে। শুধু প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপই এর জন্য যথেষ্ট নয়, সময় থাকলে ছবি এবং স্টোরিবোর্ড আপনাকে এ কাজে সহায়তা করতে

www.pathagar.com

পারে। আর হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা এবং কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে ছবি তোলার পরিকল্পনা সেরে ফেলতে হবে।

এরজন্য প্রথমেই আপনার স্টোরির এঙ্গেল ঠিক করে সারসংক্ষেপ লিখে ফেলুন, সম্ভব হলে একটি স্টোরিবোর্ড একে নিন। শেষ মুহূর্তে খবর পাওয়া গেলেও একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করুন। যতটুকু সময় পাবেন তার মধ্যে আপনি যা চান তা করা সম্ভব কিনা দেখে নিন। অনাকাঙ্খিত ঘটনাও ঘটতে পারে- তার জন্য স্টোরি বদলে যেতে পারে- তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকুন। আর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন 'আমার ফোকাস সব সময় স্টোরির মধ্যে রাখবো'।

ঠিক করে নিন আপনি কিভাবে গল্পটা বলবেন। স্টোরির এঙ্গেল এবং সারসংক্ষেপ ঠিক করে দেয় কোন কোন জায়গার কি কি সিক্যুয়েন্স ও শট তোলা হবে। কয়েকটি শট কেটে জোড়া দিলে কোনো একটা কাজের যে সাবলীল ছবি পাওয়া যায় তাকেই সিক্যুয়েন্স বলে। সম্পাদনার সময় তা পাওয়ার জন্য আপনাকে বিভিন্ন ধরনের শট নিতে হবে।

এরজন্য নিচের এক বা একাধিক রীতি মেনে একটি আক্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলুন।

পাঁচ শট রীতি অনুসরণ করুন (দেখুন: Five Shot Rule, পৃষ্ঠা ১০৯)

প্রতিটি নতুন শট নেওয়ার সময় শটের আকার এবং কৌণিক দূরত্ব বদল করুন; তাড়াহুড়া থাকলে জুম ব্যবহার করুন

প্রথমে ব্যক্তি তারপর বস্তু তারপর আবার ব্যক্তি তারপর বস্তুর ছবি নিন (সভা সমাবেশের ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতা-বক্তা-শ্রোতা)

কাট এওয়ে এবং ইনসার্টের পরিকল্পনা করুন

কাজের ওভারল্যাপিং শট নিন।

কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি তিনবার তিনটি কৌণিক দূরত্ব থেকে ধারণ করুন

এছাড়া, সম্পাদনার টেবিলে যথেষ্ট ছবির জন্য আপনার পাঁচটি শট দরকার হলে ৮টি শট নিয়ে রাখুন। তিনটি দরকার হলে পাঁচটি এবং একটি শট দরকার হলে তিনটি শট নিন।

ভালো ছবির জন্য ভালো ফ্রেমিং জরুরি। হেড, ওয়াকিং এবং লুকিং রুম রেখে ফ্রেম করতে হবে। হেডরুম বলতে ব্যক্তির মাথার উপর কিছু জায়গা রাখা, ওয়াকিং রুম বলতে ব্যক্তি যেদিক হাঁটছে ফ্রেমের সেপাশে বেশী জায়গা খালি রাখা এবং লুকিং রুম

www.pathagar.com

বলতে ব্যক্তি যেদিকে তাকিয়ে কথা বলছে সেদিকে বেশী জায়গা খালি রাখা বুঝায়। ফ্রেমের প্রান্তে কোনো কিছু ঘটতে দেওয়া যাবে না।

চলমান ব্যক্তি বা বস্তুর ছবি তোলার সময় তা ফ্রেমে প্রবেশের আগেই ক্যামেরা চালাতে শুরু করুন। ফ্রেমে ওয়াকিং রুম রাখুন। চলন্ত জিনিসের ক্লোজ আপ যেমন হেঁটে চলা ব্যক্তির পায়ের ক্লোজ শট সম্পাদনার সময় কাজে দেবে। ফ্রেমে চলমান ব্যক্তি বা বস্তু প্রবেশের আগে এবং ফ্রেম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর একটু সময় খালি জায়গাটির ছবি রাখুন। কাউকে অনুসরণের ছবি তোলার সময় সবসময় একই আকৃতির শট নিন। চলাচলের ছবি যেন অবশ্যই গল্পের স্টাইলের সঙ্গে যায় তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

সাক্ষাতকারের সময় সাক্ষাতকারদাতার চোখের সমান উঁচুতে ক্যামেরা রেখে ফ্রেম করতে হবে। লুকিং রুম রেখে সাক্ষাতকারদাতাকে ক্লোজ ফ্রেমে ধরুন, তিনি যদি বেশী নড়াচড়া করেন বারবার ক্যামেরা না নড়িয়ে বরং ফ্রেমটা ছেড়ে একটু ওয়াইড করে নিন। ছবিতে সাক্ষাতকারদাতার পেছন ফুঁড়ে বেড়িয়ে আছে দেখা যায় এমন কোনো বস্তু থাকলে সরিয়ে ফেলুন অথবা তার বসায় জায়গা বদলে নিন।

ভিউ ফাইন্ডারে আপনি যা দেখছেন তার বাইরেও চিন্তা করুন- একজনের টেলিভিশন সেটে আপনার তোলা ছবি কেমন দেখাবে?

ছবি তোলার আগে ক্যামেরাপারসনদের কিছু বিষয় দেখে নেওয়া জরুরি। মনে রাখার সুবিধার্থে এগুলোকে SWEFF বলা হয়।

S for Sound

ক্যামেরায় দুটো ট্র্যাকে শব্দ ধারণ করা যায়। সাধারণত ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত মাইক্রোফোন এক নম্বর চ্যানেলে থাকে, তা দিয়ে ঘটনার সাধারণ শব্দ বা রেকর্ড করা হয়। সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য আলাদা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় যা দুই নম্বর চ্যানেলে থাকে। আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরার বাম দিকে একটি এলসিডি মনিটর রয়েছে তাতে মাইক্রোফোনগুলোর শব্দের মাত্রা উঠা নামা দেখায়। ক্যামেরাপারসন তা দেখে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। সাউন্ডবাইট নেওয়ার আগে শব্দ যাতে ফেটে না যায় অথবা খুব কম না হয় তার জন্য দরকার মতো লেভেল ঠিক করে নেবেন।

W for White Balance

আলোর উৎস এবং মাত্রা অনুসারে একই বস্তুকে বিভিন্ন রকম দেখায়, যেমন সূর্যের আলোয়, ঘরের ভিতরে, কিংবা বিকেলে। ডিজিটাল ক্যামেরায় আলোর উৎস ও মাত্রার

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে সাদা কোনো বস্তুকে ফোকাস করে White Balance করে নিলে ছবি হয় যথাযথ। নইলে ছবি কখনো নীলচে, কখনো লালচে হয়ে যায়। সহজ করে বলা যায়, আলোর উৎস ও মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যামেরাকে সাদা চিনিয়ে দেওয়াই হলো White Balance, এতে স্বাভাবিক রংয়ের ছবি পাওয়া যায়। অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরায় White Balance এর জন্য অটো সেট করা যায় এবং তা ভালো কাজে দেয়। তারপরও ঘরের ভিতর ও বাইরে ছবি তোলার সময় ক্যামেরাপারসনকে White Balance করার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে এবং দরকার হলে সাদা কাগজ ধরে White Balance করে নিতে সহায়তা করতে হবে।

E for Exposure

স্বাভাবিক ছবি ধারণের জন্য ক্যামেরার লেন্স দিয়ে কি পরিমাণ আলো প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় Exposure ঠিক করার মাধ্যমে। আইরিশ বাড়িয়ে কমিয়ে এ কাজটি করা হয়। Exposure ঠিক না হলে ছবি ঝাপসা অথবা কালো হবে। স্টিল ক্যামেরার মতো, ভিডিও ক্যামেরায় শাটার খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ব্যাপার না থাকলেও, ইলেক্ট্রনিক শাটার রয়েছে যা শাটারের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই শাটার স্পিড নিয়ন্ত্রণ করে ছবি নিতে হয়। যেমন, কম্পিউটারের মনিটর থেকে লাফালাফি ছাড়া ছবি নিতে হলে শাটার স্পিড কমিয়ে নিতে হবে।

F for Focus

স্বাভাবিক ছবি তোলার জন্য ক্যামেরার লেন্স আগুপিছু করে বিষয়বস্তুটিকে ঠিক মতো Focus করতে হবে। ঠিক মতো Focus করা না হলে ছবি অস্পষ্ট বা ঝাপসা হবে, কখনো কখনো ছবির ওপর হালকা একটি আবরণ রয়েছে বলে মনে হয়। একবার ছবি তোলা হয়ে গেলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রং পরিবর্তন থেকে শুরু করে আলোর মাত্রা বাড়ানো সবকিছুই করা সম্ভব কিন্তু Focus ঠিক করা সম্ভব নয়। ঠিক মতো Focus করার জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিই সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচিত।

সাক্ষাতকার, ভক্সপপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্রুত এবং সহজ পদ্ধতি হলো, ম্যানুয়াল ফোকাস সিলেক্ট করে ফ্রেম করা তারপর টিল্ট ডাউন করে সাক্ষাতকারদাতার বুকের দিকে তাক করে অটো বাটনটি তিন সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখা। এতে ব্যাকগ্রাউন্ড ফোকাস সম্ভাবনা কমে যায়। তারপর ফ্রেমে চলে এসে সাক্ষাতকার নেওয়া।

সবসময় ফোকাস ঠিক রাখার এক মিটার দূরের কোনো ছোট জিনিস তাক করে ম্যানুয়াল ফোকাস সিলেক্ট করে তিন সেকেন্ডের জন্য অটো ধরে রাখলে, আলোর মাত্রার হেরফের

www.pathagar.com

না হলে আধা মিটার থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত ফোকাস পাওয়া যাবে। তবে জুম করা যাবে না।

F for Framing

ভালো ফ্রেম করাই একজন ক্যামেরাপারসনের কৃতিত্ব, বিশেষ করে খবরের ছবির ক্ষেত্রে দ্রুত, সময়মতো সুন্দর ফ্রেমে প্রয়োজনীয় শট তোলা। প্রতিবেদনের জন্য সুন্দর ছবির জন্য আগেই ঘটনার প্রকৃতি, কি কি শট দরকার ইত্যাদি বিষয়ে তার সাথে শলাপরামর্শ করে ক্যামেরাপারসনকে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে দিন। টেলিভিশন সংবাদে একটি প্রতিবেদন প্রধানত প্রতিবেদক ও ক্যামেরাপারসনের কৃতিত্ব।

টাইম কোড (Time Code or TC)

ডিজিটাল ক্যামেরা বা ENG ক্যামেরায় ভিডিও টেপ-এ ছবি ধারণ করা হয়। এসব টেপ কমপক্ষে ৩০ মিনিট, সর্বোচ্চ ৩ ঘন্টা পর্যন্ত ছবি ধারণ করতে পারে। কোনো কাজে এসব টেপ থেকে ছবি নিতে হলে যাতে পুরো টেপ দেখতে না হয় তার জন্য রয়েছে Time Code সংক্ষেপে TC। ডিজিটাল ক্যামেরা ছবি তোলার সময় টেপের শুরু থেকে এই TC তৈরি করতে থাকে। ভিডিও রেকর্ডারেও এ TC তৈরি হয়। আট অংকের হয় TC। ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড ও ফ্রেমের দুটো করে আটটি ডিজিট।

ক্যামেরার বাম দিকের এলসিডি মনিটরে মাইক্রোফোনের শব্দের মাত্রা উঠা নামা ছাড়াও TC দেখা যায়। আপনার প্রয়োজনীয় ছবিগুলোর TC মনে রাখার বা টুকে রাখার চেষ্টা করুন, বিশেষ করে সাক্ষাতকারের উল্লেখযোগ্য অংশটির TC। দ্রুত ছবি সম্পাদনা বা এডিটিং-এর সময় তা কাজে দেবে।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার

টেলিভিশনের খবরে দুই ধরনের সাক্ষাতকার ব্যবহার করা হয়। প্রতিবেদনের প্রয়োজনে এবং স্টুডিও আলোচনা। বিশেষ কোনো ঘটনা ছাড়া সাধারণত স্টুডিওতে আলোচনা করা হয় না। তাই আমরা প্রতিবেদনের দরকারে নেওয়া সাক্ষাতকার প্রসঙ্গেই আলোচনা করবো।

ঘটনা বা প্রতিবেদনের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তার সাক্ষাতকার বা বক্তব্যের সুনির্বাচিত অংশ (সাউন্ডবাইট/সিংক)। একে টকিং হেড-ও বলা হয়।

সাক্ষাতকার নেওয়ার উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি। প্রথমত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু বা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য নেওয়া। ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত দু'জনের বক্তব্যই নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ, অভিমত, উপদেশ নেওয়া।

প্রস্তুতি

ক. সাক্ষাতকারের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করুন। প্রতিবেদনের গবেষণা পর্যায়ে হয়তো সাধারণ ধারণার জন্য কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু প্রতিবেদনের প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এমন কাউকে দরকার হতে পারে। ওই সঠিক লোকটিকে ধরার জন্য হাতের কাছের সব সূত্র কাজে লাগান। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিরেক্টরি, সহকর্মী, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, ইন্টারনেট যে কোনোটিই কাজে লাগতে পারে।

খ. সাক্ষাতকার নেওয়ার আগে গবেষণা করুন। প্রতিবেদনের বিষয় এবং সাক্ষাতকারদাতা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জেনে নেওয়া জরুরি। গবেষণা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। গবেষণা থেকে পাওয়া ধারণাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আপনি প্রচুর জানেন তার মানে এই নয় যে আপনি সবকিছুই জিজ্ঞেস করবেন। সত্যি বলতে কি, গবেষণা করার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনটা প্রাসঙ্গিক আর কোনটা নয় তা বের করা। অনেকে আছেন সাক্ষাতকার নিতে নিতে গবেষণার কাজটি শেষ করার

www.pathagar.com

চেষ্টা করেন। এর ফলে ফুটেজের অপচয়তো হয়ই পাশাপাশি সাক্ষাতকারদাতাকে তার দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তাই সাক্ষাতকার নেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার কি দরকার, কতটুকু দরকার। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর অজানা অংশগুলো সম্পর্কে জানেন বলে ভান করবেন না। আপনি সবকিছু জানেন না বলেই সাক্ষাতকার নিতে হচ্ছে। সবকিছু জানি এমন ভাব করলে, সাক্ষাতকারদাতার কাছ থেকে আপনি সত্যিই জানেন না এমন সব তথ্য নাও পেতে পারেন।

গ. আপনার প্রশ্ন তৈরি করুন। প্রশ্ন দু'ধরণের হয়। ওপেন এন্ডেড এবং ক্লোজ এন্ডেড। ক্লোজ এন্ডেড প্রশ্ন হলো যার উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' বললেই চুকে যায়। আর যে প্রশ্নের উত্তরে নিদেন পক্ষে একটি বাক্য বলতে হবে তাকেই ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন বলে। প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া 'হ্যাঁ' বা 'না' আপনার প্রতিবেদনে কোনো কাজেই আসবে না। তাই প্রশ্ন করতে হবে ওপেন এন্ডেড। কেন, কিভাবে কিংবা কি দিয়ে শুরু হওয়া প্রশ্ন করলেই কেবল আপনার বাঞ্ছিত বক্তব্যটি পেতে পারেন। অনেকে আবার উত্তরে কি চাইছেন তা সাক্ষারদাতাকে বর্ণনা করেন, এতে সাক্ষাতকারদাতার বক্তব্য সাবলীল হয় না।

এর বাইরেও প্রশ্নের কিছু ধরন আছে। সরাসরি উত্তর দিতে রাজি নন এমন সাক্ষাতকারদাতাকে কোণঠাসা করতে leading question ব্যবহার করা যেতে পারে। Leading question সাক্ষাতকারদাতাকে উত্তরে কাঙ্খিত বক্তব্যের দিকে ধাবিত করে। যেমন ধরুন, আপনি কি মনে করেন এটা দলের মধ্যে কোন্দল তৈরি হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়?

তাছাড়া অনাকাঙ্খিত ঘটনা সামাল দেওয়ার বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির চিন্তাভাবনা বা সামর্থ্য সম্পর্কে জানার জন্য Hypothetical Question করা যেতে পারে। যেমন, আবার এমন বহুতল ভবনে আগুন লাগলে পরিস্থিতি সামাল দিতে আপনারা কতটুকু প্রস্তুত?

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের জন্য Probing Question খুবই কার্যকর। যেমন, শিশুদের সাহায্য করা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন যখন আপনি এতো কম মজুরিতে তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন?

প্ররোচণামূলক প্রশ্ন (Prompting question) হচ্ছে সহানুভূতিপূর্ণ যা সাক্ষাতকারদাতাকে আপনার চাহিদার কাছাকাছি একটা উত্তর প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। যেমন, আপনি সেখানে হাজির হলেন কিভাবে একটু বলবেন? কতোক্ষণ লেগেছিলো?

সঠিক সময়ে সঠিক ধরনের প্রশ্ন অনেক বেশী তথ্য পেতে সাহায্য করে এবং সাক্ষাতকারদাতাকে নিরুদ্বিগ্ন করে। সাক্ষাতকার গঠনমূলক আদানপ্রদানে পরিণত হয়-

www.pathagar.com

প্রশ্নকর্তা পরিস্থিতির উপর বেশী নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন। যত্নসহকারে প্রশ্ন তৈরি করতে পারলে সাক্ষাতকারদাতার উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না।

প্রশ্নের একটি তালিকা থাকলে তা আপনার খুবই কাজে লাগবে, তারপরও কিছু প্রশ্ন মাথায় রাখুন, কয়েকটি প্রশ্ন আউড়ে মহড়া দিয়ে নিলে কাজে লাগতে পারে। কিছু প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা কি প্রশ্ন হতে পারে ভেবে রাখুন। কি কি বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন তার একটি চেকলিস্ট থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। সাক্ষাতকারের সময় চেকলিস্ট কঠোরভাবে অনুসরণ করার দরকার নেই, কিছু বাদ পড়লো কিনা দেখে নিতে মাঝে মধ্যে চোখ বুলিয়ে নেবেন।

ঘ. সাক্ষাতকার নেওয়ার আগেই রিপোর্টটি যদ্দুর সম্ভব লিখে নিন। এতে সাক্ষাতকার থেকে কি কি বিষয় লাগবে সে অনুসারে প্রশ্ন পেয়ে যাবেন। সাক্ষাতকারের পর লিখতে বসলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাদ পড়তে পারে।

ঙ. বিকল্প সাক্ষাতকারদাতার কথা চিন্তা করে রাখুন। আপনার ঠিক করা সাক্ষাতকারদাতা হঠাৎ করে কথা বলতে অস্বীকার করতে বা কোনো জরুরি অনাকাঙ্খিত কাজে আটকে যেতে পারেন। বিকল্প সাক্ষাতকারদাতা ঠিক করে, প্রাথমিক আলাপ করে রাখুন।

সাক্ষাতকারদাতার সঙ্গে বোঝাপড়া

ক. সাক্ষাতকারের জায়গা নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে সাক্ষাতকারদাতা স্বস্তি বোধ করেন এমন জায়গায় সাক্ষাতকার নিন। কর্মক্ষেত্র, বাসা, স্কুল, অবসর কাটানোর জায়গা- যে কোনোখানে। সম্ভব হলে একটু বেশী সময় দিন, সাক্ষাতদাতার জন্য সুবিধাজনক সময়ে সাক্ষাতকার নিন।

খ. সততা। সাক্ষাতকার ঠিক করার সময় এবং সাক্ষাতকার নেবার সময় আবার আপনার প্রতিবেদনের বিষয় খুলে বলুন। তার মানে এই নয়, শুরুতেই কঠিন প্রশ্ন করবেন। এতে সাক্ষাতকার দিতে রাজি না হলে বা আমতা আমতা করলে বুঝিয়ে বলুন, প্রতিবেদনে তার বক্তব্য তার জন্য এবং প্রতিবেদনটির জন্য কেন জরুরি। তখন আপনার কঠিন প্রশ্ন তার কাছে মাথায় বাড়ি পড়লো বলে মনে হবে না।

গ. অনুযোগ। সাক্ষাতকারদাতা আগের কোনো প্রতিবেদনের ব্যাপারে অনুযোগ করতে পারেন। তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এর সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে আপনি বাধ্য– তা মনে করবেন না। যদি তা মনে হয়, তাহলে ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বা যুক্তি দিয়ে এর উত্তর দেবেন না। আপনি দায়ী বা দুঃখিত না হলে ক্ষমা চাইতে যাবেন না। এ সব অনুযোগ মোকাবেলা করার সবচেয়ে ভালো উপায় মন দিয়ে শোনা, স্বীকার করা এবং সম্ভব হলে

www.pathagar.com

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেওয়া।

ঘ. ব্যক্তিগত যোগসূত্র। সাক্ষাতকারদাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো যোগসূত্র স্থাপন করা যায় কিনা চেষ্টা করুন। ধরুন, তার টেবিলে রাখা ছবির বালকটির বয়সী আপনার একটি ছেলে আছে, জিজ্ঞেস করুন কোন স্কুলে পড়ে। কিংবা দেয়ালে ঝোলানো সার্টিফিকেট বলে দিচ্ছে আপনিও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আপনি চিনতেন এমন অধ্যাপকদের নিয়ে খানিক আড্ডা দিন। তবে কোনো ভুয়া ইস্যুতে যোগসূত্র স্থাপনের দরকার নেই।

ঙ. নিয়ন্ত্রণ। সাক্ষাতকার দিতে অভ্যস্ত না হলে সাক্ষাতকারদাতা ক্যামেরা, নোটবুক-এসবকে ভয় পেতে পারেন। সাক্ষাতকারের শুরুতে এবং শেষের দিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ তার হাতে দিন। আপনিই তাকে প্রশ্ন করবেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিন। আমরা যেভাবে লিখি বা চাই লোকজন সেভাবে কথা বলে না। তাকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় দিন। সাক্ষাতকার শেষ করার আগে তার আরো কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞেস করে নিন। আপনি যদি তার হাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি উত্তর দিতে বেশী স্বস্তিবোধ করবেন।

চ. যথাযথ সম্মান দিন। এমন আচরণ করুন যেন সাক্ষাতকারদাতার মনে হয় প্রতিবেদনের বিষয়ে কথা বলার অধিকার একমাত্র তারই আছে।

প্রশ্নমালা

ক. এমন একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন যাতে সাক্ষাতকারদাতা উত্তর দিতে স্বস্তি পান। 'বিষয়টা সম্পর্কে একটু বলুন', 'তখন আসলে অবস্থাটা কি ছিলো?' এ ধরনের প্রশ্নে সাক্ষাতকারদাতা হয়তো এমন কিছু বলে দিতে পারেন, যা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করার জন্য আপনার জানা ছিলো না। এ ধরনের সাধারণ প্রশ্নে সাক্ষাতকারদাতা পুরো ব্যাপারটি তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে অনুভব করতে পারেন।

খ. তারপর প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন করে সাক্ষাতকারটি এগিয়ে নিয়ে যান। 'ও আচ্ছা!' 'তাই নাকি?' 'তারপর কি হলো?' 'আপনি কি করলেন?'

গ. সাধারণ প্রশ্ন থেকে আপনার দরকারি তথ্যটুকু না পেলে এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন। 'কতো খরচ হলো তাতে?' 'আপনি কেন তা করতে গেলেন?'

ঘ. প্রশ্ন করুন সংক্ষেপে। সাধারণ কথাবার্তার মতো প্রশ্ন করুন। জেরা করবেন না। 'হ্যাঁ', 'না' বলে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন করবেন না।

ঙ. দরকারি কাগজপত্র চেয়ে নিন। সাবধান, তা যেন চ্যালেঞ্জ করার মতো না শোনায় (যদি আপনি আসলেই চ্যালেঞ্জ করছেন না)। কৌতুহল দেখানোর মতো করে চান।

www.pathagar.com

চ. শেষ প্রশ্নটির আগের প্রশ্নটি করার সময় 'এটি আমার শেষ প্রশ্ন' বলে শুরু করুন। এতে সাক্ষাতকারদাতা কিছুটা হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পাবেন। তারপর শেষ প্রশ্নেই হয়তো আপনার কাঙ্খিত কথাটি বলে দেবেন।

ছ. আরো একটি সাধারণ প্রশ্ন করে সাক্ষাতকার শেষ করুন। 'কিছু কি বাদ পড়লো?' 'বিষয়টা নিয়ে আর কার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

শোনা

ক. ভালো বোঝাপড়ার জন্য মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। সফল সাক্ষাতকারের জন্য তা কখনো কখনো প্রশ্নের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আপনি যখন কথা বলছেন তখন আপনি কোনো তথ্য পাচ্ছেন না। কেবল বোঝাপড়া তৈরি এবং সাক্ষাতকারটি চালিয়ে নেওয়ার জন্য যখন দরকার তখনই আপনি কথা বলবেন। আপনার কথার বদলে তার কথা শুনে তার উপর ছাপ ফেলার চেষ্টা করুন।

খ. দীর্ঘ অস্বাভাবিক বিরতিতে কথা বলা দরকার বলে মনে করবেন না। এটা একটি স্বাভাবিক চাহিদা এবং সাক্ষাতকারদাতাও তাই মনে করবেন। এই বিরতিই হয়তো কাঙ্খিত উত্তরটি বের করে আনবে যা আপনার প্রশ্ন পারেনি। আপনি সুচিন্তিত উত্তর চান, তাকে চিন্তা করার সময় দিন। এই ফাঁকে নোট বুকটি এক ঝলক দেখে নিন, সাক্ষাতকারের জায়গাটি সম্পর্কে একটু নোটও নিতে পারেন। শুধু মুখ বন্ধ রেখে শুনে যান।

ঘ. মনোযোগ দিয়ে সাক্ষাতকারদাতার কথা শুনতে থাকুন, অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়েও যেতে পারেন।

আরো যা কিছু দরকার

সাক্ষাতকারদাতাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলুন, তার চোখে চোখ রেখে কথা শুনুন এবং প্রশ্ন করুন। লোকজনের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে ক্যামেরায় কথা বলা, আগেভাগেই বলে রাখুন আপনার সঙ্গে কথা বলতে। তার কথা আপনার প্রতিবেদনের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছুবে। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে কথা বলছেন না, বলছেন আপনার সঙ্গে। ক্যামেরাপারসন একটি সুন্দর Frame করে তার কথা ধারণ করবেন।

ফ্রেমিং

আপনি যদি একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্যামেরাপারসন নিয়ে কাজ করেন তাহলে তাকে পছন্দমতো পটভূমি বেছে নিয়ে করার সুযোগ দিন। এতে তিনিও কাজটির সঙ্গে একাত্ম

www.pathagar.com

বোধ করবেন এবং আপনি ভালো ফলাফল পাবেন। কিন্তু আপনাকে মাঝে মধ্যেই ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে ফ্রেমটা দেখে নিতে হবে। আর তা করতে হবে খুবই ভদ্রভাবে। কেননা কোনো ক্যামেরাপারসনই এটা পছন্দ করেন না।

লুকিং স্পেস

প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় সাক্ষাতকারদাতা প্রতিবেদকের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। যদি তিনি প্রতিবেদকের দিকে তাকানোর জন্য ডানে ঘুরেন তাহলে তাকে ফ্রেমের বামদিকে রাখতে হবে। আর উল্টোটি হলে ডানদিকে। আদর্শ হচ্ছে সাক্ষাতকারদাতা ছবির হরাইজনটালি দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকবেন। বাকী এক তৃতীয়াংশকে বলে লুকিং স্পেস। সাক্ষাতকারদাতা যেদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন সেদিকে লুকিং স্পেস রাখতে হবে।

যথেষ্ট লুকিং স্পেস রাখা হয়েছে

যথাযথ লুকিং স্পেস রাখা হয়নি

পটভূমি

এমন একটি পটভূমি বেছে নিন যা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খায়। যদি কম্পিউটার বিষয়ক কিছু নিয়ে কারো সাক্ষাতকার নেওয়া হয়, পটভূমিতে তার একটি রেখে দিন। থিয়েটার হতে পারে একজন অভিনেতার সাক্ষাতকার নেওয়ার উত্তম জায়গা, আদর্শ হয় গ্রিনরুম। যদি কাউকে জব্দ করার বিষয় থাকে তাহলে তাকে এমন একটি পটভূমিতে রাখুন যেখানে তিনি অভ্যস্ত নন। পদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে খাস কামরায় তার চেয়ারে বসা অবস্থার চেয়ে পাশের সোফায় কিংবা অন্য কোনো জায়গায় সাক্ষাতকার নেওয়ার চেষ্টা করুন।

www.pathagar.com

শট

প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাতকারে ক্লোজ আপ ব্যবহার করাই রীতি। এই ধরনের ফ্রেম সাক্ষাতকারদাতার মুখের বৈশিষ্ট্য এবং অভিব্যক্তি তুলে ধরে। পাশাপাশি এস্টনের জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। সাক্ষাতকারদাতা যদি বেশী আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েন, ধরুন কেঁদে দিলে বিগ ক্লোজ আপ বা এক্সট্রিম ক্লোজ আপ নেওয়া কোনো দোষের নয়।

অন্য পক্ষের জন্য ফ্রেমিং

যখন আপনার প্রতিবেদনে দুটি পক্ষ রয়েছে, তখন দুই সাক্ষাতকারদাতাকে ফ্রেমের দুই দিকে রাখুন। যেন বিষয়টি নিয়ে তারা মুখোমুখি বাহাস করছেন।

সেট আপ শট

প্রতিবেদনে সাক্ষাতকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ব্যবহারের আগে সম্ভব হলে সাক্ষাতকারদাতাকে পরিচিত করে নেওয়াই রেওয়াজ। পরিচিতিমূলক কয়েকটি শট দিয়ে তা করা হয়, যাকে বলা হয় সেট আপ শট (Set up shots)। এরজন্য সাক্ষাতকারদাতা কাজ করছেন অথবা প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছেন এমন কয়েকটি শট নেওয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই নিতে হবে। তা পরে ব্যবহার করা হোক বা না হোক।

কাট এওয়ে/ইনসার্ট

সাক্ষাতকারের যে কথাগুলো ব্যবহার করা হবে তা সাক্ষাতকারদাতা একবারে নাও বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি জায়গা থেকে কথা কেটে কেটে জোড়া দিতে হতে পারে। এসব জোড়া লুকানোর জন্য কাট এওয়ে (Cut aways) বা ইনসার্ট (Insert) অবশ্যই নিতে হবে। সাক্ষাতকারের সময় ফ্রেমে ছিলো এমন কোনো বস্তুর Close Up হচ্ছে আদর্শ Insert।

ওভার দ্য সৌল্ডার শট

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওভার দ্য সৌল্ডার শট (Over the Shoulder Shot) নিতে হয়। প্রতিবেদকই সাক্ষাতকারটা নিয়েছেন দেখানোর জন্য। সাক্ষাতকারদাতার পেছন থেকে তার মুখের খানিকটা অংশ কাঁধের ওপর দিয়ে প্রতিবেদককে দেখা যাচ্ছে- এমন শট।

www.pathagar.com

নড্ডি

কাট এওয়ের বিকল্প হিসেবে প্রতিবেদকের মাথা ঝাঁকানো বা নড্ডি (Noddy) ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সাক্ষাতকারদাতার কথার সঙ্গে সাধারণভাবে একমত হওয়া যায়না এমন ক্ষেত্রে তা না ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদক নিজেই সাক্ষাতকার নিয়েছেন তা দেখানোর জন্যও এ ধরনের শট ব্যবহার করা যেতে পারে। এধরণের শট সাধারণত সাক্ষাতকার শেষে ধারণ করা হয়।

আই লাইন

সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় একই সমতলে বসার চেষ্টা করুন যাতে সাক্ষাতকারদাতা ও আপনার চোখ একই সমতলে থাকে। এতে ছবিতে আই লাইন (Eye line) ঠিক থাকে।

আলো

সংবাদ প্রতিবেদনের ছবি তোলার জন্য একজন প্রতিবেদকের হাতে সবচে ভালো আলোর ব্যবস্থা থাকে না। বহনযোগ্য যেসব লাইটিং ব্যবস্থা আছে সেগুলো ভালো ফলাফল দেয় না। তবে সাক্ষাতকারের জন্য একটি কি লাইট এবং একটি ব্যাকলাইটের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে চেষ্টা থাকতে হবে। কি লাইট হচ্ছে আলোর মূল উৎস যা সাক্ষাতকারদাতার মুখমণ্ডলকে স্পষ্ট করে তুলবে। আর ব্যাকলাইট হলো সাক্ষাতকারদাতাকে পেছনের পটভূমি থেকে আলাদা করে তুলবে এমন আলোর উৎস। ঘরের ভেতরের বাতিগুলোর জ্বালিয়ে নিভিয়ে বা বসার জায়গা এদিক ওদিক করে আলোর বিষয়টি ঠিক করা যেতে পারে। এছাড়া, ক্যামেরার সঙ্গে থাকা ছোট স্পট লাইট কি লাইট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাক্ষাতকারদাতার নাম, পদবী

এস্টনে ব্যবহারের জন্য সাক্ষাতকারদাতার নামের বানান, পদবি তার কাছ থেকে মনে করে আবার জেনে নিন।

আরো দুটো বিষয়

আহত ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষাতকার

দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহতের আপনজনদের সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। কথা বলতে অপারগ হলে তাদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া কেউ হলে, কোনো স্মৃতিচারণে উদ্বুদ্ধ করে তার কান্না বের

www.pathagar.com

করে আনার চেষ্টা করুন। এসব ক্ষেত্রে তাদের আরো আহত করে এমন কোনো প্রশ্ন করতে যাবেন না। জেরা তো নয়ই। কখনো কখনো তাদের বক্তব্যের চাইতে বিলাপ আপনার প্রতিবেদনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

Door Steping

কখনো প্রয়োজন হলে, আরেক ধরনের সাক্ষাতকার কৌশল ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় Door Steping। কোনো ঘটনায় অভিযুক্ত, অপরাধের সাথে জড়িত কিংবা তারকা, সহজে যাদের Appointment পাওয়া যায় না বা সহজে ধরা যায় না, তাদের বক্তব্য নেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের বাসার দরজায় অপেক্ষা করে বাইরে বের হওয়া বা ফেরার সময় ধরে বক্তব্য নেওয়াই Door Steping। কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বৈঠক থেকে বের হয়ে আসার সময় দরজার সামনে গতিরোধ করে বক্তব্য নিতে হয়। একান্ত বাধ্য না হলে Door Steping কৌশল ব্যবহার না করাই রেওয়াজ।

করুন

আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করুন। (যথাযথ গবেষণা করে থাকলে এতে আপনার ঘাটতি থাকার কথা নয়)।

লম্বা উত্তর দিতে শুরু করলে সাক্ষাতকারদাতাকে বলুন এটা কোনো কাজে আসবে না, সুনির্দিষ্ট উত্তর চাই আপনার।

খুবই সংক্ষেপে উত্তর দিতে শুরু করলে সাক্ষাতকারদাতাকে বলুন একটু বিস্তারিত বলতে।

পুরো মনোযোগ দিয়ে উত্তর শুনুন। আপনার দরকারি কথাটুকু পেয়েছেন কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে এমন উত্তর দিয়ে সাক্ষাতকারদাতা আপনার সাক্ষাতকারটিকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারেন- যা আপনার প্রতিবেদনের কোনো কাজে আসবে না। এমন পরিস্থিতিতে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। সতর্ক হয়ে নিজের প্রশ্নমালায় নিবদ্ধ থেকে আপনি এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন।

আপনার যদি মনে হয় সাক্ষাতকারদাতা আপনার প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন- সেক্ষেত্রে সাক্ষাতকার চাওয়ার সময় ক্যামেরা অন রেখে কথা বলুন এবং তার 'না' ধারণ করে নিন।

সাক্ষাতকারদাতা আগেভাগে প্রশ্নমালা চাইলে তা দেওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। যদি বিষয়বস্তু বিতর্কিত কিছু না হয়। সাক্ষাতকারদাতাকে যদি আপনি জব্দ করতে চান বা

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তি আদায় করতে চান সেক্ষেত্রে একটি দ্ব্যর্থক প্রশ্নমালা দিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করুন।

করবেন না

হুম, আহা ইত্যাদি শব্দ করা থেকে বিরত থাকুন।

কোনো কোনো সাক্ষাতকারদাতার বাতিক (এবং ক্ষমতা আছে) আছে আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তোলার। রিলাক্স। ত্রস্ত হবেন না।

উত্তর শুনে 'জ্বি' বা 'হুঁ-হ্যাঁ' করবেন না। বড়জোর মাথা নাড়তে পারেন।

বিরক্তিকরভাবে কথাবার্তা বলে এমন লোকজনের সাক্ষাতকার না নেওয়াই ভালো।

সাক্ষাতকারে পুনরুক্তি ব্যবহার করবেন না।

প্রতিবেদনে সাক্ষাতকারের অংশ ব্যবহারের সময় আপনার প্রশ্ন রাখবেন না।

ভক্সপপ

সাধারণ মানুষের কথা বা বক্তব্য, ইংরেজিতে বলে Vox Pop, এটি ল্যাটিন শব্দ Vox Populi-র সংক্ষিপ্ত রূপ- যার মানে voice of the people বা জনগণের কথা। অনেক প্রতিবেদনে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দরকার হয়। সবচে ভালো হয় রাস্তাঘাটে তাদের সাক্ষাতকার নিলে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোথায় তার কথা শেষ করবে তা আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না। যথাযথ বাইট পাওয়ার জন্য একই প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে বেশ ক'জনের কথা নিয়ে আসতে হবে। এ ধরণের সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় ক্যামেরাপারসনের সঙ্গে প্রতিবেদকের খুবই ভালো বোঝাপড়া থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন-

কার সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক করে ক্যামেরাপারসনকে জানান।

ক্যামেরা অন অবস্থায় তাকে এপ্রোচ করুন।

সরাসরি প্রশ্ন করুন। আপনার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই।

বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি-পেশার লোকজনের বক্তব্য নিন।

একেক পটভূমিতে একেকজনের সঙ্গে কথা বলুন।

চ্যানেলের লগো না থাকলে ফ্রেমের মধ্যে মাইক্রোফোন না দেখা যাওয়াই ভালো।

www.pathagar.com

সংবাদ লেখা

সংবাদ মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ওপর তৈরি প্রতিবেদনকে স্টোরি বা গল্প বলে ডাকা হয়। টেলিভিশনে ঘটনা বা ওই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলমান ছবি (Video) এবং তথ্য, বর্ণনা ও জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার ইত্যাদি দিয়ে আমরা ওই গল্পটি বলে থাকি। এতে চলমান ছবি ও সাক্ষাতকারের সঙ্গে প্রতিবেদক অথবা উপস্থাপকের ধারাবর্ণনা থাকে। এই ধারাবর্ণনাটি প্রধানত লিখতে হয় প্রতিবেদক কিংবা নিউজরুম এডিটরকে- এবং বার্তাকক্ষের দায়িত্বশীল কর্তারা তা অনুমোদন করলে তবেই বাকী কাজ। একে আমরা স্ক্রিপ্ট বলে থাকি।

এই স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য দুটি দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি-

ক. ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট কি ছবি আছে এবং সাক্ষাতকারে কি বলা হয়েছে। কেননা চলমান ছবি নিজেই গল্পের অনেকটা বলে দেয়। ফলে একই তথ্য এবং বক্তব্য একাধিকবার বলা হয়, যা সময়ের অপচয়। বিশেষ করে সাক্ষাতকারে বলা কথার পুনঃপুন উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়।

খ. টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখার নিজস্ব স্টাইল মেনে চলা। কেননা যে স্ক্রিপ্টটি লেখা হচ্ছে তা আসলে পড়া হবে- শেষ পর্যন্ত দর্শক তা শুনবেন। আমরা প্রথমে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

লেখা না বলা?

টেলিভিশন সংবাদে মূলত চলমান ছবির সঙ্গে ঘটনা বা বিষয়ের অন্যান্য তথ্য ও বর্ণনা দর্শককে জানানো হয়। দর্শক যেহেতু চলমান ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শুনে ঘটনাটি অবধারণ করেন- সেহেতু বলা হয়ে থাকে এর স্ক্রিপ্ট হবে কথা বলার ঢঙে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করি, কথা বলার সময় আমরা ব্যাকরণ হুবহু অনুসরণ করি না। তাহলে টেলিভিশনের স্ক্রিপ্টে কি ব্যাকরণের কোনো বালাই নেই! না, ইংরেজি ভাষায় টেলিভিশনের জন্য স্টাইল তৈরি করেছেন যেসব সাংবাদিক তারা ব্যাকরণ কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। কারণ, আপনার এই স্ক্রিপ্ট দর্শক শুনবে-

www.pathagar.com

তার আগে সম্পাদক এবং সংবাদ উপস্থাপক তা পড়বেন। আর আপনার লেখায় আপনি যা বলতে চান অন্যজন যেন তা-ই বুঝে তার জন্যই ব্যাকরণ মানা, যতি চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা এবং সঠিক বানান লেখা জরুরি। আবার, আপনার ওই স্ক্রিপ্ট শুনে যেন দর্শক সহজেই ঘটনাটা বা গল্পটা বুঝতে পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

কথা বলার ঢঙে লেখার প্রধান কৌশল হলো শোনা। সাধারণ মানুষ একটি নির্দিষ্ট ঢঙে কথা বলে, কারণ তারা একে অপরের কথা শুনে- বলা চলে তারা শুনেও থাকে একটি নির্দিষ্ট ঢঙে। নিত্যদিনের কথোপকথনের বুনট এবং ছন্দ ধরতে পারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার মোক্ষম কৌশল। ভালো লেখা মানুষ যেভাবে শুনতে চায় সেভাবেই 'কথা বলে'। তাই টেলিভিশনের সংবাদ লেখার সঙ্গে জড়িত প্রতিবেদক, সম্পাদক এবং প্রযোজক- সবার জন্যই মানুষ কিভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করে তা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সংবাদপত্রের ভাষা আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে- কেননা সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিনিময় হয় আমাদের। তাছাড়া আমরা লিখতে শুরু করি আরেকজন পড়বে বলে। ফলে টেলিভিশনের জন্য সংবাদ লেখার সময় তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা তা অনেক সময় এড়াতে পারি না, গভীরভাবে খেয়াল না করলে মনেই হয়না যে, ঘরে কথা বলার সময় আমরা ওইসব শব্দ আদৌ ব্যবহার করি না। এর মোক্ষম উদাহরণ হতে পারে 'দ্রব্যমূল্য'। এ নিয়ে সরকারের শীর্ষপর্যায় থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু কথা বলার সময় আমরা কি দ্রব্যমূল্য বলি? এমন অনেকগুলো শব্দ এবং শব্দবন্ধের তালিকা পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে। আমাদের কথোপকথনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার সহজাত হয়ে পড়েছে। অনেক ইংরেজি শব্দ আছে যেগুলো বিকল্পের অভাবে বাংলা হয়ে গেছে, যেমন- পুলিশ, কম্পিউটার। আবার অনেক শব্দের বিকল্প থাকলেও কম ব্যবহার হয় বা প্রায় হয়না বললেই চলে, যেমন- সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড। বিকল্প রয়েছে এমন শব্দের ক্ষেত্রে সেগুলোর বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের একটি ভূমিকা রয়েছে।

টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্ট এবং চলমান ছবি মিলে দর্শককে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। ছবি যেমন ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তুলে ধরে তেমনই ধারাবর্ণনা তাকে ঘটনাটি বুঝতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে একটি তথ্য পাওয়ার পর পরই দর্শকের মনে আরেকটি প্রশ্ন জন্ম নেয়। যেভাবে দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় কথার পীঠে কথা বলে কিংবা প্রশ্ন তুলে অথবা হুম হ্যাঁ ইত্যাদি শব্দ করে কথককে ফিডব্যক দেয়। এ কারণেই টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্ট হবে কথোপকথনের কাঠামো অনুসরণ করে। কেমন হতে পারে সে কাঠামোটি- দেখা যাক।

www.pathagar.com

উদাহরণ হিসেবে- খবরের কাগজ থেকে উদ্ধৃত করা যাক।

শেয়ারবাজারের চলমান অস্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং অর্থমন্ত্রীর নিজের কিছু ভুল ছিল।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত নিজেই গতকাল শুক্রবার এ কথা সাংবাদিকদের বলেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী বেভারলি জে ওড়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

এসময় শেয়ার বাজারে অস্থিরতার কারণ বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'নিয়ন্ত্রকদের নিশ্চয়ই ভুল আছে, আমারও নিশ্চয় ভুল হয়েছে। অনেক সময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা এখন শনাক্ত করার চেষ্টা করছি যে কোথায় কোথায় ভুল করলাম'। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সমালোচনা করে বলেন, 'প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তারা অনেক ফায়দা লুটেছে। কিন্তু এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে'।

শেয়ার বাজারের ওপর এখন আর কারো আস্থা নেই উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, 'আস্থা নেই বলেই পাঁচ মিনিটে ৩০০-৬০০ পয়েন্ট কমে যায়'। তিনি বলেন আস্থা ফিরিয়ে আনতে মূল্যসূচকের ওপর সার্কিট ব্রেকার বেঁধে দেওয়া, মার্জিন ঋণে পরিবর্তন এবং এসইসিতেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। কিন্তু আস্থা সৃষ্টি করা যায় নি। এখন প্রধান কাজ হবে আস্থা সৃষ্টি করা। এটা করতে পারলেই শেয়ারবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে'।

অর্থমন্ত্রী জানান, কাল রোববার লেনদেন বন্ধ থাকবে। তিনি এদিন সকালে এসইসি ও পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। শেয়ারবাজার সম্পর্কে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল ঠিক করার জন্যই এ বৈঠক করা হবে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি, ২০১১)

সংবাদের এই অংশটিকে আমরা কথোপকথনের ঢঙে সাজাই-

ক: শেয়ারবাজারের চলমান অস্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং অর্থমন্ত্রীর নিজের কিছু ভুল ছিল।

খ: তাই নাকি? কে বলছে এটা?

ক. অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত নিজেই গতকাল শুক্রবার এ কথা সাংবাদিকদের বলেছেন।

খ: আচ্ছা! আর কি বললেন তিনি?

ক. অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী বেভারলি জে ওড়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

খ. বুঝলাম, কিন্তু আর কি বললেন তিনি, সামনে কি হতে যাচ্ছে?

ক. এসময় শেয়ার বাজারে অস্থিরতার কারণ বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'নিয়ন্ত্রকদের নিশ্চয়ই ভুল আছে, আমারও নিশ্চয় ভুল হয়েছে। অনেক সময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত হয়নি।

খ. আরে বাবা একই কথাই তো বলছো, আর কি বলেছেন তিনি, কি করবেন এখন?

ক. তিনি বলেন, 'আমরা এখন শনাক্ত করার চেষ্টা করছি যে কোথায় কোথায় ভুল করলাম'।

খ. বেশ ভালো কথা, ভুল সংশোধন হবে কিভাবে?

www.pathagar.com

ক. তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সমালোচনা করে বলেন, 'প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তারা অনেক ফায়দা লুটেছে। কিন্তু এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে'।

খ. *সেটা তো সবাই বলছে, কিন্তু শেয়ারবাজারের ভবিষ্যৎ কি?*

ক. শেয়ার বাজারের ওপর এখন আর কারো আস্থা নেই উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, 'আস্থা নেই বলেই পাঁচ মিনিটে ৩০০-৬০০ পয়েন্ট কমে যায়'। তিনি বলেন আস্থা ফিরিয়ে আনতে মূল্যসূচকের ওপর সার্কিট ব্রেকার বেঁধে দেওয়া, মার্জিন ঋণে পরিবর্তন এবং এসইসিতেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। কিন্তু আস্থা সৃষ্টি করা যায় নি।

খ. *সেটাও তো জলের মতোই পরিষ্কার, কিন্তু অর্থমন্ত্রী এখন কি করবেন?*

ক. তিনি আরো বলেন, এখন প্রধান কাজ হবে আস্থা সৃষ্টি করা। এটা করতে পারলেই শেয়ারবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে'।

খ. *এতোক্ষণে একটু পরিষ্কার হলো, তো সেটা করবেন কিভাবে?*

ক. অর্থমন্ত্রী জানান, কাল রোববার লেনদেন বন্ধ থাকবে। তিনি এদিন সকালে এসইসি ও পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। শেয়ারবাজার সম্পর্কে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল ঠিক করার জন্যই এ বৈঠক করা হবে।

টেলিভিশন সংবাদের জন্য এ রিপোর্টটি কেমন হবে?

পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি ও সরকারের কিছু ভুল সিদ্ধান্তও দায়ী বলে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিকেলে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্যাকেজ শুরু: দেশের পুঁজিবাজার এখন আর কোনো ব্যাকরণ মানছে না। সবশেষ বৃহস্পতিবার লেনদেন শুরুর প্রথম ৫ মিনিটে সাধারণ সূচক পড়েছে ৬০০ পয়েন্ট।

হতবাক সাধারণ বিনিয়োগকারীরা হয়ে উঠেন সহিংস। পতন ঠেকাতে ঘন ঘন মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে লেনদেন।

শুক্রবার সফররত কানাডিয় মন্ত্রী বেভারলি ওড়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় অর্থমন্ত্রী পুঁজিবাজারের পতন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন।

অর্থমন্ত্রীর বাইট: 'নিয়ন্ত্রকদের নিশ্চয়ই ভুল আছে, আমারও নিশ্চয় ভুল হয়েছে। অনেক সময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা এখন শনাক্ত করার চেষ্টা করছি যে কোথায় কোথায় ভুল করলাম'।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট হওয়াই এ মুহূর্তে পুঁজিবাজারের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন,

অর্থমন্ত্রীর বাইট: 'যে দুষ্টচক্র পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করে ফায়দা লুটেছে তাদের অনুসন্ধানের কাজ চলছে'।

ছিয়ানব্বই সালে পুঁজিবাজারকে অস্থিতিশীর করা অসাধু চক্রকে শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাক্ষীর অভাবে তা সম্ভব হয়নি বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করতে আগামী রোববার এসইসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন অর্থমন্ত্রী।

www.pathagar.com

রিপোর্টটি কথোপকথনে সাজিয়ে দেখতে পারেন। প্যাকেজের অংশটি প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে শুরু হওয়ায় সেখানে কথোপকথনের ঢঙে ছেদ পড়বে। প্রতিবেদক সেখান থেকে কথা বলা শুরু করবেন বলে নতুন করে কথোপকথন শুরু হতে পারে। তা এড়াতে চাইলে, সংবাদপাঠকের দেওয়া সূত্রের রেশ ধরেই প্যাকেজ শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রিপোর্টটি এমন দাঁড়াবে-

পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি ও সরকারের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী বলে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিকেলে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্যাকেজ শুরু: সফররত কানাডিয় মন্ত্রী বেভারলি ওড়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় অর্থমন্ত্রী পুঁজিবাজারের পতন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন।

অর্থমন্ত্রীর বাইট: 'নিয়ন্ত্রকদের নিশ্চয়ই ভুল আছে, আমারও নিশ্চয় ভুল হয়েছে। অনেক সময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা এখন শনাক্ত করার চেষ্টা করছি যে কোথায় কোথায় ভুল করলাম'।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট হওয়াই এ মুহূর্তে পুঁজিবাজারের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন,

অর্থমন্ত্রীর বাইট: 'যে দুষ্টচক্র পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করে ফায়দা লুটেছে তাদের অনুসন্ধানের কাজ চলছে'।

ছিয়ানব্বই সালে পুঁজিবাজারকে অস্থিতিশীল করা অসাধু চক্রকে শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাক্ষীর অভাবে তা সম্ভব হয়নি বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করতে আগামী রোববার এসইসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন অর্থমন্ত্রী।

গেলো বছরের শেষ নাগাদ দেশের পুঁজিবাজারে শুরু হওয়া অস্থিরতা এখন চরমে পৌঁছেছে। কোনো ব্যাকরণ মানছে না বাজার। সবশেষ বৃহস্পতিবার লেনদেন শুরুর প্রথম ৫ মিনিটে সাধারণ সূচক পড়েছে ৬০০ পয়েন্ট। হতবাক সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সহিংস হয়ে উঠেন।

প্যাকেজের প্রথম উদাহরণটিতে রিপোর্টটি শুরু হবে পুঁজিবাজারে লেনদেন, সূচকের পতন ইত্যাদি দিয়ে। তারপর বিনিয়োগকারীদের বিক্ষোভের ছবি দেখা যাবে। তারপর আসবেন অর্থমন্ত্রী। আর দ্বিতীয়টি শুরুই হবে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কানাডীয় ওই মন্ত্রীর বৈঠকের ছবি দিয়ে। দৃশ্যগতভাবে প্রথম রিপোর্টটির শুরুটা বেশী আকষর্ণীয়- তাই এভাবেই শুরু করার কথা বিবেচনা করবেন রিপোর্টার।

www.pathagar.com

চলচ্ছবি, শব্দ এবং স্ক্রিপ্টের বুনন

টেলিভিশন সংবাদ চলমান ছবি নির্ভর। সবচে আগ্রহোদ্দীপক ঘটনাটির ছবি প্রায়শই পাওয়া যায় না। যেমন, দিনে দুপুরে ছিনতাই বা খুনের ঘটনা কিংবা দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। খবর পেয়ে টেলিভিশনের ক্যামেরা পৌঁছে যা পায় তা দিয়েই তৈরি করতে হয় প্রতিবেদন। অবশ্য সভা সমাবেশ, আগে থেকে নির্ধারিত বৈঠক ইত্যাদির কথা আলাদা। তাই, টেলিভিশন সংবাদের জন্য স্টোরি লেখার আগে ক্যামেরায় ধারণ করা চলমান ছবি দেখে নেওয়া উত্তম অনুশীলন।

কি কি ছবি আছে মাথায় রেখে স্ক্রিপ্ট লিখুন- আপনার কোন তথ্যের সঙ্গে কোন ছবিটা ব্যবহার করা হবে মিলিয়ে নিন। ধরা যাক আপনি কিভাবে ট্রেন দুটি মুখোমুখি হলো বর্ণনা করছেন- তখন হাসপাতালে আহতদের ছবি কিংবা নিহতদের মরদেহের সারির ছবি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে দুর্ঘটনার পর ট্রেনদুটির অবস্থার ছবি থাকবে- কিন্তু এ ছবি বর্ণনা করবেন না, অর্থাৎ- বলতে হবে না যে মুখোমুখি সংঘর্ষেও পর এভাবেই পড়ে ছিলো ট্রেনদুটি। ছবি বর্ণনা করবেন না। অনেক ক্ষেত্রে ছবিতে ঘটে চলা ঘটনার বর্ণনা দিতে দেখা যায়- এটা একই তথ্য দুইবার দেওয়ার নামান্তর। ছবি নিজেই কথা বলে, দর্শক জানতে চায় তথ্য। কখন, কেন, কিভাবে?

কোথায় গ্রাফিক্স ব্যবহার করবেন মাথায় রাখুন। স্টোরিতে আপনি যে তথ্য দিচ্ছেন গ্রাফিক্সে তারচে এক অক্ষর বেশী তথ্য থাকতে পারবে না। আপনার কণ্ঠে দেওয়া তথ্য এবং গ্রাফিক্সে থাকা তথ্যের ক্রম এক হবে- আগে পরে হতে পারবে না।

দরকার মতো কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক শব্দসহ ছবি চালানোর কথা ভেবে রাখুন। কখনো কখনো তা নৈঃশব্দও হতে পারে।

প্যাকেজ এবং ভয়েস ওভার বা OOV-এর স্ক্রিপ্ট

একটু আগেই আমরা খবরের কাগজের রিপোর্ট এবং একই ঘটনার টেলিভিশনের জন্য তৈরি প্যাকেজ প্রতিবেদন দেখেছি। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই যে, আগ্রহোদ্দীপক ছবি ব্যবহারের জন্য প্যাকেজ শুরু হয়েছে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে। এবার আমরা দেখি একই ঘটনাকে আমরা যদি ভয়েস ওভার বা OOV ফরমেটে রিপোর্ট করি তাহলে তার স্ক্রিপ্টটা কেমন হবে।

পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি ও সরকারের কিছু ভুল সিদ্ধান্তও দায়ী বলে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

(ছবি শুরু) বিকেলে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগকারীদের

www.pathagar.com

আস্থা ফিরিয়ে আনাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। জানান, ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করতে রোববার এসইসিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন, কোথায় ভুল হয়েছে তা শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন তারা। যে দুষ্টচক্র পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করে ফায়দা লুটেছে তাদের খুঁজে বের করার কাজ চলছে বলেও জানান আবুল মাল আবদুল মুহিত। এর আগে ঢাকা সফররত কানাডিয় মন্ত্রী বেভারলি ওড়া সচিবালয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন।

ভয়েস ওভার বা OOV এ ঘটনার ছবি থাকতে কখনোই ফাইল ফুটেজ ব্যবহার করা যাবে না। এতে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার মতো যথেষ্ট সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই এই ভয়েস ওভারটি শুরু হবে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন ছবি দিয়ে। শেষে এক বাক্যে সফররত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গটি এসেছে। ওই বাক্যের সঙ্গে দুই মন্ত্রীর বৈঠকের ছবি যাবে। আশা করি এই উদাহরণ থেকে প্যাকেজ এবং ভয়েস ওভারের স্ক্রিপ্টের পার্থক্য পরিস্কার হয়ে এসেছে।

গল্পের শুরু: সূচনা এবং টপ লাইন

সূচনা/Intro/Lead In/Cue

টেলিভিশন সাংবাদিকতায় সূচনা সংবাদপত্রের চেয়ে একটু আলাদা। প্রতিবেদনটি প্যাকেজ হলে, সূচনা অংশটি বলবেন সংবাদপাঠক, প্রতিবেদক বলবেন বাদবাকি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি ভয়েস ওভার হলে সূচনা অংশে সংবাদপাঠক ক্যামেরায় থাকবেন, বাকী অংশে ছবি কিংবা গ্রাফিক্স দেখা যাবে।

সূচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো প্রতিবেদনটি দেখতে দর্শককে বাধ্য এবং প্রস্তুত করা। সূচনা হবে ছোট, প্রতিবেদনের সারাংশই হলো সূচনা। সূচনায় অবশ্যই কে, কি, কবে, কোথায়, কেন ও কিভাবে- এ ছয়টি প্রশ্নের উত্তর থাকা চাই। সহজে মনে রাখার জন্য ইংরেজিতে একে Five W One H (Who, What, When, Where, Why and How) বলে।

সূচনার প্রথম বাক্যটি হতে হবে চিত্তাকর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক। যা পুরো প্রতিবেদনটির জন্য দর্শককে উন্মুখ করে তুলবে। একে বলা হয় Top Line। পুরো প্রতিবেদনের প্রধান তথ্যটিই হবে Top Line-এর বিষয়। Top Line যতো সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য হবে প্রতিবেদন সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ ততো বেশী হবে। Top Line-এ জটিল ভৌগলিক বিবরণ কিংবা ব্যক্তির জটিল পদবি এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করবেন না।

ক. সূচনা এবং প্রতিবেদন একটি খবরের দুটো অংশ। দর্শক বিষয়টাকে এভাবেই দেখে।

www.pathagar.com

খ. সূচনা এবং প্রতিবেদনে একই কথা বার বার উল্লেখ করা অনুচিত। সূচনা লিখতে হবে সহজ করে, কথা বলার ভাষায়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য প্রতিবেদন রয়েছে, সূচনায় তা পরিহার করুন।

গ. বার বার একই কথা বলার মতো, সূচনায় কোন কিছু ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে এমন বাক্য থাকাও উচিত নয়।

ঘ. শব্দগুচ্ছ ব্যবহারে কৃপণ হোন। সূচনা এবং প্রতিবেদনে বার বার একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার মানে নেই। চটপটে সূচনা এবং ভাষার জোর প্রতিবেদনটি দেখতে দর্শককে আগ্রহী করে তোলে।

ঙ. প্রতিবেদনের শুরুতে যদি ঘটনার স্বাভাবিক শব্দ ব্যবহার করা হয়, সামরিক বাদকদলের বাজনা কিংবা যুদ্ধের শব্দ, তাহলে দর্শককে এর জন্য প্রস্তুত হতে দিন। সূচনার শেষে প্রতিবেদকের নাম এক্ষেত্রে দর্শকে তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

চ. প্রতিবেদনে যদি কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সূচনায় তার পুরোটা উল্লেখ করুন (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক)। সূচনায় Technical Terminology পরিহার করুন।

মনে রাখবেন

সংবাদ লেখার প্রথম বিধি হলো, আপনি কি লিখতে চান তা জানা। আপনার উৎসগুলো (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, লিখিত বক্তব্য, বৈঠকের সিদ্ধান্ত, পরিসংখ্যান) আগাগোড়া পড়ুন। দরকারি শব্দগুলো (নাম, জায়গা, সংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য) দাগিয়ে রাখুন, তাহলে লেখা শুরু করার পর এগুলো খুঁজে পেতে সময় কম লাগবে।

এবার চিন্তা করুন, কি বলতে চান। কিভাবে স্পষ্টভাবে, সংক্ষেপে এবং বলার ভঙ্গিতে তা বলা যায়।

কথা বলার মতো করে লিখুন। বেতার এবং টেলিভিশন হলো কথ্য ভাষার জায়গা। ভালো লেখার মূল সূত্র হলো 'সহজ চিন্তা, সহজে প্রকাশ করা'। ছোট ছোট শব্দে ছোট ছোট বাক্য লিখুন। জটিল, সংশয়পূর্ণ, বাজেভাবে লেখা অথবা ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে এমন বাক্য দর্শকের মনোযোগ হারাবে। যতদূর সম্ভব তৎসম তদ্ভব শব্দ পরিহার করার চেষ্টা করুন। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হলে, প্রমিত ভাষায় এর প্রতিশব্দ উল্লেখ করুন।

www.pathagar.com

বাক্যের মৌলিক কাঠামো– উদ্দেশ্য-বিধেয়-ক্রিয়া সবসময় কার্যকর। তাতে দর্শক আপনার কথা সহজেই অনুসরণ করতে পারে। দর্শকের পক্ষে আপনার স্ক্রিপ্ট পড়া সম্ভব নয়, তাই আপনার স্ক্রিপ্ট এমন হওয়া উচিত যা শুনে দর্শকের বুঝতে কষ্ট হবে না। দীর্ঘ বাক্যকে সম্ভব হলে দুটো বাক্যে পরিণত করুন। কানের জন্য সরল, সাবলীল এবং সহজ বাক্য লেখায় মনোযোগী হোন।

সংবাদপত্রের স্টাইল ব্যবহার করবেন না। আপনার স্ক্রিপ্ট দর্শক শুনবে, পড়বে না।

খবরকে ভালো, খারাপ, দুঃখজনক, ভয়াবহ বলে বর্ণনা করবেন না। কাহিনীটা বলুন, দর্শককে সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

দর্শকের কথা ভুলে যাবেন না। একটি বিষয়ে দর্শকের আগ্রহ এবং মনোযোগ খুব বেশীক্ষণ থাকে না।

প্রথম বাক্যে সকর্মক ক্রিয়া (Active Verb) ব্যবহারের চেষ্টা করুন। আপনি দর্শককে প্রভাবিত করতে এবং ধরে রাখতে চান।

প্রশ্ন দিয়ে কোনো প্রতিবেদন শুরু করবেন না। দর্শক খবর জানতে চায়, কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে টেলিভিশন খুলে বসেননি তারা।

উদ্ধৃতি দিয়েও শুরু করবেন না। দর্শক আপনার স্ক্রিপ্টের মতো উদ্ধৃতি চিহ্নও দেখতে পায় না। কারো বক্তব্য উদ্ধৃত করতে হলে পরোক্ষ বাক্যে বলুন। যদি তার ব্যবহার করা কোনো বিশেষণ অগ্রহণযোগ্য বা প্রশ্নসাপেক্ষ হয় তাহলে 'তার ভাষায়' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করুন।

'যেমন আশা করা হয়েছিল' বলেও প্রতিবেদন শুরু করবেন না। যদি আপনার প্রতিবেদনের বিষয় আগেই ধারণা করা যায় এবং আপনার নতুন কিছু বলার না থাকে তাহলে দর্শক কেন তাতে মনোযোগ দেবে?

সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট হোন। যেখানে বিশেষণ ব্যবহার প্রয়োজন ব্যবহার করুন এবং না-বোধক শব্দ পরিহারের চেষ্টা করুন। 'পরিকল্পনাটি সফল হয়নি' বলার চেয়ে 'পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়েছে' অনেক সরাসরি।

প্রথম বাক্যে 'গতকাল' ব্যবহার করবেন না। গতকাল অনেক আগেই গত হয়েছে। সূচনায় 'অব্যাহত'ও ব্যবহার করবেন না। যা চলছে তা নিয়ে দর্শকের কোন আগ্রহ নেই, তারা জানতে চায় নতুন কি ঘটলো। 'News is what's new.'

'কি' বলেছে বলার আগে, 'কে' বলেছে তা বলুন।

কোনো শব্দে জোর দিতে চাইলে তা বাক্যের শেষে রাখুন।

www.pathagar.com

আপনার প্রতিবেদনে উত্তর নেই এমন প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না। কোনো বাক্যে কোনো প্রশ্ন উঠলে পরের বাক্যেই তার উত্তর দিন।

কোনো কিছু ধরে নেবেন না, ভান করবেন না, অতি সাহসী হবেন না। উৎস (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, লিখিত বক্তব্য, বৈঠকের সিদ্ধান্ত, পরিসংখ্যান) থেকে সরাসরি তুলে দেবেন না। আপনার নিজের ভাষা ব্যবহার করুন। যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারেন, তা লিখবেন না। কোনো সংশয় থাকলে তা বাদ দিন। 'When in doubt, leave it out'.

তথ্যনিষ্ঠ এবং সুবিচারী হোন। কোনো পক্ষ নেবেন না।

আপনার কপি উচ্চস্বরে পড়ুন। যদি তা লিখিত ভাষার মতো শোনায়, তা আবার লিখুন। কানের জন্য লিখুন, চোখের জন্য নয়। লেখা হয়ে যাওয়া কপি আবার লেখার মধ্যেই ভালো লেখার গুঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে।

নিজের কপি নিজেই একবার ব্যাপক সম্পাদনা করুন। অপ্রয়োজনীয় শব্দ ঝেড়ে ফেলুন।

www.pathagar.com

সংবাদচিত্র সম্পাদনা

টেলিভিশন সংবাদের মূল আকর্ষণ হলো কোনো ঘটনার বা ঘটনা পরবর্তী অবস্থার চলমান ছবি দেখানো। তবে ক্যামেরায় ধারণ করা এসব ঘটনা বা ঘটনা পরবর্তী অবস্থার ছবির পুরোটাই দেখানো হয়না, দরকারও পড়ে না। সম্ভবও নয়, কেননা তা হলে, যতো সময় ধরে ঘটনাটি ঘটেছে বা যতোক্ষণের ছবি ধারণ করা হয়েছে ঠিক ততোটাই সময় লাগবে তা দেখাতে। অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি ছবি সম্প্রচারের বিষয়টি আলাদা। যাই হোক, ক্যামেরায় ধারণ করে আনা ছবি প্রয়োজন মতো কেটে ছেঁটে জোড়া দিয়ে ঘটনাটি বা তার পরবর্তী অবস্থাটি তুলে ধরা হয়। আর তা সম্পন্ন হয় চিত্র সম্পাদনার (Video Editing) মাধ্যমে।

এক কথায় বললে, ফিল্মে বা ভিডিওটেপে ধারণ করা ছবি থেকে ভালো, যথাযথ, খাপ খায় এমন অংশগুলো নির্বাচন করে অর্থপূর্ণভাবে জোড়া দেওয়াই সম্পাদনা। এসব ছবি মিলে একটি গল্প তৈরি হয়, যা একজন বধির লোকও বুঝতে পারেন। কেবল ছবি বাছাই এবং জোড়া লাগানোই সম্পাদনা নয়, ছবির সাথে শব্দ জুড়ে দেওয়া, টাইটেল যোগ করা, স্পেশাল ইফেক্ট দেওয়াসহ বাকী সব কাজই সম্পাদনার আওতায় পড়ে।

সম্পাদনা চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব কৌশল। চলমান ছবি তোলার কৌশল এসেছে স্থিরচিত্র থেকে, স্থিরচিত্র ধারণ বা ফটোগ্রাফির সব কলাকৌশলই ব্যবহার করতে হয় চলচ্চিত্রে। আর দৃশ্য বিভাজনের মাধ্যমে গল্প বলার কৌশল প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে নৃত্যনাট্য, নাটক-থিয়েটারে। সংবাদচিত্র সম্পাদনা এবং চলচ্চিত্র কিংবা অন্য কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠান (নাটক ইত্যাদি) সম্পাদনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। যে কোনো ধরনের চলমান ছবি সম্পাদনার মূলনীতি বা ব্যাকরণ একই।

টেলিভিশন সংবাদের শুরুতে, ঘটনা বা ঘটনা সংশ্লিষ্ট ছবি দেখানোর জন্য ফিল্ম ব্যবহার করা হতো। ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম চালু হবার পর সংবাদচিত্র সংগ্রহের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তখন ১০ মিনিটের রিলে ছবি তোলার সময়ই খেয়াল রাখতে হতো খবরের সব কিছু যেন উঠে আসে। ২০ থেকে ৩০ মিনিট ধরে এসব ফিল্ম প্রসেস করার পর 'মুভিওলা' নামের চলচ্চিত্র সম্পাদনা যন্ত্রে হতো সম্পাদনার কাজ। তারপর এতে

www.pathagar.com

যুক্ত হতো শব্দ এবং ধারাবর্ণনা। সবশেষে, খবরের সময় বিভিন্ন প্রজেক্টরে এসব ফিল্ম চালানো হতো, যা থেকে টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরে সম্প্রচার করা হতো।

গত শতকের ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পৌনে এক ইঞ্চি প্রশস্ত ইউম্যাটিক ভিডিও টেপ এবং বহনযোগ্য ভিডিও ক্যামেরার প্রচলন ইলেক্ট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং বা ইএনজি যুগের সূচনা করে। চালু হয় ভিডিও সম্পাদনা। তুলনামূলকভাবে কম খরচে ঘটনা কাভার করা সম্ভব হয়ে উঠে। ভিডিও সম্পাদনার প্রথম যুগে ছিলো লিনিয়ার এডিটিং ব্যবস্থা, এক টেপ থেকে ছবি বাছাই করে অন্য টেপে রেকর্ড করা। তারপর এলো নন-লিনিয়ার অফলাইন এডিটিং, এখন অনলাইন এডিটিং প্যানেলও সহজ লভ্য।

যে প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন, সম্পাদনার মূল কথা হলো ক্যামেরায় ধারণ করা ছবির বিভিন্ন শট যুৎসইভাবে কাটা এবং লাগসইভাবে জোড়া দেওয়া। তাছাড়া, শব্দ সম্পাদনা, ছবি ও শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষা করা, গ্রাফিক্স ব্যবহার করা এসব তো রয়েছেই। আর আগেই বলা হয়েছে এসবের মূলনীতিগুলো একই। প্রথমেই এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সম্পাদনার ছয়টি উপাদান

কেতাবি ভাষায়, সম্পাদনা হলো এক শট থেকে আরেক শটে যাওয়া। ইংরেজিতে বলে transition between two shots. Cut, Mix এবং Fade-এ তিনটির যে কোন একটি পন্থা অনুসরণ করে এক শট থেকে আরেক শটে যাওয়া যায়। Cut -এ শট দুইটির মধ্যকার পরিবর্তন বা দৃশ্যান্তরটি দর্শকের চোখে পড়ে না। Mix হলো একটি শটের ছবির মধ্যে আরেকটি ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠা। আর Fade হলো ছবি ধীরে ধীরে কালো পর্দায় মিলিয়ে যাওয়া। এদুটোই দর্শকের নজরে আসে। তিনটি transition-এরই একেবারে আলাদা অর্থ ও চরিত্র রয়েছে- এবং সে অনুসারেই ব্যবহার করতে হবে। বেশ কিছু উপাদান দিয়ে একটি সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়। সম্পাদনা কেমন হবে তা নির্ভর করে কয়টি উপাদান, কিভাবে ব্যবহার করা হলো তার ওপর।

সম্পাদনার ছয়টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- Motivation বা প্রণোদনা, Information বা তথ্য, Composition, Sound বা শব্দ, Camera Angle এবং Continuty বা ধারাবাহিকতা।

প্রণোদনা

কাট বা মিক্স বা ফেইড- যাই করা হোক না কেন তার পেছনে একটি ভালো কারণ বা প্রণোদনা থাকতে হবে। এটা দৃশ্যগত হতে পারে, শব্দগতও হতে পারে। দৃশ্যগত দিক

www.pathagar.com

থেকে এটা কোনো কাজ বা Action হতে পারে- তা যতো ছোটই হোক না কেন। ধরা যাক বক্তা হাত তুলে ধরেছেন। অথবা মুখের অভিব্যক্তি পাল্টে গেলো। হতে পারে কোনো শব্দ- কেউ দরোজায় নক করলো, টেলিফোন কিংবা ঘন্টি বেজে উঠলো। প্রণোদনা দৃশ্যগত ও শব্দগত দুটোর সম্মিলিতও হতে পারে।

তথ্য

যে কোনো সম্পাদনার মৌলিক উপাদান হলো তথ্য, দৃশ্যগত তথ্য (Visual information)। নতুন শট মানেই নতুন তথ্য। পরের শটে যদি কোনো নতুন তথ্য না থাকে তাহলে তাতে যাওয়ার সামান্যই যুক্তি থাকতে পারে। প্রতিটি শট হতে হবে দৃশ্যগত আপ্যায়ন। পরের শটটি যতো সুন্দরই হোক না কেন, তা বাছাই করার ক্ষেত্রে আগের শটের চেয়ে তা আলাদা কোনো তথ্য দেয় কিনা তাই বিবেচনায় রাখতে হবে। দর্শক যতো বেশী দৃশ্যগত তথ্য পাবেন এবং ঘটনা বা বিষয়টি বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গে ততো বেশী জড়িত হয়ে পড়বেন।

কম্পোজিশন

আমরা বিভিন্ন আকৃতি বা কম্পোজিশনে নেওয়া শটের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছি। যেমন, লং শট, মিড শট, ওভার দ্য সৌল্ডার শট। পরের শটটি কি হবে তা আগের এবং পরের দুটো শটের কম্পোজিশনের ওপর নির্ভর করে।

একটি বিস্তৃত ওয়াইড শটের ঠিক পর একটি ক্লোজ শট ব্যবহার করা হলে তা খাপছাড়া মনে হতে পারে। মাঝখানে একটা মিডিয়াম শটের ব্যবহার করা হলে এক শট থেকে অন্য শটে যাবার বিষয়টিকে মসৃণ করে তুলবে। পাশাপাশি, যে বিষয়টিতে নজর দেওয়া হবে দর্শককে সেটি কোথায় কিভাবে রয়েছে তা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটি হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ওয়াইড শটে ফিরে গিয়ে দর্শককে মনে করিয়ে দেওয়া যায় গল্পের বিষয় ও পাত্রপাত্রীরা কে কোথায় রয়েছে। (পাত্র পাত্রী বা বিষয় বস্তুর অবস্থানের ধারাবাহিকতার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে, যা একটু পরই আমরা আলোচনা করবো)

একই মাপের দুটো শট পর পর ব্যবহার করা হলেও এক ধরনের জাম্প কাটের উদ্ভব হয়। প্রায় একই ধরনের দুটো শট পরপর ব্যবহার করাকে যুক্তিযুক্ত করা শুধু কঠিনই নয়, তাতে কিছু একটা ভুল হয়েছে বলে মনে হয়। এ সমস্যার সমাধানে ৩০ ডিগ্রি নিয়ম (30 degree rule) মেনে চলা হয়। এ নিয়ম অনুসারে, একই বিষয়বস্তুর শট পর পর ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হয় যদি শট দুটোর ক্যামেরা এঙ্গেল ৩০ ডিগ্রি হেরফের করা হয়। অর্থাৎ প্রথম শটে ক্যামেরা যে অবস্থানে ছিলো সেখান থেকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ৩০ ডিগ্রি

www.pathagar.com

কৌণিক অবস্থানে সরে গিয়ে পরের শটটি নিলে শট দুটো পর পর ব্যবহার করলে আর কোনো সমস্যা থাকছে না। তবে শটদুটো যদি আলাদা হয় তাহলে একই এঙ্গেল থেকে নেওয়া শট হলেও সমস্যা হয় না, যেমন টু শট থেকে ক্লোজ শটে গেলে।

ক্যামেরা এঙ্গেলের পাশাপাশি স্ক্রিনে কোন দিকে দেখা যাচ্ছে সেটাও বিবেচনার বিষয়। ধরা যাক, ফোনে দুজন কথা বলছে তাদের দুটো শট পর পর রাখা হলো, দুজনই ডান দিকে মুখ করা। ফোনে কথা বলার সময় দুজনই মুখোমুখি থাকবে এমনটা নাও হতে পারে; তারপরও এভাবে দেখালে খাপছাড়া লাগবে। শটদুটোর একটিতে পাত্র ডান দিকে তাকিয়ে থাকলে পরের শটে পাত্র বাম দিকে তাকানো হলে তা সাবলীল ও স্বাভাবিক মনে হবে। সংবাদচিত্রে পর পর সাক্ষাতকার দেখানোর ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই মেনে চলতে হবে, সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে অন্যজনের সাক্ষাতকার কোন দিক থেকে নেওয়া হয়েছে।

এভাবে যথাযথ কম্পোজিশনের শট জোড়া দেওয়া ভিডিও সম্পাদকের কাজ। সম্পাদনার টেবিলে বসে শটের কম্পোজিশন ঠিক করা সম্ভব নয়। তুলে আনা ছবির কম্পোজিশন ভালো না হলে বা যথাযথ কম্পোজিশনের শট না পাওয়া গেলে সম্পাদকের করার কিছুই থাকে না। খারাপ কম্পোজিশনের শট খারাপ স্যুটিংএর ফল, কিন্তু এতে সম্পাদনা থেমে থাকে না, কঠিন হয়ে পড়ে এই যা।

শব্দ

চলমান ছবির শব্দকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী বা other half। চলমান ছবিতে শব্দ থাকতেই হবে তা স্বাভাবিক শব্দই হোক, সংগীতই হোক আর তৈরি করা সাউন্ড ইফেক্টই হোক।

সম্পাদনার সময় ছবির সঙ্গে সঙ্গে শব্দও কাটা হয়, জোড়া দেওয়া হয়। কখনো ছবি ঠিক করে কোথায় শব্দ কাটা পড়বে, কখনো শব্দ ঠিক করে ছবিটি কোথায় কাটতে হবে। যেমন, কোনো একটি বাক্য শেষ হবার পর, কিংবা একটি গাড়ি ফ্রেম আউট হবার পর ছবি কাটা। পাশাপাশি ছবির স্বাভাবিক শব্দকে ব্যবহার করতে হবে সৃজনশীলভাবে। বাড়িতে লাশ ঢোকার পর আত্মীয়স্বজনের আর্তচিৎকার বা আহাজারির শব্দ কিছুক্ষণ চালানো, কথা বলতে বলতে দুঃখ হতাশায় বাকরুদ্ধ হয়ে তৈরি নীরবতা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করার মুন্সিয়ানা সংবাদচিত্রকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলে।

হঠাৎ করে উচ্চকিত শব্দ চমকে দিতে পারে, তাই ধীরে ধীরে শব্দের মাত্রা বাড়িয়ে পুরো মাত্রায় তুলতে হবে। আবার হঠাৎ করেই শব্দটা থেমে গেলে খটকা লাগে, তাই ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে অন্য শব্দে যেতে হবে। আবার পরের দৃশ্যের জন্য দর্শককে প্রস্তুত করতেও শব্দের সৃজনশীল ব্যবহার হতে পারে। ঘরের দৃশ্যের পর রাস্তার দৃশ্যে

www.pathagar.com

কোলাহল একটু বেশী থাকে- এক্ষেত্রে একটু আগে রাস্তার শব্দ এলে দর্শক সাবলীল অনুভব করবেন। এক্ষেত্রে সাধারণত ছবির চার ফ্রেম আগে শব্দ শুরু করা হয়।

টেলিভিশনে এনালগ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ 0 dB এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে -20 dB মানের শব্দ ব্যবহার করা হয়। সম্পাদনার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার, সাউন্ড কনসোল কিংবা প্যানেলে যুক্ত Vedio Tape Recorder-এর অডিও লেভেল মিটারে খেয়াল রাখতে হবে যেন তা এ মান অতিক্রম না করে এবং এ মানের চেয়ে অর্ধেকেরও নিচে নেমে না যায়।

যাই হোক, শব্দ সম্পাদনার সময় সম্পাদকের কানই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। যে শব্দ আপনার কানে যন্ত্রণা দেয় তা কমিয়ে দিতে হবে বা বাদ দিতে হবে, যে শব্দটি আর একটু জোরদার হলে ভালো হবে বলে মনে হয় তার মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিলে ক্ষতি নেই।

ক্যামেরা এঙ্গেল

ক্যামেরা এঙ্গেল হচ্ছে যে ব্যক্তি বা বস্তুর ছবি তোলা হচ্ছে তার সঙ্গে ক্যামেরার কৌণিক দূরত্ব। একই অবস্থান থেকে পর পর শট নেওয়া হলে ক্যামেরা এঙ্গেল পরিবর্তন হয় না। সাধারণত একটি জায়গা থেকে কয়েকটি শট নেওয়ার পর ক্যামেরার জায়গা বদল করে আরো কিছু শট নেওয়া হয়। এতে ক্যামেরার আগের অবস্থান এবং নতুন অবস্থানের মধ্যে একটি কৌণিক দূরত্ব তৈরি হয়। আগেই বলা হয়েছে, একই মাপের দুটো শট পর পর ব্যবহার করলে যে জাম্প কাটের তৈরি হয়- ক্যামেরা এঙ্গেল ৩০ ডিগ্রি হেরফের করে তোলা শট ব্যবহার করলে তা নজরে পড়ে না।

এভাবে ক্যামেরার অবস্থান বদল করতে করতে তা কখনো কখনো ১৮০ ডিগ্রি দূরত্বে বা উল্টো দিক থেকে তোলা ছবিও তোলা হতে পারে। কিন্তু একজন সম্পাদক কখনোই পর পর এমন দুটি শট ব্যবহার করবেন না যাতে ক্যামেরা এঙ্গেলের পরিবর্তন ১৮০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়, সাধারণত তা ৪৫ ডিগ্রির কম রাখা হয়। ক্যামেরা এঙ্গেল ১৮০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাওয়াকে বলা হয় লাইন ক্রস করা (Crossing the line)। তাতে পাত্রপাত্রী এবং আশপাশের জিনিসপত্রের অবস্থান উল্টে যায়, বদলে যায় পাত্র পাত্রী কোন দিকে তাকিয়ে আছে বা আই লাইন। এটা দূর করতে শট দুটির মাঝখানে অন্য একটি এঙ্গেলের শট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ছবি তোলার সময় থেকে সম্পাদনা পর্যন্ত, সবসময় দর্শকের দৃষ্টিকোণ (Perspective) রক্ষা করার কথা মনে রাখাটাও জরুরি।

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউটি (Continuity)

চলমান ছবিতে স্থান, কাল ও পাত্রের ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউটি রক্ষা করতেই হবে। এ তিনটি বিষয়ের ধারাবাহিকতা ব্যহত হলে তা সহজেই চোখে পড়ে।

প্রথমেই আসে কাজের ধারাবাহিকতার কথা। পর পর কয়েকটি শটে কাজের (Action) ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে তা সহজেই চোখে পড়ে। ধরা যাক, প্রথম শটে দেখা গেল কেউ কোনো একটি শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকালো, পরের শটেই যদি দেখা যায় সে দরজা খুলছে তাহলে ধন্দ লাগাটাই স্বাভাবিক। কখন সে দরজার দিকে হেঁটে গেলো? কিংবা কেউ কথা বলছে, তার কথার মধ্য থেকে দুটো বাক্য ফেলে দিতে হবে; আর তা সরাসরি কেটে ফেলে দিলে দেখা যাবে কথা বলতে বলতে তার মাথাটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেলো। এ ধরনের ধারাবহিকতার সমস্যা তৈরি হলে তাকে বলা হয় Jump Cut। জাম্প কাট এড়ানোর দুটো উপায় আছে, সিনেমা বা নাটকের ক্ষেত্রে পরের শটটিতে খালি ফ্রেমে পাত্রপাত্রীকে ইন করিয়ে তা করা যায়; আরেকটি হলো ইনসার্ট (Insert) অথবা কাট এওয়ে (Cut away) ব্যবহার করা। প্রথম উদাহরণটির কথা ধরা যাক, পরের শটে যদি প্রথমে শুধু দরজা দেখা যায় এবং লোকটি ফ্রেমে ঢুকে দরজা খোলে তবে ধারাবাহিকতার সমস্যা দূর হয়ে যায়, লোকটার হেঁটে আসা না দেখিয়ে বাস্তবে যে সময় লাগার কথা তা কমিয়ে দিয়েও গল্পটি তুলে ধরা যায়। তাতে দর্শকের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে না। দ্বিতীয় উদাহরণটির ক্ষেত্রে লোকটির হাতের কিংবা আশপাশের কোন বস্তুর শট ইনসার্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবহার করা যেতে পারে লোকটি যার সঙ্গে কথা বলছে তার কাট এওয়ে শট। কিংবা যা নিয়ে কথা বলছে তারও দুএকটি শট ব্যবহার করা যেতে পারে কাট এওয়ে হিসেবে। দৃশ্যান্তরে বা পরের দৃশ্যে যাবার ক্ষেত্রেও এধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে বিশেষ করে ওই দৃশ্যেও পাত্রপাত্রী একই হলে।

পাত্রপাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, অবস্থান, আসবাবপত্র ইত্যাদির ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলেও তা দর্শকের দৃষ্টি কাড়ে। বিশেষ করে সিনেমা বা নাটকে একটি দৃশ্য একবারে চিত্রায়িত না হলে বা কোনো দৃশ্য আবার নতুন করে চিত্রায়িত করতে হলে এসব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। তাছাড়া একই জায়গায় বিভিন্ন দৃশ্য একবারে চিত্রায়িত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আসবাবের অবস্থান ঠিক না থাকলে এ সমস্যা দেখা দেয়। সংবাদচিত্রে এ ধরনের সমস্যা সাধারণত দেখা না গেলেও বিষয়টি মাথায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

এ ছাড়া, বিশেষ করে সিনেমা কিংবা নাটকে কারিগরি ধারাবাহিকতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একই দৃশ্যচিত্র বা সিকুয়েন্সের পর পর দুটো শটে আলোর মাত্রা কিংবা টোনের পার্থক্য কিংবা শব্দের মান একই না হলে দৃশ্যচিত্রটি সম্পর্কে দর্শকের মনে সন্দেহ তৈরি হতে পারে।

www.pathagar.com

দৃশ্যচিত্র/সিক্যুয়েন্স (Sequence)

দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্সকে বলা চলে চলচ্চিত্র বা ভিডিও চিত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কম্পোজিশনে তোলা একটি ঘটনা বা কাজের কয়েকটি শটকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যুক্তিসম্মতভাবে জোড়া দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে একেকটি সিক্যুয়েন্স। একটি সুসম্পাদিত সিক্যুয়েন্স দেখে দর্শক বুঝতেই পারবেন না, এর পেছনে সম্পাদনার মতো একটি কারিগরি প্রক্রিয়া কাজ করেছে। একটি অসফল সিক্যুয়েন্স দেখে সাধারণ দর্শকেরও চোখে লাগবে, মনে হবে কোথায় যেন একটা সমস্যা হয়েছে।

একটি দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্সের উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, নাটকের একটি দৃশ্যে একটি চরিত্র বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বিষয়টি বাড়ির ছাদ থেকে তোলা একটি শটেও দেখানো যায়, চরিত্রটি উঠোন পার হয়ে গেট খুলে বেড়িয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফ্রেম আউট হয়ে গেল। বিষয়টিকে বেশ কয়েকটি শটে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখানো যেতে পারে। যেমন, চরিত্রটি ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালো। মিড ক্লোজ শট: কি যেন ভেবে, গেটের দিকে এগিয়ে গেলো। পিছন থেকে: গেটের কাছে গিয়ে তা খোলার জন্য হাত বাড়ালো। বাড়ির বাইরে থেকে: গেট খুলে গেল চরিত্রটি বেড়িয়ে রাস্তায় নেমে একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে একটু থামলো। চরিত্রটির সামনে থেকে: ছলোছলো চোখে পিছন ফিরে বাড়িটির দিকে একটু তাকালো। মুখের ক্লোজ শট: কান্না সামলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। মিড লং শটে তাকে অনুসরণ করে প্যান: সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বিষয়টি ঘটতে দুই মিনিট সময় লাগার কথা। এক শটে দেখানো হলে দৃশ্যটি পুরো দুই মিনিটই দেখাতে হবে। কিন্তু দৃশ্যটিকে বেশ কিছু শটে ভাগ করে ফেললে এ সময় অনেক কমে আসবে, বাড়তি যোগ হবে কিছু আবেগ অনুভূতির বিষয় কিংবা চরিত্রটির বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার আগের কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শটে ভাগ করে কোনো দৃশ্য চিত্রায়িত করে সম্পাদনার মাধ্যমে বাস্তবে ঘটনাটির জন্য যতটা সময় লাগে তা কমিয়ে আনা বা বাড়ানো যায় (টেনশন তৈরির জন্য) এবং তাতে আরো কিছু বাড়তি আবেদন যোগ করা যায়।

দুটো শটের একটি দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্সের কথা ধরা যাক, ক. একটা লোক চমকে উঠলো; খ. আরেকটা লোক বন্দুক তুলে ক্যামেরার দিকে গুলি ছুঁড়লো। দৃশ্যটি এভাবে সাজানো হলে মনে হচ্ছে প্রথম লোকটাকে গুলি করা হলো। কিন্তু পরের শটটি প্রথমে এবং প্রথম শটটি পরে রাখলে বা উল্টোক্রমে সাজালে মনে হবে প্রথম লোকটি অন্য

www.pathagar.com

কাউকে বা কোনো কিছুকে গুলি করা প্রত্যক্ষ করছে।

তিনটি শট দিয়ে কি করা যায় দেখা যাক। ক. একটি গাড়ি থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ছে, খ. গাড়িটিতে আগুন, গ. বিস্ফোরণ। শটগুলো ক-খ-গ ক্রমে সাজানো হলে মনে হবে, গাড়িতে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হবার ঠিক আগে যাত্রীরা লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু উল্টোক্রমে বা গ-খ-ক ক্রমে সাজানো হলে, দেখা যাবে বিস্ফোরণের কারণে গাড়িতে আগুন ধরে গেছে এবং যাত্রীরা লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। একটু অন্যভাবে, খ-গ-ক ক্রমে সাজানো হলে মনে হবে, গাড়িতে আগুন ধরে বিস্ফোরণ ঘটার পর যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ছে। আর খ-ক-গ ক্রমে সাজানো হলে, গাড়িতে আগুন ধরার কারণে যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটলো। এভাবে শট সাজানোর মাধ্যমে সিনেমা বা নাটকে কাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে দৃশ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

উদাহরণগুলো থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সম্পাদনা টেবিলে যাবার আগেই, ছবি তোলার সময়ই একটি দৃশ্য কিভাবে তুলে ধরা হবে তা মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে যায়। বলা যায়, সম্পাদনার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন হয় চিত্রনাট্য লেখার সময়। সিনেমা বা নাটকের স্যুটিং বা ছবি তোলার আগে পরিচালক অনেক সময় চিত্র সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে নেন, শটগুলো কিভাবে নিলে সম্পাদনার সময় গল্পটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। সম্পাদনার বড়ো অংশটি সম্পন্ন হয় ছবি তোলার সময়, এ সময় কোনো একটি প্রয়োজনীয় শট বাদ পড়ে গেলে চুল ছিঁড়তে হয় পরিচালক আর সম্পাদককে। সবশেষে ক্যামেরায় ধারণ করা শটগুলোর বাড়তি অংশ ছেঁটে, জায়গামতো বসিয়ে সম্পাদনার মূল কাজটি সম্পন্ন করেন সম্পাদক। অর্থাৎ সম্পাদনা প্রক্রিয়াটি একটি সিনেমা বা নাটক নির্মাণের পরিকল্পনা পর্ব থেকে সম্পাদনার টেবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। ডকুমেন্টারি এবং আগে থেকে পরিকল্পিত সংবাদচিত্রের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। হঠাৎ পাওয়া কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আগেভাগে সম্পাদনার কথা চিন্তা করা বাতুলতা হলেও, ক্যামেরাপারসন যদি সচেতন থাকেন তাহলে ভালো ছবির পাশাপাশি সেগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদনা করার মতো যথেষ্ট শট তিনি নিয়ে আসতে পারেন।

দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্স তৈরি করতে শটগুলোর শুরু এবং শেষ ঠিক করা বা কোথায় শট কাটা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি শটের দৈর্ঘ্য যতো বড় হবে গল্পটি ততো ঢিলেঢালা মনে হবে। সিনেমা বা নাটকে গল্পের বা দৃশ্যের মেজাজ অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব শটের ব্যবহার হতে পারে। সংবাদচিত্রের বেশীরভাগই টানটান গল্পে ভরপুর, তাছাড়া একেকটি প্রতিবেদনের জন্য সময়ও কম থাকে। ফলে দীর্ঘ শট ব্যবহারের সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

তারপরও ছবিতে চলমান ঘটনার মেজাজ অনুসরণ করে, দর্শকের চোখ ফাঁকি দিয়ে জায়গামতো শট কেটে অন্য শটে যাওয়াই সম্পাদকের মুন্সিয়ানা।

আগেই বলা হয়েছে, শট কাটার ক্ষেত্রে প্রণোদনা (Motivation) একটি ভালো উছিলা। একজন কথা বলা শেষ করেছে, আরেকজন বলতে শুরু করেছে এমন জায়গায় প্রথম জনের শট কেটে দ্বিতীয় জনের শটে যাওয়া যায়। দর্শকও যিনি কথা বলছেন তাকে দেখতে চাইবে। দরজা খোলার শব্দ পেলে বা কারো ডাক শুনলে আমরা দেখতে চাই লোকটি কে? কেউ অদ্ভুত একটি জিনিস তুলে পর্যবেক্ষণ করছে, তখন জিনিসটার ক্লোজ শট দেখানোই স্বাভাবিক। এভাবে শটের পরিবর্তনে একের পর এক শট কাটার ব্যাপারটি দর্শকের নজরে আসেনা। সিনেমা ও নাটকে দর্শকের মনে কৌতুহল জাগিয়ে রাখা কিংবা সাসপেন্স তৈরির জন্য কখনো কখনো দর্শক যা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে চায় তা পরে দেখানো হয়ে থাকে।

সহজে ও দ্রুত সংবাদচিত্র সম্পাদনার কৌশল

ফুটেজ বা ছবি লগ করা

ঘটনাস্থলে ঘটে যাওয়া সবকিছুই ধারণ করার ইচ্ছে জাগে। স্টেশনে ফেরার পর প্রথম কাজ হলো টাইম কোডসহ ছবির একটি তালিকা তৈরি করা। এতে প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ডিজিটাইজ বা কম্পিউটারে ছবি নেওয়ার জন্য সময় এবং হার্ডডিস্কে জায়গা কম লাগে। সবচেয়ে ভালো হয়, সময় থাকলে কোন কোন শটগুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলোর তালিকা সাজিয়ে একটি কাগুজে সম্পাদনা (paper-and-pencil edit) করা গেলে। এতে হার্ডডিস্কের জায়গা সাশ্রয় হয়, সম্পাদনায় সময় কম লাগে।

প্রাথমিক সম্পাদনা

ছবি ডিজিটাইজ হয়ে যাবার পরের কাজ হলো যেসব শট ব্যবহার করা হবে সেগুলোর সামনে পেছনের বাড়তি অংশ ছেঁটে ফেলা। এতে খারাপ শট বা NG শট এবং অপ্রত্যাশিত শট ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তারপর কিভাবে বিভিন্ন দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্স তৈরি করা যায় এবং এগুলো শুরু এবং শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলো খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। ধারাবাহিকতার সমস্যা তৈরি হতে পারে এমন পরিস্থিতি থাকলে এগুলোর সমাধান বা বিকল্প ঠিক করে রাখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার সম্পাদনা

প্রতিবেদনে যেসব সাক্ষাতকার ব্যবহার করা হবে সেগুলো থেকে ঠিক যেটুকু দরকার তা কেটে নিলে স্ক্রিপ্ট লিখতে সুবিধা হয়, একই তথ্য পুনরুল্লেখ (প্রতিবেদকের বর্ণনা এবং সাক্ষাতকারে) হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। সাক্ষাতকারে বক্তব্যের মাঝখানে কেটে জোড়া দিতে হলে সেখানে কি ইনসার্ট বা কাট এওয়ে ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করে রাখা যেতে পারে।

গ্রাফিক্স

প্রয়োজনীয় ছবির অভাবে অথবা পরিসংখ্যান কিংবা মানচিত্র দিয়ে তথ্য উপস্থাপনের জন্য গ্রাফিক্স ব্যবহার করতে হলে তা বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবেদকের নাম, সাক্ষাতকারদাতার নাম পরিচয়ের সুপার বা এস্টন তৈরি করতে দিতে হবে।

ধারাবর্ণনা ধারণ ও শব্দ সম্পাদনা

স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত হবার পর, তা প্রতিবেদকের কণ্ঠে ধারণ করে অতিরিক্ত অংশগুলো কেটে নিতে হবে। এছাড়া, ছবির সাথের শব্দ, সাক্ষাতকার ও ধারাবর্ণনার শব্দের মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। ধারাবর্ণনার সময় ছবির স্বাভাবিক শব্দ (Natural/Ambient sound) ধারাবর্ণনার সমান বা বেশী মাত্রার হলে কিংবা সাক্ষাতকারের শব্দ ধারাবর্ণনার চেয়ে জোরালো বা কমজোর হলে বেখাপ্পা লাগবে। অর্থাৎ পুরো প্রতিবেদনে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা এবং সর্বনিম্ন মাত্রা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। ঘটনা এবং ছবির প্রয়োজনে যদি কোনো জায়গায় ছবির স্বাভাবিক শব্দ পুরো মাত্রায় রাখলে প্রতিবেদনটি আরো বেশী বস্তুনিষ্ঠ হবে বলে মনে হলে তা রাখা। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হবে।

চূড়ান্ত সম্পাদনা

ধারাবর্ণনার সঙ্গে মিল রেখে সংশ্লিষ্ট ছবি দৃশ্যচিত্র বা সিক্যুয়েন্স করে সাজিয়ে সম্পাদনা শেষ করতে হবে। এসময় প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স জায়গামতো ব্যবহার করতে হবে। সম্পাদনা শেষে সংবাদচিত্রটির আগে স্লাগ এবং কাউন্টডাউন ক্লক বসিয়ে টেপে রেকর্ড করতে হবে। টেপে রেকর্ড করার সময় খেয়াল রাখতে হবে তাতে ছবি এবং শব্দ রেকর্ড হচ্ছে কিনা, শব্দের মাত্রা ঠিক আছে কিনা। কোনো কোনো টেলিভিশন স্টেশন সংবাদচিত্র সার্ভার থেকে চালায়, সেক্ষেত্রে সম্পাদনার পর সংবাচিত্রটি মুভি ফাইল হিসেবে সার্ভারে সেভ করতে হবে এবং এর সংশ্লিষ্ট তথ্য ডাটাবেজে ইনপুট দিতে হবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ক

শব্দাবলী

Actuality

ঘটনাস্থল থেকে ধারণ করা স্বাভাবিক শব্দসহ চলমান ছবি, সাক্ষাতকার, বক্তব্য ইত্যাদি। আগের কোনো ঘটনার ছবিকে আর্কাইভ বা ফাইল ফুটেজ বলে।

Ambient sound

চলমান ছবির বিষয়বস্তুর পারিপার্শ্বিক বা স্বাভাবিক শব্দ। খবরের ছবির সঙ্গে এ শব্দ অবশ্যই থাকতে হবে। একে Natural sound, সংক্ষেপে Nat sound-ও বলে।

Aperture

বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোই লেন্সের মাধ্যমে ক্যামেরায় প্রবেশ করে তার একটি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে, যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে ভিডিও টেপে বা রাসায়নিক প্রলেপযুক্ত ফিল্মে ধারণ করা হয়। ক্যামেরা লেন্সের পিছনে একটি ফুটো বা ছিদ্র রয়েছে যার আকৃতি ছোট বড় করার মাধ্যমে এই আলোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটা মানুষের চোখের আইরিশের কাজ করে থাকে। স্বচ্ছ অবিকল ছবি পাওয়ার জন্য আলোর মাত্রা যথাযথ রাখাই হলো Aperture ঠিক করা। এটা করা হয় আইরিশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, মাপা হয় f-stop দিয়ে। f-stop কম হলে আইরিশ বেশী খোলা থাকবে অর্থাৎ আলো বেশী প্রবেশ করবে।

Archive

বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং খবরের জন্য ব্যবহৃত ফুটেজ সম্বলিত টেপ সংরক্ষণাগার। এখানে বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রেণীবদ্ধভাবে টেপ সংরক্ষণ করা হয় যাতে প্রয়োজনীয় ফুটেজ সহজেই বের করা যায়। একে tape library-ও বলা হয়।

www.pathagar.com

Arcing

বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তীয় পথে ক্যামেরার চলাচল। সাধারণত টেলিভিশন স্টুডিওতে ধারণ করা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

Aspect Ratio

ছবির প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত। Wide Screen টেলিভিশনে ছবির এই অনুপাত ১৬:৯, অর্থাৎ প্রস্থে ১৬ সেন্টিমিটার হলে, উচ্চতা হবে ৯ সেন্টিমিটার। সাধারণ টেলিভিশনে এই অনুপাত ৪:৩।

Aston

ছবিতে নাম বা ক্যাপশন দেওয়ার জন্য Aston কোম্পানির তৈরি এক ধরনের অক্ষর তৈরির যন্ত্র। সাক্ষাতকারে সাক্ষাতকারদাতার নাম উল্লেখ বা অনুষ্ঠান শেষে ক্রেডিট লাইন তৈরির জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এখন অবশ্য পর্দায় আসা যে কোনো লেখাকেই Aston বলে ডাকা হয়।

Aston

Audio

আমাদের কান শুনতে পায় এমন শব্দ। শব্দবিহীন ছবি অর্থহীন। তাই শব্দকে বলা হয় ভিডিও প্রডাকশনের 'বাকী অর্ধেক' (Other half)।

Audio editing

ছবির মতোই, শব্দ সম্পাদনা। প্রয়োজন মতো শব্দের মাত্রা বাড়ানো কমানো, বাড়তি শব্দ যোগ করা।

Audio levels

শব্দের মাত্রা যথাযথ হওয়া খুবই জরুরি। শব্দ বা ছবি ধারণের সময় এর মাত্রা বেশী হলে তা বিকৃত হতে পাতে। এর মাত্রা কম হলে কোলাহলের অনুপাত বেড়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

Autocue

স্টুডিওতে ব্যবহৃত টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে স্ক্রিপ্ট ভেসে উঠে বা প্রম্পট হয় যে যন্ত্রটিতে, তার একটি ব্র্যান্ড হলো Autocue। আরেকটি ব্র্যান্ড হলো Autoscript। অবশ্য এসব প্রম্পটারকেও Autocue নামে ডাকা হয়।

Baby legs

সাধারণ উচ্চতার চেয়ে ছোট পা-ওয়ালা Tripod।

Backlight

ক. বিষয়বস্তু বা অভিনেতা অভিনেত্রীর পেছনে অথবা মাথার উপর স্থাপিত একটি আলোর উৎস। এ আলোর ফেলার মূল উদ্দেশ্য অভিনেতার মাথা এবং কাঁধে আলো ফেলে তাকে পটভূমিতে থেকে আলাদা করা। Backlight বিষয়বস্তুকে পটভূমি থেকে আলাদা করে ছবিতে গভীরতা এবং অন্য মাত্রা যোগ করে।

খ. বিষয়বস্তুর পেছন থেকে অতিরিক্ত আলো আসলে exposer-এ সহায়তা করার জন্য কিছু কিছু camcorder-এ আলাদা অপশন থাকে, একে Backlight বলে। একটি বোতাম চেপে তা ব্যবহার করতে হয়।

Barn door

বাতির চারদিকে আটকানো ঢাকনা, যেগুলো দিয়ে আলোর মাত্রা এবং দিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

BCU

Big close up সংক্ষেপে BCU। পুরো ফ্রেম জুড়ে শুধু মখমণ্ডল দেখা যায় এমন শট। এ ধরনের শটে চিবুক ফ্রেমের ঠিক নিচে এবং মাথার উপরের অংশ ফ্রেমের বাইরে থাকে।

Big close up

Betamax

আধ ইঞ্চি প্রশস্ত ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হয় এমন একটি টেপ ফরম্যাট। সনির তৈরি গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত VCR-এর প্রথম ফরম্যাট।

www.pathagar.com

Betacam

সনি কোম্পানির তৈরি পেশাদার বহনযোগ্য ভিডিও ক্যামেরা/রেকর্ডার ফরম্যাট। Betacam-এ component vedio system ব্যবহার করা হয়।

BITC

'Burnt in time code'-এর সংক্ষেপ, উচ্চারণ বিটসি। এই মুডে টাইম কোড সবসময় ছবির মধ্যে জুড়ে থাকে বলে লগ করতে অর্থাৎ কোন টাইম কোডে কোন দৃশ্যের ছবি আছে তার তালিকা করতে সুবিধা হয়।

Blue screen

স্টুডিওতে ব্যবহৃত নীল রঙের বিশেষ পর্দা। সম্পাদনার সময় পটভূমি হিসেবে অন্য ছবি বসানোর একটি কৌশল হিসেবে একে পটভূমি করে ছবি তোলা হয়। তখন এর নীল অংশে অন্য আরেকটি ছবি দেখা যায়। এ প্রক্রিয়াকে Chroma করা বলে। (দেখুন Chromakey)

BNC connector

ক্যাবল দৃঢ়ভাবে আটকানো যায় এমন সংযোগ ব্যবস্থা। কোয়েক্সিয়াল ক্যাবেলের সঙ্গে এ কানেকটর ব্যবহার করা হয়।

Boom

মাইক্রোফোন বা বাতি ধরার জন্য লম্বা করা যায় এমন লাঠি। ছবি তোলার সময় ভালোভাবে শব্দ রেকর্ড করার জন্য মাইক্রোফোনকে ফ্রেমের বাইরে রেখে সুবিধাজনকভাবে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Boom shadow

সেট বা সাক্ষাতকারদাতা বা অভিনেতা এবং আলোর উৎসের মাঝখানে Boom ধরা হলে তার ছায়া ছবিতে চলে আসে; একে Boom shadow বলে। Boom এমনভাবে ধরতে হবে যাতে তা না হয়।

Boom swinger

ভালোভাবে শব্দ ধারণের জন্য ক্যামেরার বাইরে যথাযথ জায়গায় Boom ধরার কাজটি যারা করে তাদের Boom swinger ডাকা হয়।

www.pathagar.com

Bug

পর্দার এক কোনায় super impose করা টেলিভিশন চ্যানেল বা নেটওয়ার্কের ছোট লগো।

Buzz track

ঘটনাস্থলের স্বাভাবিক শব্দ বা কোলাহল যে ট্র্যাক বা চ্যানেলে রেকর্ড করা হয় বা হয়েছে।

Call sheet

রিহার্স্যাল বা রেকর্ডিং-য়ের জন্য অভিনেতাদের পৌঁছানোর সময় তালিকাবদ্ধ করার কাগজ। অনেক সময় এতে স্যুটিং-এ জড়িতদের পৌঁছবার সময়ও তালিকাবদ্ধ করা হয়।

Cam L

Camera left এর সংক্ষিপ্ত রূপ। স্যুটিং-এর সময় ক্যামেরার বাম দিকে যা থাকে।

Cam R

Camera right এর সংক্ষিপ্ত রূপ। স্যুটিং-এর সময় ক্যামেরার ডান দিকে যা থাকে।

Camcorder

ক্যামেরা এবং ভিডিও টেপ রেকর্ডারের সমন্বয়ে তৈরি একটি যন্ত্র। এতে সহজে, দ্রুত, যুগপৎভাবে ছবি তোলা এবং ম্যাগনেটিক টেপে ধারণ করা যায়। পাশাপাশি এতে যুক্ত মাইক্রোফোনের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক শব্দ এবং অতিরিক্ত মাইক্রোফোন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কারো কথাও ধারণ করা যায়। ভিডিও ক্যামেরা বলে পরিচিত বেশীরভাগই Camcorder। স্টুডিওতে বা সরাসরি বহিঃসম্প্রচারে ব্যবহৃত ক্যামেরায় রেকর্ডাব থাকে না।

Camera card

ক্যামেরা শট এবং মুভমেন্টের তালিকা সম্বলিত কার্ড যা দেখে ক্যামেরাপারসন পরবর্তী শটের জন্য তৈরি থাকেন।

Camera script

কোনো অনুষ্ঠান ধারণের সময় বিভিন্ন শট, ক্যামেরার মুভমেন্ট, কোন কোন শব্দ লাগবে এবং আলোর পরিবর্তনের বিস্তারিত তালিকা।

www.pathagar.com

Cans

Headphone বা Earphone এর চলতি প্রতিশব্দ।

Caption

টেলিভিশনের পর্দায় যে লেখা ভেসে উঠে, কারো পরিচিত সম্বলিত নাম বা জায়গার পরিচয়।

CCU (Camera Control Unit)

দূর থেকে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র। এটা দিয়ে মাধ্যমে ক্যামেরার প্রধান প্রধান কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর মাধ্যমে trucking বা dollying করা সম্ভব নয়।

Character genarator

ছবিতে যোগ করার জন্য নাম বা শব্দ ও সংখ্যা দিয়ে তৈরি অনন্য গ্রাফিক্স তৈরির যন্ত্র। (দেখুন Aston)

Cherry picker

অনেক উঁচু থেকে ছবি তোলার জন্য ব্যবহৃত খুবই লম্বা ভ্রাম্যমান ক্রেন। একে Simon hoist বলেও ডাকা হয়।

Chromakey

একটি ছবির পটভূমি হিসেবে আরেকটি ছবি বসানোর কৌশল। সামনের দৃশ্যটি কোনো একরঙা (সাধারণত নীল রঙের) পটভূমিতে ধারণ করা হয় এবং সম্পাদনার সময় Chromakey ব্যবহারে পরের ছবিটি শুধু ওই রঙের অংশটুকুতে পটভূমি হিসেবে ফুটে ওঠে। তবে সামনের দৃশ্যের পটভূমিতে যে রঙ থাকবে তা অন্য কোথাও থাকতে পারবে না। লাল, সবুজ এবং নীল, টেলিভিশনের এ তিনটি মৌলিক রঙের যে কোনো একটিকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত নীল রঙের পটভূমি ব্যবহার করা হয়। একে Colour Separation Overlay সংক্ষেপে CSO-ও বলা হয়। (দেখুন Blue screen)

Colour bar

ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি সমান প্রস্থের আটটি বিভিন্ন রংয়ের দণ্ড যা ছবি ধারণ বা চালানোর

www.pathagar.com

আগে নমুনা (reference) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোনো ঘটনার ছবি আলাদা করতে ছবি তোলার শুরুতে এবং শেষে Colour bar রেকর্ড করা হয়।

Commercial

অর্থের বিনিময়ে যে বিজ্ঞাপন বা ঘোষণা প্রচার করা হয়। বাণিজ্যিক টেলিভিশনের আয়ের সবচেয়ে বড়, কখনো কখনো একমাত্র উৎস।

Component video

একটি video ফরম্যাট যাতে ছবির crominance বা রঙের অংশ এবং luminance বা আলো ও আঁধার, সাদা ও কালো অংশের তথ্য আলাদা থাকে। কপি করাসহ বিভিন্ন কাজের ফলে এই ফরম্যাটের ছবির মান কম নষ্ট হয়। অন্যদিকে Composite video ফরম্যাটে এগুলো আলাদা থাকে না।

Composite

Composite signal: এক ধরনের video signal যাতে ছবি সংক্রান্ত সব তথ্য একসঙ্গে থাকে।

Composite picture: দুই বা ততোধিক ছবির সমন্বয়ে তৈরি ছবি যাতে সামনের এবং পেছনের ছবি মিলে একটি ছবি তৈরি হয়। যেমন chromakey ব্যবহার করে একটি পটভূমিতে আরেকটি ছবি বসানো হলে যে ছবিটি তৈরি হয়।

Continuity

বিভিন্ন সময়ে এলোমেলোভাবে ছবি তোলার সময় লোকজনের কাজকর্মের বা অভিনেতাদের একশন ঠিক রাখা যাতে সম্পাদনার সময় ঠিকমতো মিলে। অভিনেতার অবস্থান, সাজসজ্জা, পোষাক, ক্যামেরা এঙ্গেল, আলোর মাত্রা, মেক আপসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে continuity সমস্যা দেখা দিতে পারে।

Contrast

ছবির ঔজ্জ্বল্যের বিভিন্ন মাত্রা যাকে খুব অন্ধকার এবং খুব আলোতে বিভক্ত করা হয়। Contrast বেশী হলে ছবিতে সাদা এবং কালো রংয়ের আধিক্য থাকবে, মাঝামাঝি অবস্থা থাকবে কম। আর কম হলে বেশী আলোকিত এবং বেশী অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশগুলো বাদে মাঝামাঝি অবস্থা থাকবে খুব বেশী।

www.pathagar.com

Copyright

গান, বই, স্ক্রিপ্ট, ছবি ইত্যাদির আইনগত স্বত্বাধিকার। কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের নিজেদের তৈরি অনুষ্ঠানের স্বত্ব তাদের, আবার অন্য কারো কিছু ব্যবহার করতে হলে আগাম অনুমতি নিতে এবং এর জন্য প্রাপ্য সম্মানী দিতে হয়।

Crane

বড় আকারের ভ্রাম্যমাণ ক্যামেরা ট্রলি, যার একটি বাহু উচু নিচু করা যায়। বাহুর মাথায় একটি পাটাতন থাকে যেখানে ক্যামেরা রাখা যায় এবং ক্যামেরাম্যান বসতে পারেন। এর grip-এর সহায়তায় অবস্থান বদল করে ভিন্ন মাত্রার নানা শট পাওয়া যায়।

Crawler

টেলিভিশন পর্দায় সাধারণত ডান থেকে বামে চলমান লেখা। সংক্ষেপে সবশেষ খবর দেওয়ার জন্য বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়।

Crawler

Credit roller

অনুষ্ঠানের শেষে তা তৈরির পেছনে যারা কাজ করেছেন তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পর্দার নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া নামের তালিকা।

CU

Close Up। যে শটে পুরো মুখমণ্ডল দেখা যায় কিন্তু শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখা যায় না। কোনো কিছুর tight shot বুঝাতেও ব্যবহার করা হয়।

Close Up Shot

www.pathagar.com

Cue Light

ক. স্টুডিও বা ডাবিং থিয়েটারে উপস্থাপককে বলতে শুরু করার জন্য ইঙ্গিত দিতে ব্যবহৃত লাল বাতি।

খ. স্টুডিও ক্যামেরার ওপর স্থাপিত লাল বাতি যা জ্বলতে থাকলে বুঝতে হবে এই ক্যামেরার ছবি রেকর্ড করা হচ্ছে বা ভিশন মিক্সার এর ছবি নিচ্ছে।

Cut

ক. স্ক্রিপ্ট থেকে কোনো শব্দ বা কিছু অংশ বাদ দেওয়া।

খ. ছবি তোলা বা স্যুটিং বন্ধ করার জন্য পরিচালকের নির্দেশ।

গ. একটার শেষ অংশের সঙ্গে আরেকটার প্রথম অংশ না মিশিয়ে সরাসরি এক দৃশ্যের পর আরেকটি দৃশ্যের ছবি বসানো।

ঘ. ছবি সম্পাদনা করা। চলচ্চিত্রে ফিল্ম কেটে এবং জোড়া দিয়ে সম্পাদনা করা হয়, সেখান থেকেই এ শব্দের উৎপত্তি।

Cut away

বিষয়বস্তু বর্ণনা করা বা অভিনবত্ব আনার জন্য মূল ছবির মধ্যে অন্য কোনো কিছুর শট। অনেক সময় continuity সমস্যা ঢাকতে বা একটি শট থেকে দৃষ্টিনন্দনভাবে আরেক শটে যাওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

Cyc

Cyclorama-র সংক্ষেপ Cyc (উচ্চারণ : সাইক)। স্টুডিওতে ব্যবহৃত বাঁকনো back-drop যাতে আলো ফেলা হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক রঙের কাপড় টানটান করে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো স্টুডিওর দেয়াল হিসেবে শক্ত সাইক ব্যবহার করা হয় যা বাঁকা হয়ে মেঝের সঙ্গে মিশে থাকে।

স্থায়ীভাবে লোহার পাতে আংটা দিয়ে কাপড়ের সাইক আটকানো হয়, একে Cyc track বলে।

Dailies

আমেরিকায় Rushes কে Dailies বলে। (দেখুন ঃ Rushes)

DAT

Digital Audio Tape সংক্ষেপে DAT। সনির তৈরি, সিডির চেয়ে উন্নতমানের শব্দ ধারণ এবং বাজানোর ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

dB (Decibel)

বৈদ্যুতিক অথবা শব্দ তরঙ্গের দুটো পরিমাণের অনুপাত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত একক।

Deep focus

যখন ক্যামেরার সামনের সবকিছু (foreground, midle-ground and background) ফোকাসে থাকে।

Definition

চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের ছবির মানের ক্ষেত্রে, ছবির কোনো একটি অংশ আলাদা করা বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা। একে resolution বলেও অভিহিত করা হয়।

Depth of Field

ক্যামেরার সামনে ফোকাসে আছে এমন বস্তুসমূহের বিস্তার। অর্থাৎ ফোকাসে এবং সবচেয়ে কাছে ও সবচেয়ে দূরে থাকা বস্তুর মধ্যবর্তী এলাকা। f-stop কম হলে depth of field বেশী পাওয়া যায়। (দেখুন f-stop)

Diary

কাভারেজ দেওয়া অথবা পেগ করে প্রতিবেদন করা হবে বা হতে পারে এমন পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান ও বিশেষ দিনের আগাম তালিকা।

Digital

কোনো কিছু ইলেক্ট্রনিকভাবে প্রসেস করে বাইনারি পদ্ধতিতে (০ এবং ১ দিয়ে) রূপান্তর করা এবং বিট হিসেবে সংরক্ষণ বা ধারণ করাই Digital পদ্ধতি। ডিজিটাল ক্যামেরায় আসা আলোক তরঙ্গকে ইলেক্ট্রনিক সিগন্যালে রূপান্তর করে ম্যাগনেটিক টেপে বিট হিসেবে রেকর্ড করা হয়।

Digital video

যেসব video format-এ ছবি ধারণ ও সম্পাদনার জন্য digital প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা হয়।

www.pathagar.com

Digitising

ছবি সম্পাদনার জন্য Rushes টেপ থেকে ছবি ডিজিটাল ডাটা হিসেবে কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে ধারণ করা। (দেখুন : Non-linier editing)

Director

টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠান নির্মাণের সময়, সেটে কিংবা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে, যিনি মূল দায়িত্ব পালন করেন।

Dissolve

একটি special effect যেখানে একইসাথে একটি ছবি হালকা হতে হতে আরেকটি ছবি ভেসে উঠে এবং সামান্য সময়ের জন্য দুটো ছবি একসঙ্গে দেখা যায়। সাধারণত দৃশ্যান্তরের সময় ব্যবহার করা হয়।

Documentary

কোনো ব্যক্তি, জায়গা, কর্মকাণ্ড এবং ঘটনা উপস্থাপন করার জন্য নির্মিত চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন অনুষ্ঠান। Documentary প্রাথমিকভাবে বাস্তব গল্প নিয়ে কাজ করে, কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে নয়।

DOG

Digitally Originated Graphic, সংক্ষেপে DOG। ছোট একটি গ্রাফিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চ্যানেলের লগো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন অবশ্য লগোকেই এ নামে ডাকা হয়।

Dolly

চাকা লাগানো পাটাতন যাতে বসে ক্যামেরাপারসন ক্যামেরাসহ সামনে পিছনে বা ডানে বায়ে চলাচল করতে পারে। এটা শুধু চাকার ওপর চলাচল করে, চলাচল মসৃন করার জন্য বিশেষভাবে বসানো লোহারপাত বা রেল ব্যবহার করা হয়।

Dub

ক. সরল অর্থে, ধারণ করা শব্দ অন্যত্র নেওয়া। চলচ্চিত্র বা ভিডিওচিত্র সম্পাদনার শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন sound track যেমন সংগীত, ধারাবর্ণনা, সংলাপ এবং ইফেক্ট মিশানো এবং ব্যালেন্স করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

খ. যে সংলাপ রয়েছে তার বদলে নতুন করে সংলাপ ধারণ। চলচ্চিত্রে কোনো সিনেমা বিভিন্ন ভাষায় তৈরি করা হলে ওই ভাষায় সংলাপ বসানো বা বিভিন্ন ভাষাভাষী অভিনেতা অভিনয় করলে একই ভাষায় সংলাপ রাখার জন্য নতুন করে সংলাপ ধারণ।

গ. এক ফরম্যাট থেকে অন্য ফরম্যাটে কপি করা। যেমন, VHS থেকে DV।

DV formats

Digital Video সংক্ষেপে DV। সৌখিন camcorder-এর জন্য ডিজাইন করা একটি ডিজিটাল ভিডিও ফরম্যাট। অন্যান্য ফরম্যটের মধ্যে রয়েছে পেশাদার ব্যবহারের জন্য সনির DVCam এবং প্যানাসনিকের DVCpro। এছাড়া সৌখিন কাজে ব্যবহারের জন্য MiniDV।

DVD

Digital Versatile Disk অথবা Digital Video Disk সংক্ষেপে DVD। কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সিডিতে ধারণ করা পুরো একটি সিনেমা এবং তা চালানোর জন্য বিভিন্ন সুবিধা। সাধারণ সিডি ড্রাইভ বা ভিসিডি প্লেয়ারে এগুলো চলে না।

DVE

Digital Video Efect সংক্ষেপে DVE। বিভিন্ন ধরনের transition, যেমন page turn, ছবি চেপ্টা বা ছোট করে ফেলা, ঢেউ খেলে ছবি আসা ইত্যাদি। একসময় এসব ইফেক্ট তৈরির জন্য একটি যন্ত্রের ট্রেডমার্ক ছিলো DVE। এখন non-linier editing যন্ত্রে এসব ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আলাদা সফটওয়্যার অথবা এডিটিং সফটওয়্যারেই এ সুবিধা রয়েছে।

EDL

Editing Decision List সংক্ষেপে EDL। Offline সম্পাদনার সময় কোন শটের পর কোন শট, শটগুলোর timecode এবং টেপ নম্বর সম্বলিত এ তালিকা তৈরি হয় এবং তা ফ্লপি ডিস্কে save হয়। পরে online প্যানেল এ তালিকা অনুসারে নিজে নিজেই টেপ থেকে শট নিয়ে সম্প্রচার উপযোগী সম্পাদনা করে থাকে। (দেখুন : Offline editing এবং Online editing)

www.pathagar.com

ENG

Electronic News Gathering সংক্ষেপে ENG। খবর সংগ্রহের কাজে যতো কম সম্ভব ক্রু দিয়ে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করা। সাধারণত একটি ENG টিমে একজন রিপোর্টার এবং একজন ক্যামেরাম্যান থাকেন। আগে film বাদে সব ধরনের ভিডিও স্যুটিংকে ENG বলা হতো।

Establishing shot

একটি Long Shot যাতে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে চরিত্র বা চরিত্রগুলোর অবস্থান তুলে ধরে এবং পারিপার্শ্বিককে দর্শকের মনে গ্রন্থিত করে।

Eyeline

ক্যামেরা এবং অন্যান্য শিল্পীদের পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিল্পী যে বরাবর তাকাচ্ছে বলে মনে হয়। ছবিতে যেন Eyeline স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে বলে দেখা যায় তা খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়।

Extreme close up (XCU)

সাধারণ Close Up-এর চাইতে close ফ্রেমে তোলা ছবি। যেমন, পর্দা জুড়ে শুধু চোখ।

Extreme close up

Extreme long shot (XLS)

অনেক দূর থেকে তোলা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ছবি। যেমন, উঁচু ভবনের ছাঁদ থেকে রাস্তায় চলমান গাড়ির ছবি।

Extreme long shot

www.pathagar.com

f stop/f number

লেন্সে aperture-এর আকার f stop number বা f number দিয়ে প্রকাশ করা হয়। f stop/f number যতো কম হবে লেন্স দিয়ে আলো তত বেশী প্রবেশ করবে। f stop/f number হচ্ছে লেন্স যে দূরত্ব পর্যন্ত ফোকাস করতে পারে এবং খোলা এপারচারের ব্যাসের অনুপাত। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত লেন্সে একে T stop বলে।

Fade

ছবি বা শব্দ বাড়ানো বা কমানোর প্রক্রিয়া। হালকা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বাড়ানোকে Fade up বলা হয়। কোনো অনুষ্ঠানের শুরুর শটে তা করা যায়। শব্দের ক্ষেত্রে উল্টোটাকে বা পূর্ণ মাত্রা থেকে কমিয়ে, নেই করে দেওয়াকে Fade down বলে। মাঝখানে একটা সময় পার হয়েছে বোঝানোর জন্য প্রথম sequence শেষে Fade to black করা হয়।

Field

টেলিভিশনের ছবিকে আনুভূমিক রেখায় বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রচার মানের ছবিতে এসব রেখার সংখ্যা ভিন্ন। বেজোড় সংখ্যক রেখাগুলো (১, ৩, ৫, ...) নিয়ে একটি Field এবং জোড় সংখ্যক রেখাগুলো (২, ৪, ৬, ...) নিয়ে আরেকটি Field। দুটো Field বুনে একটি Frame তৈরি হয়।

File footage

প্রতিবেদনে আগের কোনো ঘটনার প্রসঙ্গ অবতারণা করা হলে, সে ঘটনা বা ঘটনা সংশ্লিষ্ট ছবি অবশ্যই দেখাতে হবে। সংরক্ষণ করে রাখা ওই ছবিকেই File footage বলা হয়। এবং সে ছবি চলার সময় অবশ্যই তা যে আগের ঘটনার ছবি তা super ব্যবহার করে উল্লেখ করতে হবে। কখনো কখনো এগুলো কোন তারিখের ছবি তা-ও উল্লেখ করা হতে পারে। প্রতিটি টেলিভিশন স্টেশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং খবরের ছবি সম্বলিত টেপ সংরক্ষণের জন্য archive বা tape library থাকে।

Fill light

আলোর মূল উৎসের কারণে বস্তু বা ব্যক্তির ছায়া দূর করতে ব্যবহৃত আলোর উৎস। মূল উৎসের উল্টোদিক থেকে প্রায় সমান উঁচু থেকে পরোক্ষভাবে বস্তুর উপর আলো ফেলা হয়, সাধারণত মূল উৎসের চেয়ে অর্ধেক উজ্জ্বল হয়।

www.pathagar.com

Filter

স্পেশাল ইফেক্ট বা রঙের জন্য ক্যামেরা লেন্সের সামনে ব্যবহৃত পাতলা কাঁচ, gelatin (এক প্রকার স্বচ্ছ কাগজ, সংক্ষেপে gel) বা প্লাস্টিক।

Five Shot Rule

পাঁচ শটে গল্প বলা। ছবি তোলার সময় সিক্যুয়েন্সের কথা মাথায় রেখে পাঁচটি করে শট নিলে সম্পাদনা অনেক সহজ হয়। এই পাঁচটি শট হচ্ছে- ব্যক্তির হাতের ক্লোজ শট, মুখের ক্লোজ শট, একটি ওয়াইড শট, একটি ওভার দ্য সৌল্ডার শট এবং অন্য একটি এঙ্গেল থেকে আরেকটি শট। কোনো একটি কাজের সিক্যুয়েন্স তৈরি করতে এই পাঁচটি শটই যথেষ্ট। আর সিক্যুয়েন্সটিও সাবলীলভাবে গল্পটা বলে দেয়।

Five Shot Rule

Shot One

Shot Two

Shot Three

Shot Four

Shot Five

Flag

ক্যামেরা লেন্সে কোনো শক্তিশালী আলো যাতে সরাসরি না পড়ে অথবা বাতির আলো যাতে Flare তৈরি না করতে পারে তার জন্য কাঠ, কার্ড বা অন্যকিছু দিয়ে তৈরি সমতল বোর্ড ব্যবহার করে আলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এগুলোকে Flag বলে।

Flare

ক্যামেরা লেন্সে আলো খেলা করলে বা উজ্জ্বল কোনো আলো-উৎস হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে তৈরি অপ্রত্যাশিত effect।

www.pathagar.com

Floor plan

স্টুডিওর বিস্তারিত পরিকল্পনা যেখানে সেট, আসবাব, দর্শকদের বসার জায়গা এবং যন্ত্রপাতির অবস্থান নির্দেশ করা থাকে।

FM (Floor Manager)

রিহার্স্যাল, রেকর্ডিং বা সম্প্রচারের সময় স্টুডিও ফ্লোরের নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব Floor Manager-এর, বিশেষ করে সবাই সময় মতো উপস্থিত হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা। তিনি talkback-এর মাধ্যমে Production gallery'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

Focus

স্পষ্ট ছবির জন্য ক্যামেরার লেন্স আগুপিছু করে যথাযথ অবস্থানে নেওয়া।

Focus distance

ক্যামেরা থেকে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে focus করা হচ্ছে তার দূরত্ব।

Foldback

Studio Control Room বা gallery থেকে স্টুডিও ফ্লোরে গান বা অন্যান্য শব্দ বাজানো। সাধারণত আগে রেকর্ড করা কোনো কিছুর সঙ্গে অভিনয় বা নাচের জন্য এগুলো বাজানো হয়।

Foley

বিশেষ স্টুডিওতে ধারণ করা বিভিন্ন sound effect। যেমন হাঁটার শব্দ, কোনো কিছু ভাঙ্গার শব্দ। বিভিন্ন ধরনের জিনিষপত্র ব্যবহার করে ফলি শিল্পীরা এসব শব্দ তৈরি করে থাকেন। সাধারণত চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়।

Frame

ফিল্ম বা ভিডিও টেপে ধারণ করা ছবির একক। ফিল্মে ১ সেকেন্ডে ২৪টি frame চলে থাকে। টেলিভিশন বা ভিডিওর বিভিন্ন ফরমেটে এ সংখ্যার হেরফের আছে। এদেশে ব্যবহৃত ফরমেটগুলোতে ১ সেকেন্ডে ২৫ frame। টেলিভিশনের ছবিতে দুটো field মিলে একটি সম্পূর্ণ ছবি বা frame তৈরি হয়।

www.pathagar.com

Framing

ছবিতে কতদূর দেখা যাবে তা ঠিক করা। লেন্স আগুপিছু করে, ক্যামেরা ডানে বায়ে ঘুড়িয়ে তা ঠিক করা হয়।

Freeze frame

ফিল্ম বা ভিডিও টেপের একটি ফ্রেম স্থির করে রাখা (অথবা পুনরাবৃত্তি করা যাতে মনে হয় ওই ফ্রেমটি দাঁড়িয়ে আছে)। একটি স্থির ফ্রেম চলমান ছবি ধারণ করে এবং একে একটি স্থির চিত্র বলে মনে হয়।

FTP

File Transfer Protocol সংক্ষেপে FTP। Transmission Control Protocol বা TCP ভিত্তিক নেটওয়ার্ক- যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে আরেকটিতে ফাইল কপি করার প্রমিত ব্যবস্থা। ঢাকার বাইরে থেকে কোনো ঘটনার ছবি দ্রুত পাওয়ার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এই সুরক্ষিত ব্যবস্থা ব্যবহার করছে। এফটিপির মাধ্যমে ভিডিও ফাইল পাঠানোর জন্য চ্যানেলগুলোর একটি এফটিপি সার্ভার থাকে। ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ওই সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় এবং নিজের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে থাকা কোনো ফাইল আরেকটি ফোল্ডারে কপি পেস্ট করার মতোই ওই সার্ভারে দিয়ে দেওয়া যায়।

FX

Effects শব্দটির সংক্ষেপ। এটা ছবিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন sound effect যেমন পাখির কলরবকে বোঝাতে পারে আবার special visual effect যেমন বিস্ফোরণ-কেও বোঝাতে পারে।

Gaffer

জ্যেষ্ঠ লাইটিং ইলেক্ট্রিসিয়ান।

Gallery

Studio Production Control Room, কোনো অনুষ্ঠান ধারণ বা সম্প্রচারের সময় পরিচালক, Vision Mixer, Production Assistant-সহ Production team-এর সদস্যরা যেখানে বসেন। কোনো কোনো স্টুডিওতে শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কক্ষ এবং আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা জায়গা থাকে। Gallery কে PCR (Production Control Room) বলেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

Gallery বা PCR-এ যারা কাজ করেন :

পরিচালক/প্রযোজক অনুষ্ঠানের জন্য ছবির প্রয়োজনীয় সিক্যুয়েন্স ও শব্দ দেওয়ার জন্য বাকীদের সময় মতো নির্দেশ দেন। অনুষ্ঠানের স্টুডিও'র অংশ সঠিকভাবে সম্পাদন করা তার দায়িত্ব।

গ্রাফিক্স অপারেটর ক্যারেকটার জেনারেটর যন্ত্রে এস্টন ও অন্যান্য গ্রাফিক্স তৈরি করে সময় মতো সঠিক গ্রাফিক্স সামনে এনে রাখেন যাতে Vision Mixer তা যোগ করতে পারেন।

Lighting Director আলোক পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। তার চাহিদা অনুসারে Lighting consol থেকে আলোক নিয়ন্ত্রণ করে সহযোগিতা করেন Lighting and Vision Control Supervisor।

Camera script এবং Camera card, কোথায় সংগীত এবং ফিল্ম ক্লিপ চলবে তার তালিকা তৈরি করেন Production Assistant। রেকর্ডি-এর সময় সিক্যুয়েন্স এবং টেকগুলোর Timecode লিখে রাখেন।

VT Operator প্রয়োজনীয় ছবির ভিডিও টেপ কিংবা ক্লিপ প্রস্তুত রাখেন এবং সময়মতো তা চালান।

Vision Mixer পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন ক্যামেরা, VTR, ক্যারেক্টার জেনারেটর থেকে আসা ছবি থেকে একের পর এক প্রয়োজনীয় ছবি যোগান দেন। Vision Mixer Desk বা Video Switching Unit-এর সঙ্গে এগুলো যুক্ত থাকে, পাশাপাশি বিভিন্ন ইফেক্টও দেওয়া যায়।

এছাড়া সংবাদের বেলায় হাতে নিয়ন্ত্রিত প্রম্পটার চালানোসহ প্রযোজনার কাজে সহায়তা করার জন্য আরো কয়েকজন Production Assistant দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

Gel

বিভিন্ন রঙের আলোর জন্য লাইটের সামনে ব্যবহৃত নানা রঙের Gelatine বা প্লাস্টিক শিট।

Generation loss

একটি টেপ থেকে যখন আরেকটি টেপে কপি করা হয় তখন পরবর্তী টেপের ছবি এবং শব্দের মান প্রথমটার তুলনায় কিছুটা কমে যায়। এভাবে যতবার কপি করা হয় ততো কমতে থাকে, প্রথম কপিতে এটা খুব একটা নজরে না আসলেও পরবর্তী কপিগুলোতে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে। এ মান কমতে থাকাই Generation loss।

www.pathagar.com

Green room

শব্দটি মঞ্চ নাটক থেকে আমদানি করা, সেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম কক্ষকে Green room বলে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে, স্টুডিওতে কোনো অতিথি দরকার হলে, যেখানে তাদের বসানো হয়।

Guide track

একটি sound track। সম্পাদনার সময় ভিডিও এডিটরের গাইড হিসেবে কাজ করে। যেমন, অন্য কারো কণ্ঠে দেওয়া ধারাবর্ণনা, যা অনুসরণ করে ছবি সম্পাদনা করা হয় এবং পরে পেশাদার কারো কণ্ঠ যোগ করা হয়।

Gun mic

একধরনের microphone যা যে দিকে ধরা হয় সে দিকের নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে উৎসারিত শব্দ ধারণ করে। এতে আশপাশের অন্যান্য শব্দ বা কোলাহল বাদ পরে, শব্দ হয় স্পষ্ট। একে Riffle mic-ও বলা হয়।

GV

General view সংক্ষেপে GV। একটি দৃশ্য বা জায়গাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যে সাধারণ শট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বাইরে থেকে কোনো ভবনের ছবি বা একটি জায়গার wide shot ব্যবহার করা হয় GV হিসেবে।

H/A

High angle সংক্ষেপে H/A। ক্যামেরা উঁচু করে নেওয়া শট, অভিনেতা বা লোকজনের eyeline থেকে উঁচু কোনো জায়গা থেকে নিচের দিকে তাক করে নেওয়া শট।

ক্যামেরা উঁচু করে নেওয়া শট বা High angle shot

H-H

Hand-held সংক্ষেপে H-H। ক্যামেরা ট্রাইপডে না রেখে কাঁধে নিয়ে তোলা শট। সাধারণত Dolly না থাকলে, moving shot এর জন্য এ ধরণের শট নেওয়া হয়। খবরের ছবি তোলার ক্ষেত্রে ঘটনা বিশেষে কখনো কখনো এভাবে ছবি নেওয়া হয়।

Hard light

সরাসরি পুরো মাত্রার আলো, এতে কর্কশ এবং আলাদা ছায়া পড়ে।

www.pathagar.com

Headroom

বিষয়বস্তুর মাথা এবং ফ্রেমের ওপরের প্রান্তের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা। ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার অথবা মনিটরে যতদূর অঞ্চল দেখা যায় টেলিভিশন সেটে তার পুরোটা দেখা যায়না, চারদিক থেকে সামান্য কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়। তাই ছবি তোলার সময় Headroom রাখতে হয় বা একটু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়।

যথাযথ হেডরুম রাখা হয়েছে

যথাযথ হেডরুম রাখা হয় নি

Hi-8

সৌখিন ব্যবহারকারীদের জন্য তুলনামূলকভাবে উঁচু মানের ভিডিও ফরম্যাট।

High-key lighting

আলো নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল যাতে key light এবং fill light-এর ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত খুব সামান্য হয়। এতে সেটের সবখানে সমান আলো থাকে।

Hiss

মাইক্রোফোন, এমপ্লিফায়ার, টেপের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন কোলাহল বা অপ্রত্যাশিত শব্দ।

Honey wagon

বহিঃসম্প্রচার (OB) ভ্যানে যুক্ত ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার।

Hum

যে তার দিয়ে শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হয় তা ঠিকমতো না রাখার কারণে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে যে হালকা কোলাহল বা অপ্রত্যাশিত শব্দ তৈরি হয়।

www.pathagar.com

Idiot board

বড় অক্ষরে স্ক্রিপ্ট লেখা সম্বলিত বোর্ড। উপস্থাপক বা অভিনেতারা বক্তব্য ভুলে গেলে এগুলো দেখে বলেন।

Interlacing

টেলিভিশনের ছবিকে আনুভূমিক রেখায় বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রচার মানের ছবিতে এসব রেখার সংখ্যা ভিন্ন। বেজোড় সংখ্যক রেখাগুলো (১, ৩, ৫, ...) নিয়ে একটি Field এবং জোড় সংখ্যক রেখাগুলো (২, ৪, ৬, ...) নিয়ে আরেকটি Field। দুটো Field-কে বুনে একটি Frame তৈরি করাই interlacing। এর ফলে ছবিতে flicker এর মাত্রা কম হয়। (দেখুন ঃ Field, Frame)

Jump Cut

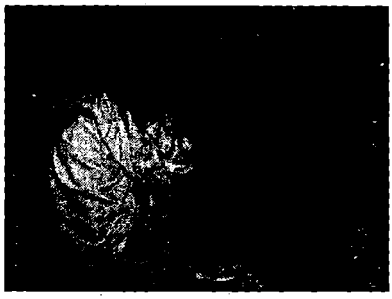

পর পর এ দুটি শট বসানো হলে একশনের ডিসকন্টিনিউটি বা জাম্প কাট তৈরি হয়

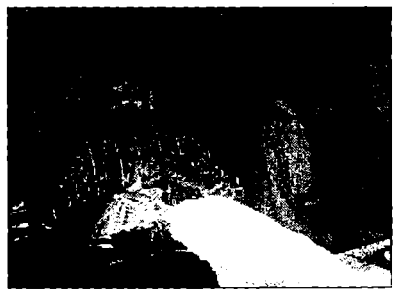

পর পর এ দুটি শট বসানো হলে স্থানকালের ডিসকন্টিনিউটি বা জাম্প কাট তৈরি হয়

www.pathagar.com

Jib

Crane অথবা Dolly-তে যুক্ত, ঘোড়ানো যায় এমন হাতল যা ক্যামেরা নাড়াচাড়া করা সহজ করে তোলে।

Jump cut

ছবি সম্পাদনার ক্ষেত্রে আগের শটের সঙ্গে পরের শট যখন মিলে না এবং স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ফাঁক তৈরি হয় তাকে Jump cut বলে।

Kestrel

Vinten কোম্পানির তৈরি ছোট Crane যাতে ক্যামেরাপারসনের জন্য বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

Key light

আলোর মূল উৎস, সেটে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো। সাধারণত অভিনেতার মাথার উপর কয়েক ফুট সামনে স্থাপন করা হয়।

L/A

Low angle সংক্ষেপে L/A। ক্যামেরা নিচু করে নেওয়া শট, অভিনেতার eyeline থেকে নিচে কোনো জায়গা থেকে ওপরে তাক করে নেওয়া শট।

ক্যামেরা নিচু করে নেওয়া শট বা Low angle Shot

Lavaliere microphone

ক্লিপ দিয়ে কাপড়ে আটকানো যায় এমন ছোট microphone। এগুলোকে Clip microphone এবং Personal microphone বলেও ডাকা হয়।

Legs

ক্যামেরা রাখার জন্য তিন পায়ের স্ট্যান্ড বা Tripod-এর আরেক নাম।

www.pathagar.com

Letterbox

Widescreen-এ ধারণ করা কোনো কিছু যখন টেলিভিশনের ৪:৩ পর্দায় দেখা যায় তখন উপর নিচে কালো পট্টির মতো দেখা যায়, এগুলোকে Letterbox বলে।

Line-up

ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে ক্যামেরা ঠিকঠাক করা যাতে মানসম্মত ফলাফল পাওয়া যায়। স্টুডিওতে বা বহিঃসম্প্রচার ভ্যানে অনুষ্ঠান ধারণ বা সম্প্রচারের ঠিক আগে সবকিছু প্রস্তুত আছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটা করা হয়।

Linear editing

Linear শব্দটির আভিধানিক অর্থ রৈখিক, রেখা সংক্রান্ত (বাংলা একাডেমি ইংরেজি-বাংলা অভিধান)। কোনো কিছু সরল রেখা বরাবর আছে বুঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

এক বা একাধিক টেপ থেকে শট বাছাই করে একের পর এক অন্য একটি টেপে ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড করে ভিডিও সম্পাদনার পদ্ধতিকে Linear editing বলা হয়। এক্ষেত্রে দুটো শট বসানোর পর মাঝখানে অন্য কোনো শট বসাতে হলে পরের শটটি মুছে নতুন শট বসিয়ে তারপর আবার সেই শটটি বসাতে হবে, মানে আবার রেকর্ড করাই একমাত্র উপায়। Linear editing-এর জন্য একটি Vision Mixer এর সঙ্গে একটি ভিডিও টেপ রেকর্ডার এবং এক বা একাধিক ভিডিও টেপ প্লেয়ার সংযুক্ত থাকে। একে Cut-to-Cut edit panel বলেও ডাকা হয়।

Lip sync

কোনো ব্যক্তির কথার সময় ছবিতে তার ঠোঁটের নড়াচড়া এবং শব্দ যথাযথভাবে মিলে যাওয়া।

Listings

পত্র পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচি এবং অনুষ্ঠানের বর্ণনা।

Log

স্যুটিং-এর সময় বা Rushes থেকে বিভিন্ন শটের টাইমকোড তালিকাবদ্ধ করা। সম্পাদনার সময় ভালো শট খুঁজে পেতে এবং আর্কাইভ করার জন্য এটা খুবই জরুরি এবং কার্যকর।

www.pathagar.com

LS

Long shot সংক্ষেপে LS। বিষয়বস্তু থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব থেকে নেওয়া শট। এ ধরনের শটে মানুষের পুরো শরীর ফ্রেমের মধ্যে থাকে।

Long shot

Master

Master tape: কোনো অনুষ্ঠান সম্পাদনার পর যে টেপে ধারণ করা হয়।

Master shot: এক দৃশ্যে পুরো ঘটনাস্থলকে দেখানোর জন্য নেওয়া Wide বা Long Shot। এ ধরনের শট দিয়ে অনুষ্ঠান বা প্রতিবেদন শুরু করাই রীতি।

Match cut

ছবি সম্পাদনার সময় পর পর দুটো শট এমনভাবে বসানো যাতে ব্যক্তির কাজে স্থান কালের কোনো ফাঁক তৈরি না হয় বা continuity রক্ষা হয়।

Match-on-action

ছবি সম্পাদনার সময় এমনভাবে শট কাটা যাতে প্রথম শটে ব্যক্তির কোনো action পরের শটেও থাকে এবং continuity নষ্ট না হয়।

MCR

Master Control Room সংক্ষেপে MCR। যে কক্ষে সম্প্রচারের জন্য অনুষ্ঠানমালা সূচি অনুসারে চালানো ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তা অডিও ভিজ্যুয়াল সিগন্যাল হিসেবে ট্রান্সমিটারে পাঠানো হয়। সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন চালানো এবং সরাসরি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্টুডিও বা অন্য মাধ্যম থেকে আসা ছবি সরাসরি জুড়ে দেওয়ার কাজ এ কক্ষেই হয়।

www.pathagar.com

MCU

Medium close up সংক্ষেপে MCU। মাথা এবং কাঁধ (স্যুটের বুক পকেট যেখানে থাকার কথা তার ঠিক ওপর পর্যন্ত) দেখা যায় এমন শট।

Medium close up

Mix

ক. একটি ছবি fade out করে আরেকটি ছবিতে যাওয়ার কৌশল।

খ. ছবি এবং শব্দ সৃজনশীলভাবে সমন্বিত করা।

MLS

Medium long shot সংক্ষেপে MLS। যে শটে কোনো লোকের মাথা থেকে হাঁটুর ঠিক নিচ পর্যন্ত দেখা যায়।

Medium long shot

Monitor

কামেরা অথবা VCR থেকে সরাসরি ছবি দেখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।

Montage

চলচ্চিত্রে পাশাপাশি দুটো শটের দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কোনো দ্যোতনা ফুটিয়ে তোলার কৌশলকে Montage বলে। দ্রুত বেশ কিছু শট ব্যবহারের একটি কৌশল। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে কমসময়ে একটি ধারণা তৈরি বা সময়ক্ষেপণ, ভ্রমণ বা স্বপ্নদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

www.pathagar.com

MS

Medium shot সংক্ষেপে MS। যে শটে কোনো লোকের মাথা থেকে বুকের বা কুনুইয়ের ঠিক নিচ পর্যন্ত দেখা যায়।

Medium shot

Mute

শব্দহীন। যে ছবির সঙ্গে স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক শব্দ নেই। সংগীত অথবা ধারাবর্ণনা দিয়ে অনেক সময় এ দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করা হয়।

Natural sound

কোনো জায়গার পারিপার্শ্বিক শব্দ। সংক্ষেপে বলা হয় NAT। খবরের ছবির সঙ্গে এ শব্দ অবশ্যই থাকতে হবে। একে Ambient sound-ও বলা হয়।

Narration

ধারাবর্ণনা। প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়বস্তুর ছবির সঙ্গে প্রতিবেদকের বর্ণনা। একে voice over-ও বলা হয়।

Noddy

সাক্ষাতকারগ্রহণকারী মাথা নাড়ছেন, আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন, মৃদু হাসছেন এমন cut away শট। সম্পাদনার সময় jump cut বা jerring ঢাকতে সাক্ষাতকারের পর এসব ব্যবহার করা হয়। তবে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সাক্ষাতকার নিতে হলে সাক্ষাতকারগ্রহণকারী সাক্ষাতকারদাতার সঙ্গে একমত হচ্ছেন বলে মনে হয় এমন মাথা নাড়ানোর শট ব্যবহার করা উচিত নয়।

Noise

আভিধানিক অর্থ উচ্চ অপ্রীতিকর শব্দ বিশেষত যদি তা বিশৃঙ্খল ও অনাকাঙ্খিত হয়; আওয়াজ; অতিশব্দ; উচ্চনাদ; গোলমাল; শোরগোল; হৈচৈ (বাংলা একাডেমি ইংরেজি-বাংলা অভিধান)।

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক্সে মূল সিগন্যালের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অপ্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে Noise বলে অভিহিত করা হয়। ছবির ক্ষেত্রে সাদা কালো বিন্দু, কয়েকটি ছবি দেখা যাওয়া ইত্যাদি, শব্দের ক্ষেত্রে শো শো, ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসা ইত্যাদি।

Non-linear

যা সরল রৈখিক নয়। (দেখুন ঃ Linear)

Non-linear editing: সম্পাদনার ক্ষেত্রে যখন তুলে আনা ছবি, শব্দ ডিজিটাল তথ্য হিসেবে কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে ধারণ করা হয় এবং খুশী মতো ছবি বার বার দেখে ব্যবহার এবং পরিবর্তন করা যায়, তখন তাকে non-linear editing বলে। সম্পাদনা চূড়ান্ত করে আবার টেপে ধারণ করার আগ পর্যন্ত এতে পরিবর্তন করা যায় এবং ছবির কোনো ক্ষতি বা generation loss হয় না।

NTSC

National Television System Committee সংক্ষেপে NTSC। একটি টেলিভিশন সম্প্রচার মান, এটি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, মেক্সিকোসহ নানা দেশে ব্যবহৃত হয়। এতে ছবিকে ৫২৫টি রেখায় ভাগ করা হয় এবং সেকেন্ডে ৩০ ফ্রেম চলে। (অন্য মানগুলো দেখুন ঃ PAL, SECAM)

O/S

Over the shoulder সংক্ষেপে O/S। মুখোমুখি বসে থাকা দু'জনের একজনের কাঁধের ওপর থেকে অন্য জনের ছবি নেওয়া হয় যে শটে।

Over the shoulder shot

OB

Outside Broadcast সংক্ষেপে OB। বাংলায় বলা যায় বহিঃসম্প্রচার। স্টেশনের বাইরের কোনো ঘটনা যেমন খেলাধুলা, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সরাসরি সম্প্রচার। এর জন্য বেশ কয়েকটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়, ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য ছোট নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থাকে, ছোট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সিগন্যাল স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভ লিংক

www.pathagar.com

ব্যবহার করে সরাসরি স্টেশনে পাঠানো হয়। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি একটি ভ্যানে থাকে, একে OB Van বলে।

Offline

কম ব্যয়বহুল সম্প্রচার মানের নয় এমন যন্ত্রে সম্পাদনা করা। এ পদ্ধতিতে কম রেজুলেশনে ছবি ডিজিটাইজ করে সম্পাদনা করা হয়, এর ফলে কোন শটের পর কোন শট, শটগুলোর timecode এবং টেপ নম্বর সম্বলিত একটি তালিকা তৈরি হয় এবং তা ফ্লপি ডিস্কে save হয়। একে Editing Decision List সংক্ষেপে EDL বলে। পরে মানসম্পন্ন উঁচু রেজুলেশনের প্যানেল এ তালিকা অনুসারে নিজে নিজেই টেপ থেকে শট নিয়ে সম্প্রচার উপযোগী সম্পাদনা করে থাকে।

On air

যখন সম্প্রচার চলছে। কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময়কে On air time বলে উল্লেখ করা হয়। স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার বা আগাম অনুষ্ঠান ধারণের সময় অন্যদের সতর্ক করার জন্য স্টুডিওর সামনে On air লেখা লাল চিহ্ন জ্বালিয়ে রাখা হয়।

Online

এ পদ্ধতিতে ছবি শুরু থেকেই যথাযথ রেজুলেশনে হার্ডডিস্কে ধারণ করে সম্পাদনা করা হয়। আধুনিক কম্পিউটারভিত্তিক সম্পাদনা প্যানেলগুলো তুলনামূলকভাবে বেশী দামি ছিল, তখন খরচ বাঁচাতে Offline পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। (দেখুন ঃ Non-linear editing)

OOV

Out of vision সংক্ষেপে OOV। এটা স্ক্রিপ্টে উলেখ করা হয় এমন একটা বিশেষ নির্দেশ, যেখানে বক্তাকে দেখা যাবেনা কিন্তু তার ধারাবর্ণনা বা কণ্ঠ শোনা যাবে।

খবরের ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পুরো খবরটি যখন সংবাদ পাঠক পড়েন এবং তার সঙ্গে ঘটনার বা সংশ্লিষ্ট ছবি দেখানো হয় তাকে OOV বলা হয়। খবরটির শুরুর কয়েকটি বাক্যের পরই পাঠক অন্তরালে চলে যান বা Out of Vision হয়ে যান বলেই এরকম নামকরণ। সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ বা Voice Over-এর সঙ্গে ছবি চলে বলে একে Voice Over-ও বলা হয়।

Over run

অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ সময় অতিক্রম করা।

www.pathagar.com

Package

টেলিভিশন সংবাদে প্রতিবেদকের কণ্ঠে উপস্থাপিত ছবিসহ ৮০ থেকে ১০৫ সেকেন্ডের (১ মিনিট ২০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড) সংবাদ প্রতিবেদন।

PAL

Phased Alternate Line সংক্ষেপে PAL। রঙিন টেলিভিশনের আরেকটি সম্প্রচার মান, এটি যুক্তরাজ্য, ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অংশে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও এ মান ব্যবহৃত হয়। এতে ছবিকে ৬২৫টি আনুভূমিক রেখায় ভাগ করা হয় এবং সেকেন্ডে ২৫ ফ্রেম চলে। (অন্য মানগুলো দেখুন ঃ NTSC, SECAM)

Pan

আনুভূমিকভাবে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে ক্যামেরা ঘোরানো। এ ধরনের শটে সোজা সামনে তাকানোর পর ডানে বা বামে তাকানো হয়েছে বলে মনে হয়।

Pan (sound)

এমনভাবে শব্দ মেশানো যাতে স্টেরিও স্পিকার বা হেডফোনে শুনলে মনে হয় শব্দ একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে।

PCR

Production Control Room, সংক্ষেপে PCR। স্টুডিওর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, যেখানে বসে অনুষ্ঠান ধারণ বা সরাসরি অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একে Gallery-ও বলা হয়। (বিস্তারিত দেখুন: Gallery)

Pedestal (ped)

স্টুডিওতে ব্যবহৃত একজন চালিত ক্যামেরার মানসম্মত স্ট্যান্ড যা ক্যামেরার সহজ সাবলীল চলাচল নিশ্চিত করে। এগুলোতে চাকা লাগানো থাকে যাতে ক্যামেরাসহ চলাচল করা যায়। এতে গ্যাসপূর্ণ স্তম্ভের উপর ক্যামেরা বসানো থাকে এবং তা ক্যামেরার উচ্চতা বাড়াতে কমাতে সহায়তা করে। একে প্রায়শঃ সংক্ষেপে ped বলে ডাকা হয়।

Personal mic

ছোট্ট মাইক্রোফোন, সাধারণত কাপড়ে লাগানো থাকে। কখনো কখনো তারের বদলে

www.pathagar.com

রেডিও ট্রান্সমিটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যাতে বক্তা বা উপস্থাপক চলাফেরা করতে পারেন।

Point of view shot

কোনো চরিত্রের অবস্থানের খুব কাছ থেকে ক্যামেরা ধরে তোলা ছবি যাতে দৃশ্যটি ওই চরিত্রের চোখে দেখা হচ্ছে মনে হয়। একে Subjective shot-ও বলে।

Pop

মাইক্রোফোন মুখের খুব কাছে থাকলে কিছু কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ (বিশেষ করে 'প') উচ্চারণের ফলে মাইক্রোফোনে যে অবাঞ্ছিত ধ্বনি তৈরি হয়। আভিধানিক অর্থঃ ফট শব্দ; পট শব্দ; ফুৎকার (বাংলা একাডেমি ইংরেজি-বাংলা অভিধান)।

Portaprompt

এক ধরনের Prompting system। (বিস্তারিত দেখুন ঃ Prompting systems)

Post-production

কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ছবি ধারণ বা স্যুটিংয়ের পর যেসব কাজ করা হয়। বিশেষ করে ছবি সম্পাদনা, শব্দ সংযোজন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য গ্রাফিক্স যোগ করা।

Pre-production

কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ছবি ধারণ বা স্যুটিংয়ের আগের লিখিত পরিকল্পনা পর্ব। এর মধ্যে রয়েছে স্ক্রিপ্ট তৈরি, বাজেট করাসহ অন্যান্য কাজ।

Presentation

সম্প্রচারসূচি তৈরি, অনুষ্ঠানমালা একের পর এক সাজানো, পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য ঘোষণা তৈরি ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত বিভাগ।

Production

কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ছবি ধারণ বা স্যুটিং পর্ব।

Prompting systems

ক্যামেরার সামনে লাগানো বিশেষ ধরনের পর্দা যাতে উপস্থাপক বা খবর পাঠকের জন্য স্ক্রিপ্ট ভেসে উঠে এবং এর নিয়ন্ত্রিত গতিতে নিচ থেকে উপরে উঠে। দর্শক এ প্রক্রিয়াটি

www.pathagar.com

দেখতে পান না কেননা এ পর্দার লেখা পড়ার জন্য উপস্থাপক বা খবর পাঠককে সরাসরি ক্যামেরা লেন্সের দিকে তাকাতে হয়।

বিভিন্ন ধরনের Prompting system রয়েছে যেমন, Autocue, Autoscript, Portaprompt, Teleprompter।

PSA

Public Service Announcement সংক্ষেপে PSA। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর দর্শকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা তথ্য সম্বলিত ছোট অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণত জনস্বার্থে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়।

PTC

Piece to camera সংক্ষেপে PTC। কোনো জায়গাকে পরিচিত করতে বা প্রতিবেদন শেষ করতে উপস্থাপক বা প্রতিবেদক সরাসরি কামেরায় তাকিয়ে কথা বলেন যে শটে। একে 'Stand-upper' বলা হয়।

Pulling focus

একই শটে ফ্রেমের সামনের বস্তু বা ব্যক্তি থেকে ফোকাস বদল করে পটভূমি বা পেছনের কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ফোকাস করা এবং বিপরীতক্রমে। একে racking focus-ও বলে।

Radio mic

রেডিও ট্রান্সমিটারের সঙ্গে সংযুক্ত মাইক্রোফোন যা ব্যবহার করলে বক্তা বা উপস্থাপক তারে প্যাঁচিয়ে পড়ার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে চলাফেরা করতে পারেন।

Rail

রেললাইনের মতো দেখতে কম ওজনের পাত, ক্যামেরা dolly'র সাবলীল চলাচল নিশ্চিত করতে পাতা হয়।

RCA connector

মানসম্মত composite ছবি ও শব্দের জন্য ব্যবহৃত ক্যবল সংযোগ ব্যবস্থা। সাধারণ ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এবং ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

Recce

Reconnaissance সংক্ষেপে Recce (উচ্চারণ : রেকি)। আভিধানিক অর্থ ঃ শত্রুপক্ষের অবস্থান, তাদের শক্তি ইত্যাদি জানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত তথ্যানুসন্ধান বা তৎসংক্রান্ত অভিযান; যে কোনো ধরনের কাজ শুরু করার পূর্বে প্রাথমিক জরিপ (বাংলা একাডেমি ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান)।

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে স্যুটিংয়ের আগে কোনো জায়গা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য জায়গাটি ঘুরে আসা। ছবি তোলার সময় কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে, শব্দ বা আলোর ক্ষেত্রে কি কি দেখা দিতে পারে জানার জন্য তা করা হয়।

Reflector

আলো প্রতিফলিত করে এমন বস্তু। স্টুডিওর বাইরে ছবি তোলার সময় মৃদু আলো ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Rendering

Non-linear editing system এ কোনো কোনো ইফেক্ট সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়না, এগুলো কার্যকর করার প্রক্রিয়াকে Rendering বলে। এতে একটু সময় লাগে। গ্রাফিক এনিমেশনের ক্ষেত্রেও Rendering লাগে। Rendering প্রক্রিয়ায় এডিটিং সফটওয়্যার প্রত্যেকটি ফ্রেমে ওই ইফেক্ট কার্যকর করে ফলে এতে একটু সময় লাগে।

RGB

Red, Green, Blue। রঙিন ভিডিও সিগন্যালের মূল উপাদান। টেলিভিশন এবং ভিডিওতে ব্যবহৃত তিনটি মৌলিক রং। এ তিনটি রঙের সমন্বয়ে তৈরি হয় রঙিন ছবি।

Roller

অনুষ্ঠান তৈরির পেছনে যারা কাজ করেছেন তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান শেষে পর্দার নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া নামের তালিকা।

Rolling spider

চাকা লাগানো spreader যাতে ট্রাইপড বসিয়ে সাধারণ ট্রাকিং শট নেওয়া যায়।

Rough cut

ছবি সম্পাদনার প্রথম স্তর। এসময় প্রয়োজনীয় ছবির বিভিন্ন শট কেটে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখা হয়।

www.pathagar.com

Royality

সম্মানী। আরেকজনের স্বত্ব রয়েছে এমন কোনো কিছু ব্যবহারের জন্য দেওয়া অর্থ।

Runner

Production team-এর কনিষ্ঠ সদস্য। সাধারণ কঠিন কাজ, বিভিন্ন জিনিস আনা নেওয়া, সম্পাদনার সময় চা কফি খাওয়ানো, খাবার আনা ইত্যাদি তার দায়িত্ব।

Running order

কোনো অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক তালিকা যাতে সময়ও উল্লেখ করা থাকে। খবরের ক্ষেত্রে বুলেটিনে প্রচার হবে এমন প্রতিবেদনগুলোর অনুক্রম।

Rushes

সম্পাদনা করা হয়নি এমন ছবি যা কেবল তুলে আনা হয়েছে। স্যুটিং এবং সম্পাদনার মধ্যবর্তী অবস্থা।

শব্দটির উৎপত্তি চলচ্চিত্রে, যেখানে স্যুট করা নেগেটিভ দিন শেষে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় এবং পরের দিন সকালে যাতে দেখা যায় তার জন্য রাতারাতি তাড়াহুড়া করে (in a rush) প্রসেস করা হয়।

Screenplay

চিত্রনাট্য। সাধারণ অর্থে কোনো অনুষ্ঠানের লিখিত বর্ণনা যাতে প্রতিটি দৃশ্যের অভিনয় এবং সংলাপ উল্লেখ থাকে। একে shooting script-ও বলা হয়।

SECAM

Sequential Couleur à Memoire সংক্ষেপে SECAM। টেলিভিশনের আরেকটি সম্প্রচার মান, এটি ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপের বেশীরভাগ দেশে ব্যবহৃত হয়। এতে ছবিকে ৬২৫টি রেখায় ভাগ করা হয় এবং সেকেন্ডে ২৫ ফ্রেম চলে। (অন্য মানগুলো দেখুন ঃ NTSC, PAL)

Serial

বিভিন্ন পর্বে (Episode) বিভক্ত ধারাবাহিক অনুষ্ঠান যা কয়েক দিন বা সপ্তাহে একদিন করে দেখানো হয়।

www.pathagar.com

Series

একই অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বিষয়বস্তু নিয়ে প্রতি পর্বে (Episode) আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র গল্প নিয়ে নির্মিত ধারাবাহিক অনুষ্ঠান।

SFX

Sound effect স্ক্রিপ্টে চিহ্নিত করতে সংক্ষেপে SFX লেখা হয়। বিস্ফোরণের শব্দ, দরজা বন্ধ করার শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ইত্যাদি Sound effect এর অন্তর্ভুক্ত।

Special effect-এর সংক্ষেপ হিসেবে SFX সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

Shot-counter shot (shot-reverse shot)

বিশেষ করে দুজনের কথোপকথনের দৃশ্যে একজনের শটের পর আরেকজনের শট ব্যবহারের নীতি। এটা স্থান কালের সমস্যা তৈরি না করে ছবি সম্পাদনার মূলসূত্র।

Shot list

ঘটনাস্থল বা বাইরে থেকে ধারণ করে আনা ছবির তালিকা।

টেপে কোন শটের পর কোন শট আছে এগুলোর Timecode, দৈর্ঘ্য এবং বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয় যাতে সম্পাদনার সময় প্রয়োজনীয় শটগুলো অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায়।

Shotgun microphone

লম্বা, নির্দিষ্টমুখী (directional) মাইক্রোফোন, আশেপাশের শব্দ বাদ দিয়ে যে দিকে তাক করা হয় সেখান থেকে উৎসারিত শব্দই গ্রহণ করে।

S/I

Super-impose হলো একটি ছবির ওপর আরেকটি ছবি এমনভাবে যুক্ত করা যাতে দুটো ছবিই দেখা যায়। সংক্ষেপ হিসেবে স্ক্রিপ্টে S/I উল্লেখ করা হয়। কেউ কথা বলছে এমন শটে তার নাম উল্লেখ করার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। (দেখুন ঃ Aston, Super)

Soft focus

অল্প ঝাপসা বা out of focus ছবি।

www.pathagar.com

Soft light

কম উজ্জ্বল আলোর উৎস বা ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন আলো যাতে বস্তু বা ব্যক্তির হালকা ছায়া পড়ে।

SOVT/SOT

Sound on videotape সংক্ষেপে SOVT। টেপে ধারণ করা ছবির সঙ্গে এর শব্দও প্রচার হবে- বোঝানোর জন্য স্ক্রিপ্টে উল্লেখ করা হয়, এক্ষেত্রে উপস্থাপক বা খবর পাঠকের কথার সঙ্গে কোনো ছবি চলবে না। উপস্থাপক বা সংবাদপাঠকের ঘোষণার পর, ছবিসহ শব্দ প্রচারিত হবে। খবরে শুধু কারো বক্তব্য দেখানোর জন্য এটা ব্যবহৃত হয়, একে sound on tape সংক্ষেপে SOT-ও বলে।

Sound bite

ঘটনাস্থল থেকে ধারণ করা ছবি থেকে সংবাদ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু শব্দ। প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শী, ক্ষতিগ্রস্ত বা সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যের নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। একে talking head বা sound on tape বলেও ডাকা হয়।

Spider

Spreader এর আরেক নাম। তিন বাহুওয়ালা ভাঁজ করা যায় এমন ফ্রেম যাতে ট্রাইপডের পাগুলো রাখা থাকে। এগুলো ট্রাইপডকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে সহায়তা করে, এর পাগুলোর কারণে মেঝে ফুটো হওয়া রোধ করে।

Spot

জনসচেতনা বাড়াতে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য বা বার্তা সম্বলিত ছোট অনুষ্ঠান।

Spreader

তিন বাহুওয়ালা ভাঁজ করা যায় এমন ফ্রেম যাতে ট্রাইপডের পাগুলো রাখা থাকে। এগুলো ট্রাইপডকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে সহায়তা করে, এর পাগুলোর কারণে মেঝে ফুটো হওয়া রোধ করে।

Stage L

মঞ্চে ব্যবহৃত হয়। দর্শকদের (বা ক্যামেরার) দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর বাম দিক হলো Stage L। এটা Cam L এর বিপরীত।

www.pathagar.com

Stage R

মঞ্চে ব্যবহৃত হয়। দর্শকদের (বা ক্যামেরার) দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ডান দিক হলো Stage R। এটা Cam R এর বিপরীত।

Stand by

পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা। খবর বা স্টুডিও থেকে সরাসরি কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আগে MCR-এর কিউর জন্য, একটি প্রতিবেদন শেষ হওয়ার আগে সংবাদ পাঠক পরবর্তী প্রতিবেদনের সূচনা পড়ার জন্য প্রযোজকের কিউর জন্য, সূচনার পর পরবর্তী প্রতিবেদনের টেপ বা ছবি চালানোর জন্য ভিটি অপারেটর প্রস্তুত বা stand by থাকেন। সবাই কিউ দেবার অন্তত দশ সেকেন্ড আগে stand by বলে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

Stand up

সংবাদ প্রতিবেদনের একটি অংশ। এতে ঘটনাস্থলে প্রতিবেদকের উপস্থিতি দেখাতে বা প্রতিবেদন শেষ করতে প্রতিবেদক ঘটনা সংশ্লিষ্ট কোনো জায়গার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি কামেরায় তাকিয়ে কথা বলেন। (দেখুন ঃ PTC)

Standard conversion

এক সম্প্রচার মানের ছবিকে অন্য মানে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। যেমন NTSC থেকে PAL বা SECAM।

Sting

অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য ব্যবহৃত অল্প একটু সংগীত মূর্ছনা অথবা Animated Garphics অথবা দুটোর সমন্বয়। অনুষ্ঠানের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাবার জন্যও Sting ব্যবহার করা হয়।

Stock shot

কোনো নির্দিষ্ট দিনের বলে মনে হয় না এমন সাধারণ ছবি। কোনো ভবনের বা জায়গার সাধারণ দৃশ্য, উড়োজাহাজ উড়ছে, ট্রেন চলতে শুরু করেছে এমন ছবি। এগুলোকে library footage হিসেবেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

Storyboard

কোনো অনুষ্ঠানের প্রতিটি শটের হাতে আঁকা ছবিসহ লিখিত বর্ণনা। এনিমেশনের ক্ষেত্রে এসব স্কেচ পুরো কার্টুন ছবিটির দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

Strap

সাধারণত পর্দার ঠিক নিচে super-impose করা চিকন পট্টি যা কোনো লেখার পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলো গাঢ় অথবা হালকা স্বচ্ছ হতে পারে যাতে এগুলোর ওপর লেখা super বা subtitle সহজেই পড়া যায়। (দেখুন ঃ Super, Subtitle)

Stringer

নিয়মিত চাকুরির বাইরে চুক্তিভিত্তিক সংবাদকর্মী যাদের কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তারা সাধারণত ঘটনার আগাম খবর বা কোনো ঘটনা ঘটলে তা কাভার করার জন্য কাউকে পাঠানোর জন্য বার্তাকক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

Subjective shot

কোনো চরিত্রের মাথার মধ্যে বসানো হয়েছে এমন অবস্থানে ক্যামেরা রেখে ছবি তোলা যেন চরিত্রটি নিজের চোখে দেখছে। একে Point of view shot-ও বলে।

Subtitle

অন্য কোনো ভাষার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দর্শক যাতে কথোপকথন এবং ধারাবর্ণনা বুঝতে পারে সেগুলো অনুবাদ করে অথবা বধিরদের জন্য পর্দার নিচের দিকে super-impose করে কথোপকথন ও ধারাবর্ণনা লিখে দেওয়া।

Super

Super-impose এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Super-impose হলো একটি ছবির ওপর আরেকটি ছবি এমনভাবে যুক্ত করা যাতে দুটো ছবিই দেখা যায়। কেউ কথা বলছে এমন শটে তার নাম উল্লেখ করার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়, একে name super বলেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

S-VHS

Super-VHS। VHS এর উন্নত সংস্করণ, এতে ছবির আরো উঁচু রেজুলেশন পাওয়া যায়। সাধারণ VHS টেপ S-VHS প্লেয়ারে চলে, কিন্তু S-VHS টেপ সাধারণ VHS প্লেয়ারে চলে না। (দেখুন ঃ VHS)

Switcher

কয়েকটি ক্যামেরায় দৃশ্য ধারণের ক্ষেত্রে এক ক্যামেরা থেকে অন্য ক্যামেরার ছবিতে যাওয়ার যন্ত্র। (দেখুন ঃ vision mixer)

Take

কোনো বিরতি ছাড়া একটি শট ধারণ করা। একই শট কয়েকবার নেওয়া হলে এগুলোকে take one, take two ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করা হয়।

Talkback

কোনো একটি কাজের জায়গায় বিভিন্ন অবস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকজনের মধ্যে কথাবার্তা বলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। সাধারণত স্টুডিওতে ব্যবহার করা হয় যাতে production staff ক্যামেরাপারসন, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, আলোক নিয়ন্ত্রণ, videotape এলাকার সঙ্গে এবং অন্যরাও production staff এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

দু ধরনের Talkback আছে, open এবং switched। Open talkback সব সময় খোলা, production staff এর সামনে মাইক্রোফোন খোলা থাকে তাদের কথা অন্যরা শুনতে পান। Switched talkback ব্যবহার করা হয় উপস্থাপক বা খবর পাঠকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এ ব্যবস্থায় উপস্থাপকের কানে লাগানো ফোনটিতে কথা বলার জন্য বিশেষ বোতাম চেপে কথা বলতে হয়।

Talking head

সাধারণ অর্থে ক্যামেরায় close shot-এ ধারণ করা কারো বক্তব্যকে Talking head বলা হয়। কারণ তাতে কেবল কথা বলছে এমন কারো মাথাই দেখা যায়।

Talk show

সমাজ বা দেশের স্বার্থ জড়িত কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অতিথিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার অনুষ্ঠান।

www.pathagar.com

Tally lamp

ক্যামেরায় লাগানো এক প্রকার বাতি যা ছবি ধারণ করার সময় জ্বলে উঠে, এতে অভিনেতা অভিনেত্রী বা উপস্থাপক (একাধিক ক্যামেরা হলে কোন ক্যামেরায়) ছবি ধারণ করা হচ্ছে বুঝতে পারেন। একে Cue Light-ও বলা হয়।

Tech run

Technical run সংক্ষেপে Tech run। বিশেষ করে কারিগরি দিকে নিয়োজিতরা (আলোক, শব্দ এবং ক্যামেরা) যাতে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা করতে পারে তার জন্য কোনো অনুষ্ঠানের পুরো অনুশীলন।

Teleprompter

স্টুডিওতে ব্যবহৃত টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে স্ক্রিপ্ট ভেসে উঠে বা প্রম্পট হয় যে যন্ত্রটিতে, তার একটি ব্র্যান্ড। (দেখুন ঃ Autocue, Prompting system)

Three point lighting

আলোক নিয়ন্ত্রণের একটি শিল্পিত নীতি। এতে তিনটি অবস্থান থেকে তিন ধরনের আলোর উৎস ব্যবহার করা হয়। এতে একটি প্রধান আলোর উৎস থাকে (key light), ছায়াগুলো দূর করার জন্য একটি (fill light) এবং অভিনেতার পেছনের অংশ আলোকিত করার জন্য আরেকটি (back light) উৎস থাকে।

Three shot

একটি মাঝারি শটে তিন জনকে ফ্রেমে রাখা। Two shot-এ দু'জনকে রাখা হয়।

Ticker

টেলিভিশন পর্দায় সাধারণত ডান থেকে বামে চলমান লেখা। সংক্ষেপে সবশেষ খবর দেওয়ার জন্য বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়। (দেখুন ঃ Crawler)

Tilt

একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে ক্যামেরা উলম্বভাবে উঠানো নামানো। এতে কোনোখানে দাঁড়িয়ে উপরে বা নিচে তাকানোর ছবি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

Time lapse

দীর্ঘ সময় ধরে চলে এমন ঘটনার ছবি তোলার পদ্ধতি। যেমন, গাছের চারা বড় হওয়া, মেঘের চলা, ঋতুর পরিবর্তন। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ক্যামেরা রেখে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এক ফ্রেম করে ছবি তোলার মাধ্যমে এটা করা হয়। বীজ থেকে গাছ হওয়ার ছবি দিনে এক ফ্রেম করে তোলা হয়, পরে এগুলো চালানো হলে মনে হয় খুব দ্রুত বেড়ে উঠছে।

Time code

ভিডিও টেপের প্রত্যেকটি ফ্রেম চিহ্নিত করার জন্য এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল। চার জোড়া সংখ্যা দিয়ে Time code (সংক্ষেপে TC) দেখানো হয়, যেমন ঃ 01:40:32:22। এখানে 01 হচ্ছে ঘন্টা, 40 হচ্ছে মিনিট, 32 হচ্ছে সেকেন্ড, 22 হচ্ছে ফ্রেম; অর্থাৎ রেকর্ড শুরু হবার পর টেপটি ১ ঘন্টা, ৪০ মিনিট, ৩২ সেকেন্ড ২২ ফ্রেমে গিয়ে থেমে আছে। অনেক সময় টেপের ক্রম ঠিক রাখতে ঘন্টার সংখ্যায় টেপ নম্বর রাখা হয়। Camcorder বা ক্যামেরা এবং Video Tape Recorder (VTR)-এ একেবারে নতুন টেপে কত থেকে টাইমকোড শুরু হবে তা সেট করে ছবি তোলা বা রেকর্ড করা শুরু করা যায়। পুরনো টেপে ক্যামকর্ডার আগের টিসি পড়ে নিয়ে তার ক্রম রক্ষা করে ছবি তুলতে থাকে। ভিটিআর ভেদে পুরনো টেপে রেকর্ড করার ক্ষেত্রে টিসি'র ক্রম রক্ষার জন্য পদ্ধতি বিভিন্ন।

Track

ক. কোনো নির্দিষ্ট পথ ধরে ক্যামেরা dolly চালানোর জন্য এক জোড়া পাত।

খ. ক্যামেরার একটি চলমান শট, যাতে ক্যামেরা dolly বা pedestal-এ আনুভূমিকভাবে চলে চলমান কোন কিছু বা ব্যক্তিকে অনুসরণ করে। এতে কারো পাশাপাশি হাঁটার মতো ছবি আসে।

গ. সিডি, অডিও ক্যাসেট বা এলপিতে একটি নির্দিষ্ট গান।

ঘ. ভিডিও টেপ বা editing system-এ নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে, যেমন ঃ music track বা effect track।

Tripod

তিন পেয়ে স্ট্যান্ড যাতে ক্যামেরা রাখা হয়। প্রয়োজন মতো এর উচ্চতা বাড়ানো কমানো যায়।

www.pathagar.com

Two shot

একটি মাঝারি শটে দু'জনকে ফ্রেমে রাখা।

TX

Transmission সংক্ষেপে TX। যখন কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে।

Uplink

Ground station থেকে communication satellite-এ সিগন্যাল পাঠানো যাতে অন্য প্রান্তের গ্রাহক যন্ত্র তা ধরতে পারে।

VHS

Video Home System সংক্ষেপে VHS। গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য সৌখিন ভিডিও ফরম্যাট। এতে আধ ইঞ্চি প্রস্তের ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হয় এবং এর ছবিকে ২৪০টি আনুভূমিক রেখায় ভাগ করা হয়। এর কয়েকটি উন্নত সংস্করণ রয়েছে যেমন, উন্নত এনালগ মানের S-VHS, D-VHS-এ অন্য ফরম্যাটের ডিজিটাল ছবি রেকর্ড করা যায়। VHS-C (C তে Compact) ক্যামকর্ডারে একটু ছোট আকৃতির ক্যাসেট ব্যবহার করা হয় এবং adaptor ব্যবহার করে তা সাধারণ প্লেয়ারেই চালানো যায়।

Viewfinder

ছবি তোলার আগে ফ্রেম, ফোকাস ইত্যাদি ঠিক করার জন্য ক্যামেরার যে অংশে চোখ রেখে লক্ষ্যবস্তু দেখা যায়।

Videographer

যিনি আলোক ও ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণসহ ভিডিওচিত্রের সবকিছু দেখভাল ও তদারকির দায়িত্ব পালন করেন।

Vision mixer

ক. স্টুডিওতে বিভিন্ন ক্যামেরা ও ছবির উৎস থেকে পরিচালকের নির্দেশ মতো ছবি cutting/mixing করেন যিনি।

খ. স্টুডিও, OB ভ্যানে বা edit suit-এ যে যন্ত্রটি দিয়ে cut এবং mix নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

www.pathagar.com

VLS

Very long shot সংক্ষেপে VLS। দূর থেকে নেওয়া শট যেখানে কোনো মানুষকে বেশ ছোট দেখায় এবং তা ফ্রেম পুরো করে না।

Very long shot

VNR

Video News Release সংক্ষেপে VNR। কোনো কোম্পানির নতুন কোনো পণ্য, সেবা অথবা কোনো সংস্থার নতুন কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি সচিত্র প্রতিবেদন। স্যাটেলাইট ফিডের মাধ্যমে প্রচারিত এসব প্রতিবেদন অনেকটা সংবাদচিত্রের মতো করে তৈরি করা হয় এবং তা ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা অডিও চ্যানেলে ধারাবর্ণনা ও অন্যান্য শব্দ দেওয়া হয়।

V/O

Voice over সংক্ষেপে V/O। অনুষ্ঠানের ধারাবর্ণনা যেখানে শুধু ছবি এবং কণ্ঠ শোনা যাবে কিন্তু উপস্থাপক বা বক্তাকে দেখা যাবে না। (দেখুন ঃ OOV)

Vox pops

ল্যাটিন ভাষায় vox populi সংক্ষেপে vox pop; মানে হলো voice of the people বা গণমানুষের কথা। সাধারণত চলার পথে মানুষজনকে থামিয়ে কোনো বিষয়ে সহজ প্রশ্ন করে তাদের মতামত তুলে ধরার কৌশল।

VT

Video tape এর সংক্ষেপ VT।

W/A

Wide angle সংক্ষেপে W/A। সাধারণ দৃষ্টির চেয়ে বিস্তৃত দেখা যায় যে শটে।

Watershed

আভিধানিক অর্থ: দুটি নদী-অববাহিকার বিভাজন রেখা; জল বিভাজিকা; ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ঘটনাবলীর বিভাজক রেখা; সন্ধিক্ষণ (বাংলা একাডেমি ইংরেজি-বাংলা

www.pathagar.com

অভিধান)। ভূ-তত্ত্বে একেকটি জলাধারে (নদী, খাল, পুকুর ইত্যাদি) যে এলাকার পানি এসে পড়ে সে এলাকাটিকে একটি Watershed বলে চিহ্নিত করা হয়।

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে শিশু এবং কম বয়সীদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সহিংস ঘটনা, যৌন সম্পর্কের বিষয় আশয় নিয়ে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে যে সময়সীমা মেনে চলা হয় তাকে Watershed বলে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে Watershed কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে রাত ৯টার পর ১২ বছরের কম বয়সী কেউ আর জেগে থাকে না। তাই রাত ৯টা থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সময়কালকে Watershed বলে চিহ্নিত করা হয়, এ সময়ের মধ্যেই কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য অনুষ্ঠানাদি প্রচার করা হয়।

Wallpaper

ক. শব্দহীন ছবি, স্টুডিওতে উপস্থাপকের কথা বা ধারাভাষ্যের সঙ্গে চালানো হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খবর, খেলাধুলার অনুষ্ঠানে পরবর্তীতে কি থাকছে তা ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

খ. সংবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘটনার ছবি পাওয়া যায়না, অনেক জায়গায় ছবি তুলতে দেওয়া হয়না। যেমন সংসদ অধিবেশন, হাইকোর্টের কোনো আদালত। এসব ক্ষেত্রে দেয়ালে টানানো ছবির মতো ওই জায়গার বিভিন্ন Angle-এর GV ব্যবহার করে খবরটি পরিবেশন করা হয়। তখন এগুলোকে Wallpaper শট বলা হয়।

White balance

আলোর মাত্রার হেরফের হলেও যাতে ছবির মান হেরফের না হয় তার জন্য আলো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সাদা বস্তুকে ক্যামেরার সামনে ধরে ক্যামেরার স্মৃতিতে রাখা। এতে ছবিতে বিভিন্ন বস্তুর রঙের হেরফের হবে না। আলোর উৎস পরিবর্তন হলেই White balance করে ছবি তুলতে হবে।

Widescreen

টেলিভিশনের সাধারণ মানের চেয়ে বেশী বিস্তৃত aspect ratio'র ছবি। টেলিভিশন পর্দার বিস্তার এবং উচ্চতার সাধারণ অনুপাত ৪:৩, Widescreen টেলিভিশনের পর্দার এ অনুপাত ১৬:৯।

www.pathagar.com

Widescreen

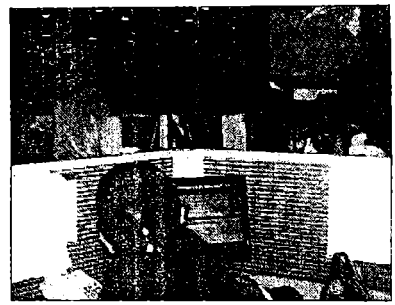

Normal Screen

Wipe

ক. টেপে ধারণ করা কোনো ছবি বা শব্দ মুছে ফেলা।

খ. এক ধরনের ইফেক্ট যাতে আগের ছবিকে ডান বা বাম থেকে মুছে ফেলার মতো করে পরের ছবি আসে।

WS

Wide shot সংক্ষেপে WS। যে শটে পুরো সেট দেখা যায়, স্টুডিওর বাইরে হলে বিস্তৃত একটা এলাকার ছবি পাওয়া যায় যে শটে।

Wide shot

XLR

ক্যাবল সংযোগের জন্য তিন পিন সম্বলিত জ্যাক। সাধারণত পেশাদার, ভারসাম্যপূর্ণ শব্দ ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। একে Cannon connector বলেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

Zebra pattern

অতিরিক্ত উজ্জ্বল আলোর উৎসের কারণে ছবির কোনো অংশ নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল হলে Over exposure হয় এবং ছবি যথাযথ হয় না, প্রফেশনাল ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে এসব অংশে ডোরাকাটা দাগ দেখা যায় এগুলোকেই Zebra pattern বলে। এটা আইরিশ বাড়িয়ে কমিয়ে Exposure ঠিক করতে সহায়তা করে।

Zoom

ক. ক্যামেরা না সরিয়ে বিভিন্ন দূরত্বে ফোকাস করা যায় এমন লেন্স।

খ. Zoom লেন্স ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া যায়। Zoom in মানে হলো কোনো কিছুকে ফ্রেমের মধ্যে বড় করে ধরা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট খ

বিকল্প কিছু শব্দ

লেখার অভ্যাস থেকে টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্টে মনের অজান্তেই অনেক খটোমটো শব্দ লিখে ফেলি আমরা, যেগুলো হয়তো নিত্যদিনের ফরমাল কথাবার্তায় ভুলেও ব্যবহার করা হয়না। টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্টে পাওয়া এমনসব শব্দের কিছু বিকল্প শব্দের তালিকা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। এমন একটি তালিকায় মাঝে মধ্যে চোখ বুলালে কাজেও লাগতে পারে। তালিকাটি আপনিও ঘষামাজা করে নিতে পারেন; যোগ করতে পারেন নজরে পড়েনি এমন শব্দগুলোর বিকল্পও।

অত্যাবশ্যকীয়

অত্যাবশ্যকীয় বলবো না কখনোই। বলবো জরুরি। এছাড়া চলবে না।

অনাবশ্যক

অনাবশ্যক নয়, বলবো অযথা, খামোখা।

অনুষ্ঠেয়

অনুষ্ঠিতব্য কখনোই নয়। বলবো আগামী মাসে অনুষ্ঠেয়, অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া।

অপেক্ষা

অপেক্ষমান নয়, অপেক্ষায় থাকা।

অবশ্যই দরকার

অপরিহার্য নয়। বলবো অবশ্যই দরকার।

আগুন

আমরা বলি আগুন লেগেছে। অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে বলি না কখনো। আমরা বলবো আগুনের ঘটনা, আগুন লেগেছে, আগুনে পুড়ে গেছে, আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।

www.pathagar.com

আবার বলা

পুনর্ব্যক্ত নয়, আবার বলা। *তিনি আবারও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কথা বললেন।*

আলাদা

আলাদা, পৃথক নয়। *আলাদা দু'টি সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু।*

আশা করা হয়নি

অনভিপ্রেত নয়, আশা করা হয়নি, আশা করা যায়না বলবো।

আসল

প্রকৃত নয়, আসল। কিংবা সত্যিকারের। *আসল তথ্য বের হয়ে আসবে। আসল ঘটনা বের হয়ে আসবে। সত্যিকারের লোকটাকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।*

উপরে

উর্ধে নয়। উপরে। উপরে উঠে, উপরে গিয়ে।

এখন

বর্তমানে নয়, এখন। *দেশের লোকসংখ্যা এখন প্রায় চৌদ্দ কোটি।*

কাজ

কর্মকাণ্ড নয়, কাজ। বলবো কাজ, কাজকর্ম, কীর্তিকলাপ। একইভাবে কার্যক্রম নয় কাজ, কাজকর্ম।

খরচ

ব্যয় নয় খরচ বলবো আমরা। *সেতুটি তৈরির খরচ ধরা হয়েছে ২২২ কোটি টাকা।*

খুব

ব্যাপক নয় খুব। *খুব শীত পড়েছে এবার।*

খোলা

উন্মুক্ত নয় খোলা, খুলে দেওয়া। *সবার জন্য খোলা থাকবে। সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে।*

ঘুরে দেখা

পরিদর্শন নয়, বলবো ঘুরে দেখা। *পরে অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।*

www.pathagar.com

চলছে

অব্যাহত নয়, চলছে, চলতে থাকবে।

চাইতে/চেয়ে

তুলনায় বলার চেয়ে চাইতে বা চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহার হয়। *গতবারের চেয়ে বেশী বিক্রি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।*

চেষ্টা

বিশেষভাবে চেষ্টা হচ্ছে প্রচেষ্টা। আমরা শুধু চেষ্টাতেই থাকবো। *সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বীকার করলেন অর্থমন্ত্রী।*

ছাড়া/ছেড়ে যাওয়া

ত্যাগ নয়, বলতে হবে ছাড়া, ছেড়ে যাওয়া। *লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে গেছেন।*

ছুঁড়ে দেওয়া

নিক্ষেপ নয়, ছুঁড়ে দেওয়া।

জন্ম থেকেই

জন্মগতভাবে নয়। জন্ম থেকেই, জন্মের পর থেকেই।

জড়িত

সংশ্লিষ্ট কিংবা সম্পৃক্ত নয়- জড়িত। *ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।*

জায়গা

স্থান নয়, জায়গা। ঘটনাস্থল নয়, জায়গাটিতে বা সেখানে। কর্মস্থল নয় কাজের জায়গা।

জোর দেওয়া

গুরুত্ব আরোপ নয়, জোর দেওয়া।

ঢুকা

প্রবেশ করা নয়, ঢুকা। *ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন সব চুরি হয়ে গেছে।*

তবু/(তার)পরও

সত্ত্বেও নয়, তবু অথবা (তার)পরও। *প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও কাজটি হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।*

www.pathagar.com

তুলে দেওয়া

হস্তান্তর করা নয়, হাতে তুলে দেওয়া। *বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি।*

তৈরি

নির্মাণ নয় তৈরি। নির্মাণাধীন নয় তৈরি হতে থাকা। প্রস্তুতি বা প্রস্তুত নয়। তৈরি হওয়া কিংবা তৈরি থাকা। তৈরি করা। একইভাবে সৃষ্টি নয়, তৈরি।

থাকা

অবস্থানকারী নয় কখনো। বলবো সেখানে থাকা।

থাকা, চলা

বিরাজমান বা বলবৎ নয়, থাকা, চলতে থাকা।

দরকার দরকারি

প্রয়োজন কিংবা প্রয়োজনীয় নয়। বলবো দরকার কিংবা দরকারি। *এর জন্য ১ হাজার কোটি টাকা দরকার বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। দরকারি সিদ্ধান্ত নিতে আগামীকাল বৈঠকে বসবে কমিটি।*

নানা ধরনের

বিভিন্ন প্রকার নয়, নানা ধরনের। *নানা ধরনের ফুল ও ফুলের বীজ পাওয়া যাচ্ছে মেলায়।*

নাম না জানা

'অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার' বলবো না আমরা। বলবো যুবকের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

নাম রাখা

নামকরণ নয়, নাম রাখা। *মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সড়কগুলোর নাম রাখছে সিটি করপোরেশন।*

নিয়ে

সম্পর্কে নয়; বলবো নিয়ে। *সেখানে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।*

www.pathagar.com

নেওয়া

গ্রহণ করা কখনোই নয়। নেওয়া। নেয়, নেন।

নেতৃত্ব

নেতৃত্বাধীন নয়, বলবো নেতৃত্বে থাকা। *এরশাদের নেতৃত্বে থাকা জাতীয় পার্টি।*

পাঠানো

প্রেরণ নয়, পাঠানো। *তিনি শিগগিরই লোক পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।*

পুরোপুরি

সম্পূর্ণ নয়; পুরো কিংবা পুরোপুরি। *সেতুর কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরো কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে।*

ফুল

পুষ্পস্তবক নয়। ফুলের তোড়া, কিংবা শুধুই ফুল। *শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি।*

বড়

বৃহৎ বা প্রকাণ্ড নয় বড়।

বদল

পরিবর্তে, পরিবর্তন, পরিবর্তিত নয় মোটেও। বলতে হবে বদলে, বদলানো, পাল্টানো, বদলে যাওয়া। *পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন খেসারত দিতে হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।*

বন্দি

বন্দি অথবা কারাবন্দি কিংবা জেলে বন্দি। কারারুদ্ধ নয়।

বাঁচানো

রক্ষা নয়, বাঁচানো। *ঢাকার চারপাশের নদীগুলোকে বাঁচাতে কাজ শুরু করেছে টাস্কফোর্স।*

বাতিল

নস্যাৎ নয়, বাতিল। বাতিল হওয়া, বাতিল করা, ভেস্তে যাওয়া, ভেস্তে দেওয়া।

www.pathagar.com

বারবার

উপর্যুপরি নয়, বারবার। *বারবার আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে খুনিরা।*

বাদ দেওয়া/তুলে নেওয়া

প্রত্যাহার নয়। বলবো তুলে নেওয়া, বাদ দেওয়া কিংবা উঠিয়ে নেওয়া। *কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।*

বেশীরভাগ

আমরা বলবো বেশীরভাগ, অধিকাংশ নয়।

ভর্তি/চিকিৎসা নেওয়া

চিকিৎসাধীন নয়। হাসপাতালে ভর্তি কিংবা চিকিৎসায় থাকা।

মনোযোগ

দৃষ্টি নয়, মনোযোগ। *এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন তিনি। এদিকটাতে আরো বেশী মনোযোগ দিতে হবে।*

মালিকানা

মালিকানাধীন নয়, বলতে হবে মালিকানায় থাকা।

যথেষ্ট

পর্যাপ্ত নয় আমরা বলবো যথেষ্ট। *খাদ্যশষ্যের যথেষ্ট মজুদ আছে বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী।*

রাখা

অন্তর্ভূক্ত নয়। বলবো রাখা কিংবা তোলা। তালিকায় রাখা, তালিকায় তোলা, দলে রাখা, কমিটিতে রাখা।

লোক/মানুষ

ব্যক্তি নয়; লোক, মানুষ।

শুরু

সূত্রপাত নয়, শুরু। *আগুনের শুরু কিভাবে তা জানা যায়নি।*

শেষ

সমাপ্ত কিংবা সমাপ্তি নয়; বলবো শেষ। *আগামী মাসে সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কথা।*

www.pathagar.com

শোভাযাত্রা

র‍্যালি নয় বলবো শোভাযাত্রা। ইংরেজি র‍্যালি শব্দটি মিছিল এবং সমাবেশ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

সই

স্বাক্ষর নয়; সই। *চুক্তিতে সই করেন তিনি। সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।*

সময়মতো

যথাসময়ে নয়, বলবো সময়মতো।

হওয়া

- কৃত নয়, হওয়া বলবো। আটককৃত, পাচারকৃত নয়; আটক হওয়া, পাচার হওয়া।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট গ

ঢাকার বাইরে থেকে টেলিভিশন সাংবাদিকতা

খবরের কাগজ হোক আর টেলিভিশনই হোক, ঢাকার বাইরে থেকে কোনো গণমাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব করা এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। টেলিভিশনের জন্য কাজ করা আরো কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে, টেলিভিশনের জন্য বয়সে তরুণ চটপটেদের অগ্রাধিকার। কোনো ঘটনা ঘটলে টেলিভিশনে খবর পাঠাতে হয় দফায় দফায়। প্রথমেই আসে টিকার বা স্ক্রলের জন্য এক বাক্যে খবরটা দেওয়া। তার জন্য ঘটনাটি আদৌ ঘটেছে কিনা, কিভাবে ঘটলো, কি ঘটলো- এসব প্রশ্নের যথার্থ এবং নিশ্চিত উত্তর পাওয়ার পরই তা নিউজ ডেস্ক কে জানাতে হবে। তারপর আসবে ঘটনার ছবির বিষয়। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে নিউজ ডেস্ক থেকেই তাড়া আসতে পারে ছবি পাঠানোর জন্য, আবার নিজে থেকেই বুঝা যায় ছবির জন্য সেখানে ছুটতে হবে কিনা। ছবি তোলার কাজটিও করতে হবে নিজেকেই- নেমে পড়ুন ক্যামেরাপারসনের ভূমিকায়।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পোজিশনের শটের কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো অনুসরণ করবেন। অনেকেই ক্যামেরা চালানোর জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকেন। যাদের দিয়ে ছবি তোলার কাজটি করাবেন তাদের ওই কম্পোজিশন, বিভিন্ন শট ও এঙ্গেলের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিন। ট্রাইপড ব্যবহার করা ফরজ, কেননা ঢাকার বাইরের প্রতিনিধিদের ব্যবহার করা সৌখিন ক্যামেরা হালকা পাতলা, সামান্যতেই নড়াচড়া করে। ট্রাইপড ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে কিছু কৌশল অনুসরণ করুন-

১. পা দুটো কোনাকুনি ফাঁক করে দাঁড়ান।

২. ক্যামেরাটি দুই হাতে ধরুন।

৩. এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সময় বাহুদুটি শরীরের সঙ্গে আটকে রাখুন।

৪. হেঁটে ছবি তুলতে হলে ক্যামেরাটি একটু সামনে এগিয়ে ধরুন যেন বাহু কিছু নড়াচড়া হজম করে নিতে পারে।

৫. একটানা কিছুক্ষণ ছবি তোলার জন্য ভর দেওয়ার মতো কোনো কিছু খুঁজে নিন।

www.pathagar.com

সৌখিন এসব ক্যামেরার অটো অপশনগুলোর উপর নির্ভর করুন, ভালো ফল পাবেন। ঢাকার বাইরে কাজ করা বেশীরভাগ প্রতিনিধিকেই নিজের খরচে ভিডিও ক্যামেরা কিনে নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রথমে ভিএইচএস বা হোম ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে এ কাজ সারা হতো। এখন সৌখিন মিনিডিভি হ্যান্ডিক্যাম বেশ সহজলভ্য। অনেকে বিদেশে থাকা আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে ক্যামেরা আনিয়ে নেন। সেক্ষেত্রে ভিডিও ফরমেটের বিষয়টা খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের দেশে PAL ফরমেট প্রচলিত, NTSC ফরমেট কোনো কাজে আসবে না। সৌখিন মিনিডিভি প্রফেশনাল কাজের জন্য নয়, তাই এর ছবির মান কিছুটা খারাপ হয়ে থাকে, কিন্তু ভিএইচএস বা অন্যান্য ফরমেটের চেয়ে উন্নত। ক্যামেরা কেনার সময় আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে পারেন, যদিও শুধু প্রফেশনাল ক্যামেরাতেই 3CCD প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ইদানিং কোনো কোনো ব্র্যান্ডের হ্যান্ডিক্যামেও 3CCD প্রযুক্তি রয়েছে। এমন একটি হ্যান্ডিক্যাম আপনাকে ভালো ছবি দেবে। সবচে বড় সমস্যা রয়ে যায় শব্দের ক্ষেত্রে। সৌখিন এইসব ক্যামেরা মিক্সড চ্যানেলে শব্দ ধারণ করে এবং মাইক্রোফোন হয় আরসি জ্যাকের। প্রফেশনাল ক্যামেরায় মাইক্রোফোনের জ্যাক হয় এক্সএলআর টাইপের আর শব্দ ধারণ হয় দুটি আলাদা চ্যানেলে। এছাড়া, ডিরেকশনাল মাইক্রোফোনও ব্যায়বহুল। তাই সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় আশপাশের শব্দ যতো কমিয়ে আনা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছবি তোলা শেষ হলে তা শুরু হলো পাঠানোর ঝক্কি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল বা FTP-র ব্যবহার শুরু হওয়ার পর এখন আর ঢাকায় লোক দিয়ে কিংবা বাসে করে টেপ পাঠাতে হয় না। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ছবির মান আরো কমে যায়- কিন্তু আগেভাগে ছবি দেখানোর স্বার্থে মানের বিষয়টি জলাঞ্জলি দিতে হয়। তবে, চলমান ঘটনা না হলে আপনার রিপোর্ট যেন তুলনামূলক ভালো মানের ছবি দিয়ে প্রচার হয় সেজন্য টেপটি স্টেশনে পাঠিয়ে দিন। FTP-তে ছবি পাঠাতে হলে আপনাকে ক্যামেরা থেকে কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ছবি ডিজিটাইজ করতে হবে। যা তুলেছেন তার সব পাঠাতে গেলে সেদিন আর অন্যকিছু করা হবে না। তাই এবার আপনাকে নামতে হবে ভিডিও এডিটরের ভূমিকায়। ছবি সম্পাদনার মূল সূত্রগুলো দেখে নিন। বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদ প্রতিবেদন দেখে বুঝে নিন বিষয়গুলো। বিষয়টি পুরোপুরি আয়ত্বে আসার আগে একটু বেশী বেশী ছবি পাঠান, স্টেশনের ভিডিও এডিটরকে কিছু কাজ করতে দিন।

কম্পিউটারে ছবি ক্যাপচার বা ডিজিটাইজ করার জন্য ক্যাপচার কার্ড বা ভিডিও কার্ড এবং সফটওয়্যার দরকার হয়। অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে ফ্রি ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার পাওয়া যায়, দ্রুত কাজ করার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার খুঁজে নিতে

www.pathagar.com

পারেন। বাজারে নানা ধরনের ক্যাপচার কার্ড পাওয়া যায়- একেকটি একেক ধরণের ফলাফল দিয়ে থাকে। অনেক ল্যাপটপে ফায়ারওয়্যার পোর্ট (1394 নামেও পরিচিত) থাকে; সেগুলো ভিডিও সম্পাদনার কাজ করার জন্যই তৈরি করা। এরজন্য আলাদা ক্যাপচার কার্ড লাগে না, এবং ছবির মানও ভালো পাওয়া যায়। মনে রাখবেন ক্যাপচার কার্ডের কারণে একই ফাইল সাইজের ছবির মান বিভিন্ন হতে পারে।

এসবের ফাঁকে ফাঁকে আপনার স্টেশনের বুলেটিনের সময় ধরে ধরে আপডেট দিন। প্রথমে ভয়েস ওভার স্টোরি দেওয়ার মতো স্ক্রিপ্ট ফোনেই দিয়ে দিন। চলমান ঘটনা হলে পরের বুলেটিনের আগে নিউজ ডেস্ক থেকে ফোন করার আগেই জানিয়ে দিন। ছবি পাঠাতে পাঠাতে স্টোরিটি লিখে ফেলুন। টেলিভিশনের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করুন। এস্টনের জন্য সাক্ষাতকারদাতাদের নাম, পরিচয় উল্লেখ করুন; এবং নিউজরুম এডিটররা যেন কে কোনজন ধরতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখুন (ক্রম অনুসারে বা পোষাকের বর্ণনা বা অন্য কোনোভাবে)। ঘটনার পুরোনো কোনো যোগসূত্র বা প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন তথ্যও স্ক্রিপ্টে রাখুন- বিষয়টি বুঝতে নিউজরুম এডিটরের কাজে লাগবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঘ

সম্প্রচার প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশ

উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত দূরের কোন জায়গা থেকে খবর পেতে হলে প্রচলিত পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হতো। জাহাজ, ঘোড়া, কিংবা দূতের মাধ্যমে খবর আদান প্রদান হতো, এতে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মতোই সময় লাগতো। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো প্রশিক্ষিত পায়রার ব্যবহার, যা কেবল রাজন্যরাই করতেন। উনিশ শতকে বেশ কিছু আবিষ্কার এ অবস্থাকে আমূল বদলে দিতে শুরু করে।

তথ্য আদান প্রদানে প্রথম বিপ্লবী পরিবর্তন নিয়ে আসে টেলিগ্রাফ। ১৮৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে স্যামুয়েল এফ মোর্স এবং ব্রিটেনে স্যার চার্লস হুইটস্টোন ও স্যার উইলিয়াম ফদারগিল কোক যুগপৎভাবে টেলিগ্রাফের প্যাটেন্ট করান। প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয় ১৮৪৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে মেরিল্যান্ড রাজ্যের বাল্টিমোর পর্যন্ত। টেলিগ্রাফ এতোই দরকারি এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, পরের ৫০ বছরে পৃথিবীর প্রায় পুরোটা জুড়েই টেলিগ্রাফের তার ছড়িয়ে পড়ে, ১৮৬৬ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে তার টেনে যুক্ত করা হয় ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাকে। টেলিগ্রাফ নির্ভর হয়ে উঠতে থাকে জীবন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর সবই আসতে থাকে টেলিগ্রাফের তারে করে। প্রত্যেকটি টেলিগ্রাফ বুথের সঙ্গে যুক্ত তারের জটিল ব্যবস্থা এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, খবর গ্রহণ এবং পাঠানোর জন্য প্রশিক্ষিত অপারেটরের উপর নির্ভরশীল ছিলো এই যোগাযোগ ব্যবস্থা।

স্কটিশ ঘরে জন্ম নেওয়া মার্কিন উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ সালে টেলিফোনের প্যাটেন্ট করান। টেবিলে রাখা একটি যন্ত্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠলেও, এটিও তার টানা এবং এক্সচেঞ্জের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া সাগরবর্তী জাহাজ কিংবা এক্সচেঞ্জ স্থাপনের খরচ বহনে অক্ষম দূরবর্তী জনপদে তা ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনকে একসঙ্গে সরাসরি অনেক লোকের কাজে লাগানো সম্ভব না হলেও, বড় বড় সংবাদপত্রগুলো এ দুটো যন্ত্রের মাধ্যমে পাওয়া রিপোর্ট পরিবেশন করে লাভবান হয়ে উঠে। পত্রিকাগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রান্তের

www.pathagar.com

খবর সরবরাহের লক্ষ্যে গড়ে উঠে এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), রয়টারসের মতো সংবাদ সংস্থা।

টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের এই তার নির্ভরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ১৮৯৫ সালে ইতালির গুগলিমো মারকোনি কোনো তার ছাড়াই ৩ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাহক যন্ত্রে মোর্স কোডে একটি বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। শুরু হয় রেডিওটেলিগ্রাফি, সম্প্রচার যুগ। নিজের দেশে পাত্তা না পেলেও ১৮৯৬ সালে বৃটেনে গিয়ে নানাজনের আর্থিক সহযোগিতায় মারকোনি তার এ আবিষ্কারকে সামরিক কাজে এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলেন। পাঁচ বছরের মাথায় আটলান্টিক মহাসাগরের এক কূল থেকে অন্য কূলে, ইংল্যান্ড থেকে কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডে বেতার বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন তিনি। ১৯০৯ সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

রেডিওটেলিগ্রাফির উদ্ভাবক হিসেবে পুরো কৃতিত্ব মারকোনির দিকে গেলেও, একই সময়ে, বলা যায় মারকোনিরও আগে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন বাঙালী এক বিজ্ঞানী। তার মনোযোগ পরবর্তীতে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি জীব ও জড়ের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে নিবদ্ধ হয় এবং গাছও যে বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তা প্রমাণ করেন তিনি। চিরস্মরণীয় ওই বৈজ্ঞানিকের জন্ম ময়মনসিংহে, তার পূর্বপুরুষের বাড়ী বিক্রমপুরের (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) রাড়িখাল গ্রামে। তিনি জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৯৫ সালে তিনি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে দূর থেকে একটি ঘণ্টা বাজিয়ে এবং গান পাউডার বিস্ফোরিত করে দেখান। তার ওই গবেষণা একই সাথে স্বল্প দৈর্ঘের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ এবং এ তরঙ্গ কোন মাধ্যম ছাড়াই এক জায়গা থেকে পাঠিয়ে অন্য জায়গায় গ্রহণ করার ওপর নিবদ্ধ ছিলো। তিনি বেতার তরঙ্গ প্রেরক এবং গ্রাহক যন্ত্রও তৈরি করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবাধ চলাচলে বিশ্বাস করতেন এবং তা কেবল বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হবে বলে মনে করতেন তিনি। এ কারণে ওই আবিষ্কার নিয়ে কোনোরকম ব্যবসায়িক চিন্তা তিনি করেননি বলেই, রেডিওর আবিস্কারক হিসেবে মারকোনি একক কৃতিত্ব পেয়ে যান।

যাই হোক, এক যুগের মাথায় মারকোনির আবিষ্কার নৌ যোগাযোগ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। অনেক দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত জাহাজে রেডিও ট্রান্সমিটার এবং প্রশিক্ষিত অপারেটর রাখার জন্য আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করে। ১৯০৪ সালে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পচনশীল দ্রব্য আমদানি, বিশেষ করে মধ্য আমেরিকা থেকে কলা আমদানির ক্ষেত্রে সামর্থ্য বাড়াতে অনেকগুলো রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য মার্কিন উদ্ভাবক লি ডি ফরেস্টকে নিয়োজিত করে। এসব স্টেশনের মাঝে আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং বাজারের অবস্থার তথ্য আদান প্রদান

www.pathagar.com

হতো। বলা যায়, এর মাধ্যমেই তৈরি হয় প্রথম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক। ১৯১২ সালে টাইটানিক দুর্ঘটনার খবর রেডিও সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করে তুলে। উপকূলীয় বেতার টেলিগ্রাফ অপারেটররা টাইটানিকের ট্রান্সমিটার থেকে সিগন্যাল পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল করে দ্রুত সাহায্যের জন্য খবর পাঠানোর ফলে ডুবন্ত ওই জাহাজের তিনভাগের একভাগ যাত্রীকে বাঁচানো সম্ভব হয়।

প্রথম যুগের রেডিও ছিলো সত্যিকার অর্থেই বেতার-টেলিগ্রাফ, এগুলো তথ্য আদানপ্রদান করতো মোর্স কোড-এ। কানাডার রেগিনাল্ড ফেসেনডেন এবং পরবর্তীতে ডি ফরেস্টের কাজ রেডিওতে মানুষের কণ্ঠস্বর ও সংগীতসহ নানা ধরনের শব্দ প্রেরণ সম্ভব করে তুলে। ১৯১৪ সালে মার্কিন উদ্ভাবক এডউইন হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং পুনরুৎপাদন করে এমন একটি সার্কিট প্যাটেন্ট করেন। এ উদ্ভাবন বেতার তরঙ্গকে বহুগুণ শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের জন্য সম্প্রচারকে সম্ভব করে তুলে।

অনেক দিন পর্যন্ত নতুন এই প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোর ব্যাপারে কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। নৌ চলাচলের বাইরে বেতার সম্প্রচারের বিষয়টি ছিলো অপেশাদার এবং শখের গবেষকদের হাতে। ১৯০৯ সালে মার্কিন উদ্যোক্তা চার্লস হেরল্ড ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসেতে হেরল্ড কলেজ অব ওয়্যারলেস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ছাত্ররা খবর ও সংগীত সম্প্রচার শুরু করে। এর রিসিভারগুলো রাখা ছিলো স্থানীয় হোটেলগুলোর লবিতে। পুরো উত্তর আমেরিকা জুড়ে সৌখিন লোকজন তাদের নিজস্ব ট্রান্সমিটার তৈরি করে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়, তথ্য আদানপ্রদান, কবিতা আবৃত্তি করে, গান বাজিয়ে এবং অন্যান্যভাবে বিনোদনের কাজে ব্যবহার করতো, এরা হ্যাম হিসেবে পরিচিত। অনেকে কেবল গ্রাহক যন্ত্র তৈরি করে নিয়ে এসব শুনতো। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অসংখ্য রেডিও ক্লাবেরও জন্ম হয় তখন। ডি-এক্সিং বা অনেক দূরের কোন সিগন্যাল ধরে শোনা জনপ্রিয় হয়ে উঠে, আজকের ইন্টারনেট সার্ফিং-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে একে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯১২ সালে এধরনের রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করে এবং ১৯১৭ সাল নাগাদ এসব সৌখিন বেতার সম্প্রচারের জন্য ৮ হাজারেরও বেশী লাইসেন্স ইস্যু করে।

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, বেতার সম্প্রচার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে একটি মূল্যবান সামরিক যন্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। এর কৌশলগত ব্যবহার, গোয়েন্দা তৎপরতা এবং প্রচারণায় এর সামর্থ্যের কথা ভেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বেসামরিক কাজে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ১৯১৭ সালে, যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে। অবশ্য এ যুদ্ধের ফলে দুপক্ষই বেতার প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রচুর অর্থ যোগান দেয়।

সাধারণ মানুষের জন্য একটি সুপরিকল্পিত সম্প্রচারের চিন্তার খোঁজ পাওয়া যায় মারকোনির কোম্পানির যুক্তরাষ্ট্র শাখার কর্মকর্তা ডেভিড স্যারনফের ১৯১৬ সালে লেখা

www.pathagar.com

একটি চিঠিতে। স্যারনফ তাতে রেডিওকে পিয়ানো কিংবা ফোনোগ্রাফের মতো গৃহস্থালী যন্ত্রে পরিণত করার প্রস্তাব রাখেন। উড্রো উইলসন সাধারণের জন্য বেতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ফলে তা আর বিবেচনায় আনেনি কর্তৃপক্ষ। যুদ্ধ শেষে রেডিওর বিক্রি বাড়াতে পেনসিলভ্যানিয়ার পিটসবুর্গে উয়েস্টিংহাউজ ইলেক্ট্রিক করপোরেশন (এখন সিবিএস করপোরেশন) সাধারণ মানুষের জন্য অনুষ্ঠান পরিকল্পনা নিয়ে একটি রেডিও স্টেশন তৈরি করে। ইতিহাসবিদরা একে প্রথম বাণিজ্যিক রেডিও স্টেশন বলতে পারেন। এর কল লেটার ছিলো 'কেডিকেএ'– স্টেশনটি এ নামেই পরিচিত হয়ে উঠে। ১৯২০ সালে লাইসেন্স পায় কেডিকেএ এবং ফ্যাক্টরির ছাদে ক্যানভাসের তৈরি তাবুর ভেতর একটি স্টুডিও থেকে সম্প্রচার শুরু করে। অন্যান্য রেডিও নির্মাতারাও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে শুরু করে। রেডিও সেটের বিক্রির হার বিনে পয়সার এসব সম্প্রচারের খরচকে যুক্তিযুক্ত করে তুলে। আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ব্রডকাস্টারস এর অনুমান, ১৯২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ হাজার বাড়িতে রেডিও ছিলো, ১৯২৯ সালে এ সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই রেডিও সেট বিক্রির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকেনি। নতুন নতুন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের তাগিদ তৈরি হয়, বিজ্ঞাপন একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি হয়ে উঠে।

ব্রিটেনে জনগণের চাপ এবং শখের বেতার ব্যবহারকারীদের সম্প্রচারের দাবির পাশাপাশি রেডিও সেট উৎপাদন সরকারকে ১৯২২ সালে পরীক্ষামূলক স্টেশন চালু এবং ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি গঠন করতে বাধ্য করে। বিবিসি গঠিত হয় অক্টোবরে এবং নভেম্বরের ১৪ তারিখ মারকোনির লন্ডন স্টুডিও থেকে খবর প্রচারের মাধ্যমে প্রতিদিনের সম্প্রচার শুরু করে। ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রায় পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে বিবিসির বেতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। বিবিসির আর্থিক বিষয়টি ভিন্ন ধরণের, রেডিও সেটের মালিকরা সরকারকে যে বার্ষিক লাইসেন্স ফি দেয় তা সরাসরি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বিবিসি-কে দিয়ে দেওয়া হয়। বিনিময়ে বিবিসি তার নেটওয়ার্ক স্টেশনগুলোর জন্য খবর এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরি করে। বিবিসির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন সম্পাদকীয় নীতি ছিলো শুরু থেকেই এবং এর একক কৃতিত্ব বিবিসির প্রথম জেনারেল ম্যানেজার জন রেইথের। স্কটিশ এই প্রকৌশলীকে ১৯২৭ সালে নাইট উপাধি দেওয়া হয়, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি পরিণত হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে।

১৯৩৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬০০ রেডিও স্টেশন গড়ে উঠে, গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি। রেডিও হয়ে উঠে আবশ্যকীয় গৃহস্থালী সামগ্রী, বসার ঘরে কাঠের তৈরি বাক্সের ভেতর রাখা চমৎকার এক আসবাব, পুরো জাতির জন্য খবর এবং বিনোদনের প্রথম উৎস।

www.pathagar.com

রেডিওর সাফল্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে শব্দ এবং ছবি সম্প্রচারের নতুন ধরনের এক মাধ্যম– টেলিভিশন তৈরির জন্য গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন জনের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর কাজের ফসল টেলিভিশন। সর্বপ্রথম সাফল্যের সাথে ছবি সম্প্রচার করেন জার্মান উদ্ভাবক পল নিপকো ১৮৮৪ সালে। তিনি এতে ব্যবহার করেন স্প্রিং-এর মতো সাজানো অনেকগুলো ছিদ্র করা একটি চাকতি। এ ঘূর্ণায়মান চাকতি বা নিপকো চাকতি পদ্ধতির আরো উন্নয়ন করেন চার্লস ফ্রান্সিস জেকিনস এবং স্কটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড। চার্লস জেকিনস ১৯২৫ সালে ওয়াশিংটনে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সম্প্রচার করে দেখান। জন বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে লন্ডনের রয়েল একাডেমি অব সায়েন্স-এ একটি চিত্র সম্প্রচার করে দেখান। এটিএন্ডটির প্রকৌশলী হার্বার্ট আইভস ১৯২৮ সালে একই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে বসে থাকা দুই দর্শককে একটি ফুলের তোড়া এবং আমেরিকার পতাকার রঙিন ছবি দেখাতে সক্ষম হন। কিন্তু রেডিও'র জন্য আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনিক টিউবের প্রমাণিত সামর্থ্য সবাইকে তা নিয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করে তোলে। মনোযোগ হারায় নিপকো চাকতির যান্ত্রিক পদ্ধতি।

পুরোপুরি ইলেক্ট্রনিক টেলিভিশন পদ্ধতির প্রথম প্যাটেন্ট দেওয়া হয় ১৯২৭ সালে ফিলো টি ফার্নসওয়ার্থ নামে এক তরুণকে। তিনি ফিলাডেলফিয়া স্টোরেজ ব্যাটারি কোম্পানিতে তার তথাকথিত ইমেজ ডিসেকটর টিউব দিয়ে ডলারের চিহ্ন সম্প্রচার করেন। ইতোমধ্যে তিনটি রেডিও কোম্পানি– জেনারেল ইলেক্ট্রিক, ওয়েস্টিংহাইজ এবং রেডিও করপোরেশন অব আমেরিকা (আরসিএ) ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৩০ সালে তারা নিউজার্সিতে আরসিএর গবেষণাগারে রাশিয়া থেকে আসা বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির জওরিকিনের নেতৃত্বে টেলিভিশন গবেষণায় মনোনিবেশ করে। ইতিহাসবিদরা টেলিভিশন আবিষ্কারের কৃতিত্ব ফার্নসওয়ার্থ, জওরিকিন অথবা দুজনকেই দিয়ে থাকেন।

গত শতাব্দীর ৩০-এর দশকে সাল নাগাদ পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশ জনসাধারণের জন্য টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ১৯৩৫ সালে লন্ডনে বিবিসি রেডিও সম্প্রচার শেষে টেলিভিশনের যান্ত্রিক এবং ইলেক্ট্রনিক দুটো পদ্ধতিই পরীক্ষা করার জন্য প্রতিদিন কয়েকঘণ্টা করে সম্প্রচার শুরু করে। পরের বছর ২ নভেম্বর উত্তর লন্ডনের আলেক্সান্ড্রা প্রাসাদ থেকে বিবিসি টেলিভিশনের নিয়মিত সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের ১২ মে রাজা ষষ্ঠ জর্জের অভিষেক, জুনে উইম্বলডন এবং ৩৮ সালের এপ্রিলে এফএ কাপের ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করে বিবিসি। ১৯৩৫ সালেই বছর যুক্তরাষ্ট্রে সিবিএস করপোরেশন মঞ্চ, চলচ্চিত্র এবং রেডিও সমালোচক গিলবার্ট সেলডেসকে তাদের টেলিভিশনের অনুষ্ঠান তৈরির প্রকল্পে উপদেষ্টা নিয়োগ করে। আরসিএ ১৯৩৯ সালে নিউ ইয়র্কের বিশ্ব মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে তাদের

www.pathagar.com

টেলিভিশন স্টেশনের যাত্রা শুরু করে। মেলার উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, তার উদ্বোধনী ভাষণ ছিলো টেলিভিশনের পর্দায় প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্প্রচার। মেলায় আরসিএর প্যাভিলিয়ন থেকে প্রতিদিন সম্প্রচার করা হতো, দর্শনার্থীদের টেলিভিশন দেখতে এবং ক্যামেরার সামনে হেঁটে যাবার এবং মনিটরে দেখার আমন্ত্রণ জানানো হতো। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে টেলিভিশন নিয়ে গবেষণায় ছেদ পড়ে, তবে রাডার নিয়ে গবেষণার অনেক ফলাফল টেলিভিশনের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে, বিভিন্ন জায়গার স্থানীয় স্টেশনগুলো যখন যুগপৎভাবে একই সিগন্যাল সম্প্রচার করে তখন তাকে নেটওয়ার্ক সম্প্রচার বলা হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আমেরিকার চারটি কোম্পানি নেটওয়ার্ক সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। রেডিও থেকে বিপুল আয়ের কারণে এনবিসি এবং সিবিএস টেলিভিশন সম্প্রচারে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এমনিতেই প্রস্তুত ছিলো, বাকী দুটো হলো আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (এবিসি) এবং ডুমন্ট টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। ১৯৬০ সালের মধ্যে ছয়শ'রও বেশী টেলিভিশন স্টেশন সম্প্রচার শুরু করে, এগুলোর মধ্যে ৫৪১টিই ছিলো বাণিজ্যিক। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৯০ শতাংশ গৃহস্থালী ছিলো টেলিভিশন নেটওয়ার্কের আওতায়। একুশ শতকের শুরুতে বাণিজ্যিক স্টেশনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২'শরও বেশীতে, সরকারি স্টেশন প্রায় ৩৭০টি এবং সম্প্রচারের আওতায় আসে ৯৮ শতাংশ গৃহস্থালী।

সম্প্রচার সাংবাদিকতা

বিনোদন মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হওয়ারও আগে সম্প্রচার প্রযুক্তি মূলত সমুদ্রপথের আবহাওয়ার অবস্থা জানা ও তা প্রচারের কাজে ব্যবহার হতো। প্রথম দিকের গবেষক এবং সৌখিন বেতার ব্যবহারকারীরা দূরের শ্রোতাদের নির্বাচনের ফলাফল থেকে শুরু করে স্থানীয় গালগল্প, সবকিছু জানাতে পেরে শ্লাঘা বোধ করতেন। গণমাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে এর গতি এবং সর্বব্যাপীতার কারণে খবর, জাতীয় আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয়, অনুষ্ঠানসূচির একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে উঠে। রেডিও কেবল সংবাদপত্রের চাইতে আগে খবর সম্প্রচারই নয়, ঘটনার সরাসরি সম্প্রচারও করে।

রেডিওতে প্রথম খবর প্রচারের কৃতিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রেডিওর অনুষ্ঠানসূচিতে খবরের অন্তর্ভুক্তি শুরু থেকেই নানা বাধার মুখোমুখি হয়। ১৯২২ সালে বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস যুক্তরাষ্ট্রে তার গ্রাহক সংবাদপত্রগুলোকে অনুরোধ করে, রেডিও স্টেশনগুলো যেন তাদের সরবরাহ করা খবর ব্যবহার করতে না পারে। দুই দশক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের খবর পরিবেশনে রেডিও শক্তিশালী এবং

www.pathagar.com

প্রমাণিত মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বৃটেনে, ১৯২২ সালের ১৪ নভেম্বর বিবিসির প্রথম সম্প্রচারের দিন থেকেই খবর পরিবেশন শুরু করলেও, মাস খানেকের মাথায় ২৩ ডিসেম্বর, সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থাগুলো তাদের বাজার ধরে রাখতে সন্ধ্যা ৭টার আগে রেডিওতে কোনো খবর পরিবেশন করা যাবেনা বলে একমত হয়। ১৯২৬ সালে সাধারণ ধর্মঘট রেডিও-র খবর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা পাল্টে দেয়। ৩০ এপ্রিল একটি সংগীতানুষ্ঠানের মাঝপথে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের খবর প্রচারের মাধ্যমে শুরু হয় এ নাটক। চারদিনের মাথায় ধর্মঘট জোরদার হলে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ থাকায়, সন্ধ্যা সাতটার আগে খবর প্রচারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, বিবিসি দিনে ৫টি বুলেটিন প্রচার শুরু করে। ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি পরিণত হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে, অধিকার পায় বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ এবং সন্ধ্যা সাতটার আগে খবর প্রচারের। তবে সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রথম বুলেটিনের সময় ঠিক করা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। ১৯৩০ সালের মধ্যে বিবিসি সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। সংবাদ সংগ্রহের জন্য গড়ে উঠে বিবিসির নিজস্ব কর্মীবাহিনী।

তারপর আসে টেলিভিশন। রেডিও খবরের উত্তরসূরী হলো টেলিভিশন সাংবাদিকতা। প্রথম দিকের টেলিভিশন খবর ছিলো অপরিশীলিত, প্রযুক্তিগত দুর্বলতায় ভরপুর। ১৯৩৬ সালের ২ নভেম্বর বিবিসি টেলিভিশনের নিয়মিত সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৩৮ সালের ২১ মার্চ বিবিসি টেলিভিশন প্রথম খবর সম্প্রচার করে, তা ছিলো রেকর্ড করা রেডিও বুলেটিন, শুধুই শব্দ। যুক্তরাষ্ট্রে আরসিএ-এর টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৯ সালে। সিবিএস এবং এনবিসি বাণিজ্যিক সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স পায় ১৯৪১ সালে। টেলিভিশন দুটো যাত্রা শুরুর পরপরই দিনে দুটো করে ১৫ মিনিটের খবর সম্প্রচার শুরু করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ টেলিভিশন এবং টেলিভিশন সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে তুলে।

টেলিভিশন খবরের আরেক পূর্বসূরী হলো নিউজরিল বা খবরের চলচ্চিত্র। বিংশ শতকের শুরুর দিকে সিনেমাহলগুলোতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানান ঘটনার সচিত্র খবর দেখানো শুরু হয়। গড়ে উঠে বেশ কিছু নিউজরিল কোম্পানি। বৃটেনে বিবিসি টেলিভিশন প্রথম দিক থেকেই মুভিটোন কোম্পানির নিউজরিল সম্প্রচার করতে থাকে। ১৯৪৮ সাল থেকে বিবিসি নিজেই নিউজরিল তৈরি শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রে এসব নিউজরিলের পাশাপাশি স্থির চিত্রকে স্টুডিওতে ইজেলে বাসিয়ে তা দেখানো হতো। ৫০-এর দশকে ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম উদ্ভাবনের ফলে টেলিভিশনের খবর নতুন গতি পায়। ১৯৫৮ সালে প্রসেসের পর পজেটিভ প্রিন্ট চালু হবার ফলে সম্পাদনার সময় কমে

www.pathagar.com

আসে, যথাসময়ে তরতাজা সচিত্র খবর তৈরি করা সহজ হয়ে উঠে।

১৯৫৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিবিসি সংবাদপাঠকদের পর্দায় দেখানোর মাধ্যমে নতুন চেহারায় টেলিভিশন সংবাদের সূচনা করে, বলা যায় যথার্থ টেলিভিশন সংবাদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬০ সালের মধ্যে ছবির মাধ্যমে খবর দেওয়ার এ কলা যথার্থ রূপ লাভ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ছিলো টেলিভিশনের যাত্রার প্রায় শুরু থেকেই। ১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ডের কয়েক সেকেন্ডের মাথায় টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো তা সরাসরি সম্প্রচার করে। পরের চারদিন সংবাদ বুলেটিনে তা নিয়ে অসংখ্য সরাসরি খবর সম্প্রচার করে। সরাসরি সম্প্রচারের এই সামর্থ্য টেলিভিশন সংবাদকে সংবাদপত্রের চেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। পাশাপাশি সূচনা হয় রঙিন টেলিভিশন যুগেরও।

টেলিভিশনের শুরু থেকেই অনুষ্ঠান ধারণ এবং সম্প্রচারের জন্য ভিডিও টেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ভিডিও টেপ রেকর্ডার বা ভিটিআরের জন্য। বিভিন্ন জায়গায় নানান টিম এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালালেও অসাধ্য সাধন করেন এমপেক্স করপোরেশনের প্রকৌশলীরা। তবে তা কেবল স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ধারণ এবং সম্পাদনা সম্ভব করে তোলে। টেলিভিশন সংবাদকে ফিল্মের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৭১ সালে সিনেমা প্রোডাক্ট সিপি ১৬ ক্যামেরা নিয়ে আসলে টেলিভিশনের সংবাদচিত্র সংগ্রহ আরো সহজ হয়। ১৯৮১ সালে সনি বেটা ফরমেট চালু করে, একই বছর যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব রেডিও এন্ড ব্রডকাস্টের সামনে প্রথম ক্যামেরা-রেকর্ডার উপস্থাপন করা হয়। শুরু হয় ইলেক্ট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং যুগের, টেলিভিশন সংবাদ থেকে রাতারাতি ফিল্ম বিদায় নেয়। ভিডিও টেপের ব্যবহার সচিত্র সংবাদ পরিবেশনে ছবি তোলার এবং সম্প্রচারের সময়ের মধ্যকার ব্যবধান আরো কমিয়ে আনে। টেলিভিশন সংবাদে শুরু হয় সত্যিকারের প্রযুক্তিগত বিপ্লব।

টেলিভিশন প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি মহাকাশ জয়ের নেশায় মেতে উঠে মানুষ। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুৎনিক ১ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বদলে যায় পৃথিবীর ইতিহাস, শুরু হয় মহাকাশ যুগের। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণসহ নানা বৈজ্ঞানিক কাজের পাশাপাশি টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আকাশে নিজেদের স্যাটেলাইট পাঠাতে না পারলেও ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত দেশের স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, চলে আসে বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের আওতায়। ১৯৬১ সালে যোগাযোগ স্যাটেলাইট টেলস্টার

www.pathagar.com

প্রথমবারের মতো টেলিভিশনের জন্য ছবি রিলে করে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে সরাসরি না হলেও কোন ঘটনার ছবি দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে। ৮০-র দশকে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে যোগ করে স্যাটেলাইটে আপলিংক করার যন্ত্র সম্বলিত গাড়ি। শুরু হয় স্যাটেলাইট নিউজ গ্যাদারিং বা এসএনজি যুগ। পাশাপাশি চালু হয় বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল। খুলে যায় ঘরে বসে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার টেলিভিশন চ্যানেল দেখার জানালা।

বাংলাদেশে বেতার ও টেলিভিশন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার এ দেশে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালানোর তাগিদ থেকে পাঁচটি মিডিয়াম ওয়েভ শাখা স্থাপনের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া রেডিও চালু করে। এর একটি শাখা স্থাপিত হয় ঢাকায়। নাজিমুদ্দীন রোডের একটি ভাড়া করা বাড়িতে স্থাপন করা দুটো স্টুডিও নিয়ে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র– ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র। দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর এবং বিবিসির ইংরেজি খবর রিলে করা হতো এসব কেন্দ্র থেকে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বেতারের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সাভারে ১০০ কিলোওয়াট করে একটি মিডিয়ামওয়েভ ও একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপনসহ চট্টগ্রামের কালুঘাট, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও খুলনায় কেন্দ্র খোলা হয়। পুরোদেশ চলে আসে সম্প্রচারের আওতায়। শুরুতে খবর পাকিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হলেও পরে শক্তিশালী শর্টওয়েভ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তা করাচিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী ও শিল্পীরা এ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে, বেতার কেন্দ্রগুলো 'রেডিও পাকিস্তান' নাম বলা পরিহার করে ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নামে পরিচয় ব্যবহার করতে শুরু করে। ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের উদ্যোগ নিলে সামরিক সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্রতিবাদে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বেতার ভবন ত্যাগ করলে সেদিন রাতে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন, রেকর্ড করা ওই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিলে সংকটের অবসান হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, আসে ২৫শে মার্চের কালরাত। ২৬ মার্চ সাহসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন কালুরঘাটে অবস্থিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কলাকুশলীরা, তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে গভীর রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী সেনা কর্মকর্তা, তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান।

কালুরঘাট কেন্দ্রের এক কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ট্রান্সমিটার চালুর মাধ্যমে জন্ম নেয়

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। ৩০ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর হামলায় ট্রান্সমিটারটি বিকল হয়ে গেলে, বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আগরতলা পৌঁছেন। তাদের নিরলস পরিশ্রমে ৩ এপ্রিল মুক্ত অঞ্চল থেকে আবার চালু হয় বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার। মুক্তিযুদ্ধে এ বেতারের কর্মকাণ্ড একাধারে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত বেতারের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার প্রোপাগান্ডাকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে উদ্দীপ্ত করে তোলে মুক্তিকামী বাঙালীকে।

জাপানের নিপ্পন কোম্পানির সহযোগিতায় ১৯৬৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে সাদা কালোয় পরীক্ষামূলক টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। তখনকার ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট ভবনে (বর্তমান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ– রাজউক) স্থাপিত ছোট একটি স্টুডিও থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠান প্রযোজনা। মাত্র ৩০০ ওয়াট ক্ষমতার ট্রান্সমিটার দিয়ে শুরু হয় এর সম্প্রচার, যা কেবল ১৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দেখা যেতো। সম্প্রচারের শুরু থেকেই আলাদা অনুষ্ঠান হিসেবে সংবাদ প্রচার করা হলেও নিয়ম ছিলো কেবল রেডিওতে প্রচারিত খবরই দেখানো যাবে। ১৯৬৮ সালে রামপুরায় নিজস্ব টেলিভিশন কমপ্লেক্স থেকে ৬ কিলোওয়াট ক্ষমতার ট্রান্সমিটার থেকে সম্প্রচার শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর উপকেন্দ্র চালু করা হয়। ১৯৮০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। ২০০৩ সালে যাত্রা শুরু হয় স্যাটেলাইট সম্প্রচার বিটিভি ওয়ার্ল্ড। ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি চালু হয় সংসদ বাংলাদেশ চ্যানেল। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তাকক্ষ চালু হয়। পাকিস্তান আমলের মতোই স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ সরকার নিয়ন্ত্রিত রয়ে যায়, যার ধারাবাহিকতা এখনো চলছে।

১৯৯৯ সালের ১৪ এপ্রিল একুশে টেলিভিশন যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে প্রথম ও একমাত্র টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশন দেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশেষ করে খবর পরিবেশনে আধুনিক ধ্যানধারণা, মাটি ও মানুষের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা চ্যানেলটিকে জনপ্রিয়তার চূড়ায় নিয়ে যায়। একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরুর আগেই একদল অভিজ্ঞ সাংবাদিককে নিয়ে টেলিভিশন সাংবাদিকতা বিষয়ে পেশাদার প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। পাঁচ মিনিটের একটি বুলেটিন দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও প্রখ্যাত সাংবাদিক সায়মন ড্রিং-এর তত্ত্বাবধানে এসব প্রশিক্ষিত সাংবাদিকদের কর্মতৎপরতা একুশে টেলিভিশনের সংবাদকে বিনোদনের নতুন এক উপাদানে পরিণত করে। এছাড়া গ্রামগঞ্জের নানা বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে, ছোটদের তৈরি সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান মুক্তখবর যোগ করে নতুন মাত্রা। লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় দীর্ঘ এক

www.pathagar.com

আইনি লড়াইয়ে পরাজিত হলে ২০০২ সালের ২৯ আগস্ট বন্ধ হয়ে যায় একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার।

অবশ্য এর আগেই অনুষ্ঠান রপ্তানির মাধ্যমে স্যাটেলাইট যুগে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই ভারতের এটিএন নামের একটি স্যাটেলাইট চ্যানলে একটি নির্দিষ্ট সময় ভাড়া করে বাংলাদেশী অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেড। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের সময় বাড়তে বাড়তে তা রূপ নেয় এটিএন বাংলা নামের আজকের স্যাটেলাইট চ্যানেলে। পাশাপাশি চালু করা হয় এটিএন ওয়ার্ল্ড। ২০০১ সালে এসে যোগ হয় খবর।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য প্যাকেজ নাটক এবং অনুষ্ঠান নির্মানের অভিজ্ঞতা পুঁজি করে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চালু করে 'চ্যানেল আই' স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। শুরু ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর। প্রথম দিন থেকেই ২৪ ঘন্টার ডিজিটাল এই চ্যানেলটি রুচিসম্মত অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য নন্দিত হয়ে উঠে। ২০০১ সালে এসে যোগ হয় চ্যানেল আই সংবাদ।

টোটাল এন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্ক টেন নামের আরো একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু হলেও ছয় মাসের মাথায় সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৩ সালের ৩ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিডেট নামের কোম্পানিটির নতুন মালিকানায় নতুন উদ্যোগে নতুন নামে শুরু হয় এনটিভি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ঝকঝকে ছবি, উন্নতমানের শব্দ, রুচিসম্মত অনুষ্ঠানমালার জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এনটিভি। সম্প্রচারের প্রথম দিন থেকেই খবর পরিবেশন করে চ্যানেলটি। তারপর একে একে আরটিভি, চ্যানেল ওয়ান, বাংলাভিশন, বৈশাখী, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টেলিভিশন, সিএসবি, স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে একুশে টেলিভিশন, দেশটিভি, এটিএন, নিউজ, মাইটিভি এবং মোহনার সম্প্রচার শুরু হয়। সিএসবি দেশের প্রথম সংবাদ ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নির্ভর চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও কাগজপত্রের জটিলতায় বন্ধ হয়ে যায়; পরবর্তীতে প্রায় একই রকম কারণে চ্যানেল ওয়ানও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোটামুটি ৭০ লাখ টেলিভিশন সেট রয়েছে। দেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে ৫ কোটির মতো লোক চৌদ্দটি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল ও টেরেস্ট্রেরিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল বিটিভি এবং সংসদ বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখতে পায়।

www.pathagar.com